- ঢাকার দীপালী সংঘের শতবর্ষ ও লীলা রায়
- রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের মৌলিক অবদান
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ৭২-এর সংবিধান ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ
- নারীর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘন

মহিলা সমাচার

কার্তিক–পৌষ ১৪২৯ ॥ অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২২

মহিলা সমাচার

Mahila Samachar

কার্তিক–পৌষ ১৪২৯ ॥ অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২২

সম্পাদক

ডা. ফওজিয়া মোসলেম

নির্বাহী সম্পাদক

সারাবান তহুরা

সম্পাদনা পরিষদ

সেলিনা খালেক
সীমা মোসলেম
জুয়েলা জেবুননেসা খান
রেবা নার্গিস

সহযোগী সম্পাদক

গৌতম বসাক

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা ও অলংকরণ

আবু সাঈদ তুহিন

মহিলা সমাচারে ব্যবহৃত ছবি

বিভিন্ন উপপরিষদ ও জেলা শাখা থেকে প্রাপ্ত

মূল্য

১০ টাকা

প্রকাশনা উপপরিষদের ই-মেইল

mahilasamachar@gmail.com

মুদ্রণ

শামীম প্রিন্টিং

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সুফিয়া কামাল ভবন, ১০/বি/১ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
ফোন +৮৮০ ২ ২২৩৩৫২৩৪৪; ফ্যাক্স +৮৮০ ২ ২২৩৩৮৩৫২৯
ই-মেইল: info@mahilaparishad.org, ওয়েব: www.mahilaparishad.org কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

'সংগঠনের শক্তি সংহত করি: সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারী দক্ষতা জোরদার করি'–এ স্লোগান নিয়ে ১৭ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সাংগঠনিক পক্ষ ২০২২ পালিত হলো। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সংগঠনের সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন, জেলা শাখাসমূহ আওতাধীন তৃণমূল কমিটির সাথে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন, কর্মীসভা, সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ, উঠান বৈঠক, উদ্বুদ্ধকরণ সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। সাংগঠনিক পক্ষ পালনের মাধ্যমে সংগঠকদের জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার অঙ্গীকার অধিকতর কার্যকর হবে বলে আমরা আশা করি।

নারী ও কন্যা নির্যাতন নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতি বছরের মতো এবারও বহুমুখী কর্মসূচি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন করে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষে এ বছরের স্লোগান ছিল: 'নারী ও কন্যা নির্যাতন বন্ধ করি, নতুন সমাজ নির্মাণ করি'। আমরা মনে করি, নারী ও কন্যার প্রতি সব ধরণের সহিংসতার অবসানে প্রয়োজন সময়োপযোগী আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও তার যথাযথ প্রয়োগ, নারী ও কন্যার ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তথা কর্মজীবী-পেশাজীবী নারীদের জন্য সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করা, সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার জন্য সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ব্যবস্থা করা, শিক্ষা কারিকুলামে জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয় যুক্ত করা, জাতিসংঘ সিডও সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া, প্রশাসনসহ বিভিন্ন সেক্টরে জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাসহ রাষ্ট্র ও সমাজে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

২০ নভেম্বর ছিল সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালের ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী। তাঁর সংগ্রামের চেতনা, তাঁর মানবতার আদর্শ চিরকালের। তাঁর আদর্শের প্রতি আমাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও একাত্মতা জানাই।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটিসহ দেশব্যাপী সকল জেলা ও তৃণমূল শাখা যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস এবং ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস পালন করা হয়। ৭২-এর সংবিধনের আলোকে ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা এবং নারীমুক্তি আন্দোলনে রোকেয়ার মৌলিক অবদান বিশ্লেষণ করে দুটি প্রবন্ধ থাকল এ সংখ্যায়। পাশাপাশি, দীপালী সংঘের শতবর্ষ ও এর অন্যতম সংগঠক লীলা রায়ের জন্মতিথিতে লীলা রায়সহ দীপালী সংঘের সংগঠকদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানিয়ে থাকল আরেকটি বিশেষ নিবন্ধ।

প্রবীণ সংগঠক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি নাহার আহমেদ এবং নাটোর জেলা শাখার সভাপতি নারীনেত্রী দিলারা বেগম পারুল প্রয়াত হন যথাক্রমে ৮ অক্টোবর ও ১২ ডিসেম্বর। ঢাকা মহানগরসহ কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রমে নাহার আহমেদের দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততা দেশের নারী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। আর উত্তরবঙ্গের নারী আন্দোলনের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব দিলারা বেগম আমৃত্যু নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর ক্ষমতায়নের আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছন। তাঁদের প্রতি সংগঠনের সকল স্তরের কর্মী-সংঠকের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা।

সূ চি প ত্র

নিবন্ধ

ঢাকার দীপালী সংঘের শতবর্ষ ও লীলা রায় ॥ মফিদুল হক ৩
রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের মৌলিক অবদান ॥ আহমেদ মাওলা ৬
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ৭২-এর সংবিধান ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ॥ খলিল মজিদ ৮
সাংগঠনিক পক্ষ-২০২২ ॥ উম্মে সালমা বেগম ১১
নারীর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘন ॥ রেখা সাহা ১৪
স্মৃতিতে নাহার আহমেদ ॥ খুরশীদা ইমাম ১৯
শ্রদ্ধাঞ্জলি: দিলারা বেগম পারুল ॥ শ্যামা বসাক ২১
দশম আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের বাণী ২২

বিশেষ প্রতিবেদন

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের বরিশাল সফর ২৩

সংগঠন

সাংগঠনিক পক্ষ পালন (১৭ থেকে ৩১ অক্টোবর) ২৪
তরুণদের সাথে মতবিনিময় সভা নারী অধিকার: তরুণের ভাবনা ২৫
মৃত্যুবার্ষিকীতে কবি সুফিয়া কামালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ২৮
রংপুর জেলা শাখার ১৩তম সম্মেলন/শেরপুর জেলা শাখার ৮ম সম্মেলন ২৯/৩০
নোয়াখালী ও ঠাকুরগাঁও জেলায় আহ্বায়ক কমিটি গঠন ৩১
মৌলভীবাজার ও শেরপুর জেলা সফর/সুনামগঞ্জ ও মুক্তাগাছা জেলা শাখায় কর্মীসভা ৩২/৩৩
জেলা শাখায় সাংগঠনিক পক্ষ পালন ৩৫
জেলা শাখায় সুফিয়া কামালের প্রয়াণ দিবস পালন/জেলা শাখায় সাংগঠনিক কার্যক্রম ৬৩/৬৯

আন্দোলন

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও উপজেলা নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের ভূমিকা ৭৬
জেলা শাখায় আন্দোলন কার্যক্রম ৭৯

লিগ্যালএইড

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণে জাতীয় কনভেনশন ৮১
আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন ৮৪
নারী ও কন্যার প্রতি যৌন সহিংসতা ও তরুণ প্রজন্মের সম্পৃক্ততা বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন ৮৪
গণপরিসর ও গণপরিবহনে নারী ও কন্যার নিরাপত্তা চাই ৮৭
নারীর প্রতি সহিংসতা ও প্রতিকার বিষয়ে পোস্টার প্রতিযোগিতা ৮৮
ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা ৯০
আইনগত সহায়তা গ্রহণকারীদের নিয়ে কর্মশালা ৯২
নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম আরো সমন্বিতভাবে করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা ৯৪
প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ: বাগেরহাট/খুলনা/মাদারীপুর ৯৫-৯৮
আইন সংস্কার কার্যক্রম ১০১
জেলা শাখায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন ১০৬
নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির কার্যক্রম ১৩০
জেলা শাখার লিগ্যাল এইড কার্যক্রম ১৩৬

আর্থিক-ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ১৪৫

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার

'জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স ২০২২-এর প্যানেল আলোচনা ১৪৬
জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' সার্টিফিকেট কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান ১৪৯
জেলা শাখায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৫১
জেলা শাখায় পাঠচক্র ১৫৩

জেলা শাখায় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ১৫৬-১৬১

স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ

সচেতনতামূলক আলোচনা সভা: নারীর স্বাস্থ্য অধিকার ১৬২
জেলা শাখায় স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ১৬৩

নেটওয়ার্কিং প্রতিবেদন ১৬৪

ঢাকার দীপালী সংঘের শতবর্ষ ও লীলা রায়

মফিদুল হক

আজ থেকে একশ' বছর আগে ঢাকা শহরে নারীর ক্ষমতায়ন ও মানব হিসেবে অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে দীপালী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিভিন্নমুখি কর্মতৎপরতা দ্বারা সমাজে আলোড়ন জাগিয়েছিল, সেই ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণ করার রয়েছে। শহর হিসেবে ঢাকা বনেদি হলেও অতীত গৌরব হারিয়েছিল অনেককাল আগে। চারশ বছর পূর্বে সুবে বাংলার রাজধানী ছিল বটে ঢাকা, তবে সুলতানি কিংবা মোগল আমলের কীর্তি-সৌধ ধুলোয় মিশে গিয়েছিল দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের পীড়ন ও অবহেলায়। ঢাকার পূর্বগরিমা ও অর্জন লোকস্মৃতি থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিল। অন্যদিকে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের মানুষের গৌরবময় যে লড়াই-সংগ্রাম সেখানে তৈরি করা হয়েছিল বিচ্ছেদ, ধর্মের নামে বিভাজন, যার পরিণতিতে দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম নেয় পাকিস্তান। সম্প্রীতির আদর্শ ও স্বাধীনতার জন্য জাতির সংগ্রামের ইতিহাস খণ্ডিত ও বিকৃত করে পাকিস্তান চাপিয়ে দিয়েছিল ইতিহাসের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা। ধর্মের দোহাই দিয়ে অস্বীকার করা হয়েছিল ভাষার অধিকার, জাতিসত্তার পরিচয়। আর তাই বিস্মৃতিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক গৌরবজনক অধ্যায়, যার উদাহরণ হয়ে আছে বিশ শতকের নারী আন্দোলনে লীলা রায় ও দীপালী সংঘের ভূমিকা, ভুলে যাওয়া যে-ইতিহাস জানা আজকের দিনে সমাজ ও নারীমুক্তির পথনির্মাণে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

শত-বছর আগের সংগঠন দীপালী সংঘকে জানতে হলে কিংবদন্তি হওয়ার যোগ্য লীলাবতী নাগ বা লীলা রায়কে বুঝতে হবে। তিনি জন্মেছিলেন সিলেটে ১৯০০ সালে, শিক্ষিত সচ্ছল ব্রাহ্ম পরিবারে, যে-ব্রাহ্ম মতাদর্শ ছিল অসাম্প্রদায়িক, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির বাহক এবং নারীমুক্তির সমর্থক। এই পরিবারের কন্যা লীলা রায় পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দেন এবং কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি অর্জনের পর অনেক লড়াই করেই ভর্তি হন সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯২১ সালে প্রথম

লীলা রায়
(২ অক্টোবর ১৯০০–১১ জুন ১৯৭০)

ছাত্রী হিসেবে। মৌলভীবাজারের এই কন্যা বড় হয়েছিলেন ঢাকায়, বকশিবাজারে ছিল তাঁর পৈতৃক আবাস, ঢাকাই হয়ে ওঠে তাঁর কর্মের ক্ষেত্র। মনে রাখতে হবে এই সময়পর্ব ছিল ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়, যখন মোহনদাস গান্ধী এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের যৌথ উদ্যোগে বিকশিত হচ্ছিল খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম মিলিত সংগ্রাম। স্বদেশী ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে বিদেশি পণ্য বর্জন এবং তাঁতবস্ত্রসহ নিজস্ব পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রয়াস ছিল জোরদার। স্বদেশী আন্দোলনে নারীদের ছিল বিশেষ অংশগ্রহণ, ঢাকায়

মফিদুল হক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি এবং লেখক, গবেষক ও প্রকাশক

যার নেতৃত্বে ছিলেন আশালতা সেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নারীদের প্রতিষ্ঠান 'শিল্পাশ্রম'। এই বছরই হিন্দু-মুসলিম মিলনের কাণ্ডারী চিত্তরঞ্জন দাস গ্রেপ্তার হলে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দাশ। পাশাপাশি ভারত শাসন আইনের আওতায় নারীদের ভোটাধিকারের দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯২১ সালে গঠিত হয় নিখিল বঙ্গ ভোটাধিকার কমিটি, লীলা নাগ যে সংগঠনের সহ-সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। আমরা বুঝে নিতে পারি, কলকাতায় বেথুন কলেজের ছাত্রী লীলা রায়ের সঙ্গে এই সময় রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল। কেননা রোকেয়া নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের সঙ্গেও ছিলেন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এমনি বিবিধ অভিজ্ঞতা ও কর্মধারায় পুষ্ট লীলা নাগ ১৯২৩ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সামাজিক ও স্বাদেশিক ব্রত নিয়ে জীবনের পথে পা বাড়ালেন, তখন নিজেকে তিনি ক্রমাগত আরো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। নানা কর্মকাণ্ডে তিনি যুক্ত হন, তবে তাঁর প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ সাংগঠনিক পদক্ষেপ ছিল 'দীপালী সংঘ', যা আজ আমাদের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। বারো জন সাথী নিয়ে 'দীপালী সংঘ' ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালে, নারী জাগরণ ও মাতৃভূমির মুক্তি– এই দুই ব্রতপালনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে। লীলা নাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠী সুষমা সেনগুপ্ত ছিলেন যুগ্মভাবে সংগঠনের সম্পাদক। এছাড়া ছিলেন তৎকালীন সমাজের অগ্রসর কতক পরিবারের সদস্যরা। লীলা নাগের উক্তিতে সংগঠনের আদর্শ ও লক্ষ্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে, তিনি বলেছিলেন যে, জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দহীন নারীসমাজকে জ্ঞানে ও কর্মে প্রতিষ্ঠা করে সজীব সতেজ ও আনন্দময় জীবন গঠনে সহায়তা করবে দীপালী সংঘ। পরবর্তীকালে লীলা রায় লিখেছিলেন : 'এ-সব উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার জন্য নানা বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা, প্রয়োজনে কোনো বিষয়ে মহিলাদের মত প্রকাশ করিবার জন্য সভা-সমিতির ব্যবস্থা করা হয়। অল্প ব্যয়ে সেলাই শিখিবার জন্য দর্জি, চিত্রাঙ্কন শিখিবার জন্য শিক্ষক, সঙ্গীত ও বিবিধ বাজনা শিখিবার জন্য ওস্তাদ এবং খেলনা ইত্যাদি প্রস্তুত করা শিখিবার জন্য একজন নিপুণা মহিলাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক শাখা-সমিতিতে তাঁহারা ধারাবাহিকরূপে গিয়া এই সকল শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রতি বছর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দ্বারা নানা বিষয়ে বক্তৃতা-সভা সমিতি আহ্বান করা হইয়া থাকে। বক্তাগণের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।'

সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনকারী তরুণী লীলা রায়ের সামনে জীবনবিকাশের অনেক পথ খোলা ছিল। শিক্ষকতা কিংবা আর কোনো পেশায় যোগ দিয়ে দেশ ও সমাজের জন্য ভূমিকা পালনের সুযোগও সেখানে ছিল। তবে তেমন কোনো শান্ত সফল জীবনের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে তিনি আবদ্ধ রাখতে চাননি, সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশসেবা ও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে নিজেকে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত করবেন। এর অঙ্কুরোদগম ঘটেছিল আরো আগেই, ১৯১৭ সালে বেথুন কলেজে পড়তে কলকাতায় এসে পিতাকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : 'আমার ক্ষুদ্র শক্তি যদি একটি লোকেরও উপকার করতে পারতো, তবে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। সত্যি বলছি, এ-আমার বক্তৃতা নয়, এটা আমার প্রাণের কথা। এই আমার ideal –আশীর্বাদ করো যদি এ-জন্মে কিছু করতে না পারি, আবার যেন এই আমার প্রিয় ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করি, একে সেবা করে এ-প্রজন্মের আশা মিটাতে।'

আর তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকিয়ে মানবসেবা ও দেশমুক্তি–এই দুই ধারার কাজে পরিপূর্ণভাবে যুক্ত হলেন লীলা রায়, প্রতিষ্ঠা করেন দীপালী সংঘ এবং যোগ দিলেন গোপন বিপ্লবী দল শ্রীসংঘে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুই ধারার কাজে। দীপালী সংঘ খুব দ্রুত ঢাকার নারী সমাজের মধ্যে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছিল। লীলা রায়ের কর্মের একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় এখানে মেলে। দীপালী সংঘের কাজের প্রধান ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ছিল নারীর জন্য শিক্ষার সুযোগ প্রসার, গৃহবাসী নারীদের জন্য উপার্জন সক্ষম শিল্পশিক্ষাদান, নারীবান্ধব কাজের জন্য দীপালী ভাণ্ডার গড়া, নারীদের শরীরচর্চা, লাঠিখেলা ইত্যাদি আত্মরক্ষামূলক শিক্ষা প্রদান, দুঃস্থ নারীদের সহায়তায় নারী রক্ষা তহবিল গঠন, সুযোগ-বঞ্চিত কর্মজীবী নারীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা, নারীর অংশগ্রহণে বার্ষিক শিল্পমেলার আয়োজন ইত্যাদি ইত্যাদি।

দীপালী সংঘের কর্মকাণ্ডের কোনো একটি দিক নিয়ে অনেক কথা বলা যেতে পারে। কেবল নারী শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করলেও আমরা এর বিশাল বিস্তার ও গভীরতা দেখতে পাই। ঢাকায় মেয়েদের স্কুল বলতে তখন ছিল সবেধন নীলমণি ইডেন স্কুল, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়। ১৯২৩ সালে লীলা রায় প্রতিষ্ঠা করেন দীপালী স্কুল, সমাজের শক্তি সংহত করে। প্রথম তিন বছর তিনি নিজে এই বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে স্কুলটি অভয় দাশ লেনে স্থানান্তরিত হয় এবং এর নাম হয় কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল। নাম পরিবর্তনের যৌক্তিক কারণ হয়তো কিছু ছিল, তবে লীলা রায়ের নাম বিস্মৃত হওয়া অর্থ কামরুন্নেসা গার্লস হাইস্কুলের গৌরব ক্ষুণ্ন করা, ছাত্রীদের সামনে থেকে বাংলার এক মহীয়সী নারীর উপস্থিতি মুছে ফেলা, যা নতুন প্রজন্মের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া আরো কতক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন লীলা রায়, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় ১৯২৮ সালে স্থাপিত নারী শিক্ষা মন্দির, যে-বিদ্যালয় ঢাকায় নারী শিক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। পাকিস্তান আমলে এই প্রতিষ্ঠানের নাম বদল করে রাখা হয় শেরে-বাংলা বালিকা বিদ্যালয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে বিদ্যালয়ের পূর্বনাম আবার ফিরিয়ে দেয়া হয়নি বটে, তবে বিদ্যালয়ের নাম–ফলকে বন্ধনীতে লেখা হয়েছে : 'পূর্বতন নারী শিক্ষা মন্দির, লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত'।

নারী শিক্ষার প্রসারে লীলা রায়ের নানামুখি কাজের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক এখানে উল্লেখ করা যায়। অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৩৮ সালে মানিকগঞ্জের বাররা গ্রামে মুসলমান কৃষক সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে তিনি তাঁর কর্মসহযোগী ও স্বামী অনিল রায়ের সঙ্গে মিলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি হাই স্কুল এবং মেয়েদের জন্য একটি মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

দীপালী সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিস্তৃতি হয়তো ততটা ছিল না, তবে তাৎপর্যে তা সুগভীর এবং বর্তমানের জন্যও প্রাসঙ্গিক।

সমাজসেবী সংঘের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সাথে লীলা রায়

দীপালী ভাণ্ডার সম্পর্কে লীলা রায় লিখেছিলেন, 'দীপালী ভাণ্ডার নামে স্থায়ী ভাণ্ডার দীপালীর মূলধনে খোলা হইয়াছে। মহিলাগণ এই ভাণ্ডার হইতে আবশ্যকীয় জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকেন। এই ভাণ্ডার সকল প্রকার অর্ডার গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা মহিলাদের একটা আয়ের পথ সুগম হইয়াছে আশা করা যায়।' আজকের দিনে যখন সরকার ও সমাজের পক্ষ থেকে নারী উদ্যোক্তা তৈরির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে গৃহাভ্যন্তরের নারীর তৈরি পণ্য কেনাবেচার সুযোগ সম্প্রসারণের চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে, তখন আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয় প্রায় শত বছর আগে লীলা রায়ের চিন্তা ও কর্মের এই বিশেষ দিকটি।

প্রাসঙ্গিকতা তো আরো অনেকভাবেই তৈরি করে গিয়েছেন লীলা রায়। দীপালী সংঘের নারী রক্ষা ফান্ড সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন: "বর্তমান ধর্ষিতা ও অত্যাচারিতা নারীদিগের সাহায্য কল্পে দীপালী সংঘ একটি 'নারী রক্ষা ফান্ড' গঠন করিয়াছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৬০০ টাকা ফাণ্ডে জমা হইয়াছে। প্রয়োজন মতো তাঁহাদের সাহায্যার্থে ইহা ব্যয় করা হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে হইবে।" নির্যাতিত নারীর পাশে কার্যকরভাবে দাঁড়ানো, তাঁদের সাহায্য করা, অভয় দান, সমাজে প্রতিষ্ঠা করা–এসব কাজ এখন স্বীকৃতি অর্জন করেছে, তবে সামনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে অনেক। সেখানে দীপালী সংঘের উদ্যোগ প্রেরণা-দায়ক। এটা ভাবতে গেলেও অবাক হতে হয় কীভাবে একশ বছর আগে এমন চিন্তা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন লীলা রায়। অগ্রসর চিন্তার বাহক লীলা রায় আরো বলেছেন, "মহিলাগণকেও আত্মরক্ষার উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন বোধে একজন উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্যে এই সঙ্ঘের প্রায় ২৫টি মহিলা ও বালিকা লাঠিখেলা শিখিতেছেন। শীঘ্রই ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ আশা করা যায়।" নারীদের নিয়ে নিয়মিত শরীরচর্চার পাশাপাশি তাদের দেয়া হয়েছে ব্রতচারী প্রশিক্ষণ, মানসিক শক্তির পাশাপাশি শারীরিক শক্তিময়তা অর্জনের ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। আত্মরক্ষার প্রত্যয় যুগিয়ে লীলা রায় নারীকে শরীরের জড়তা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন, অসাধারণ সেসব উদ্যোগ আজ আরো গুরুত্ববহ হয়েছে।

শতবর্ষে শতকণ্ঠে আমাদের বলতে হবে দীপালী সংঘের কথা। আলোর দীপ জ্বেলেছিল এই সংগঠন ঢাকার অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে, আজি হতে শতবর্ষ আগে। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সময়ের টালমাটাল পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক জীবনে নানা পীড়ন, দীর্ঘ কারাবাস, সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ও সামাজিক সংহতির বিনাশ ইত্যাদি নানা কারণে লীলা রায়ের নেতৃত্বাধীন দীপালী সংঘ ঢাকায় তার অস্তিত্ব হারিয়েছিল, যে-কফিনে সর্বশেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছিল দেশভাগ। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা লীলা রায়ের ওপর নজরদারি আরোপ করে তার কর্মক্ষেত্র আরো সঙ্কুচিত করে দেয়। ঢাকায় অবস্থান করে কাজ করার সুযোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়ে তিনি দেশত্যাগে বাধ্য হন। তবে ঢাকা ত্যাগের আগে কলকাতা থেকে আগত আরেক মুক্তিসংগ্রামী নারীর কথা তিনি জেনেছিলেন। আজিমপুরের সরকারি এতিমখানার আবাসে ঠাঁই পাওয়া সুফিয়া কামালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে নারীমুক্তি ও প্রগতির আলোকমশাল তুলে দিয়ে তিনি ত্যাগ করলেন তাঁর জন্মভূমি। পেছনে রেখে গেলেন তাঁর জীবনের ও কর্মের সাধন ক্ষেত্র, নারীশক্তির অভ্যুদয়ে তাঁর অসাধারণ অবদান 'দীপালী সংঘ'। রাষ্ট্র ও রাজনীতি এই আলো নিভিয়ে দিয়েছিল আগেই, তবে সংঘের চেতনার মশাল তিনি দিয়ে গেলেন সুফিয়া কামালের হাতে, যাঁর পৌরহিত্যে ঢাকার বুকে ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠা পায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, দীপালী সংঘের যোগ্য উত্তরসূরী। আর তাই দীপালী সংঘের শতবর্ষ উদযাপনে মহিলা পরিষদের দায় ও দায়িত্ব আর সবার চেয়ে কিছুটা বেশি। শতবর্ষে আমরা যেন আবার ফিরে পাই দীপালী সংঘকে, আমাদের সবার গর্বের প্রতিষ্ঠান। এই ফিরে পাওয়া যোগাবে আগামীর পথচলার দিশা, একই চেতনা নিয়ে নতুন দিনের কর্তব্য পালনে যোগাবে প্রেরণা।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের মৌলিক অবদান

আহমেদ মাওলা

একুশ শতকের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষের যুগেও নারীর অস্তিত্ব এবং অবস্থান, দেশ আর ভুগোল ভেদে নানা জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হচ্ছে। নারী, এখন বুঝে নিতে চাইছে আপন মূল্য ও মর্যাদা। ইতিহাসের দীর্ঘ বয়ান খুঁড়ে-খুঁজে দেখতে চাচ্ছে প্রাচীন আর্থকাঠামো, শাসনকাঠামো, ধর্ম ও শাস্ত্র বিধিতে নারীর দমন, পীড়ন বঞ্চনার ক্ষত ও ক্ষেত্রগুলো কী রকম ছিল? প্রাচ্যের কথাই যদি বলি– বেদ, মনুসংহিতা, কৌটিল্যের আর্থশাস্ত্রে, জাতক, থেরিগাথা, পঞ্চতন্ত্র, ইসলাম ধর্মকথার বিষয়বস্তুতে, নারীর উপর বিধি-নিষেধ কমবেশি প্রায় কাছাকাছি। এবেলায় রাজশক্তি ও ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট ব্রাহ্মণ-মোল্লা-পুরোহিতই ক্ষমতার একছত্র মালিক ছিল। ভারতবর্ষের বেদ-বাহিত আর্য মনোভাবের সাথে কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক ক্ষমতা যুক্ত হয়ে পুরুষতন্ত্র প্রবল প্রতাপশালী হয়ে উঠে। উদ্বৃত্ত সম্পদের মতো এই পুরুষতন্ত্র নারীকেও দখল, দমন, পীড়নের, ভোগের সামগ্রী করে তোলে। পুরুষ ঈশ্বরে পরিণত হওয়ার মনস্তত্বই এই ক্ষমতাবলয় সৃষ্টি করে।

উনিশ শতকে বাংলার রেনেসাঁসের যুগে সমাজসংস্কারের আন্দোলন প্রধানত নারীমুক্তি, নারী-নিপীড়ন প্রতিরোধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিটন, কেশবচন্দ্র প্রমুখের সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে গুরুত্বপূর্ণ সমাজসংস্কার বিবেচিত হলে এই আন্দোলনে বাংলা অঞ্চল এবং মুসলমান জনগোষ্ঠি হাজির ছিল না, এমনকি নিম্নবর্ণের হিন্দু জন সম্প্রদায়ের মধ্যেও রেনেসাঁসের আলো বা প্রভাব পড়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিটন, কেশবচন্দ্র প্রমুখের আন্দোলনের ফলে উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙালি হিন্দু নারীর অবস্থা মুসলিম নারীদের তুলনায় কিছুটা উন্নতি হতে শুরু করে। ১৮২৯ সালে সতীদাহপ্রথা বিলুপ্তি আইন পাসের ফলে সামাজিক দৃষ্টি কিছুটা পরিবর্তন হলে হিন্দু নারীর শিক্ষা, সামজিক মর্যাদা তৈরি হলেও তৎকালীন পূর্ববাংলা এবং মুসলমান সমাজে

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন
(৯ ডিসেম্বর ১৮৮০–৯ ডিসেম্বর ১৯৩২)

ছিল কঠোর পর্দাপ্রথা। এই পর্দাপ্রথা যতটা না ধর্মীয় বিধির অনুশীলন, তার চেয়ে বেশি ছিল মুসলিম-পুরুষতান্ত্রিক মনস্তত্ত্বপ্রসূত। মুসলিম নারী কেবল কঠোর পর্দার আরোপিত অবরুদ্ধ ছিল তা নয়, তাদের কণ্ঠ, কথার আওয়াজও ছিল নির্দিষ্ট চৌহদ্দির ভেতরে। ইতিহাসের দিকে তাকালে তৎকালীন মুসলিম পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থা এবং অবস্থান ছিল আত্মবন্দিত্ব, দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা। রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনকে পাঠ করতে হবে মুসলমান সমাজের সেই অবরুদ্ধ বাস্তবতাকে সামনে রেখে।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের আবির্ভাব এবং তার আত্মশক্তি অর্জন, প্রজ্ঞা ও মনীষাকে খুব সরল দৃষ্টিতে দেখার

আহমেদ মাওলা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ এবং ডিন, কলা অনুষদ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

সুযোগ নেই। বরং তাকে বিবেচনা ও পাঠ করতে হবে, 'নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন' দৃষ্টিতে নয়, সেকালের বাস্তবতাকে হাজির রেখে। 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে তিনি মুসলিম সমাজের নারীকে দেখেছেন সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে, যেমন- "স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ 'প্রভু' হইতে পারে না। কারণ জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেই প্রত্যেকের নিকট কোন না কোন প্রকারে সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না।.. একজন ব্যারিস্টার ডাক্তারের সাহায্যপ্রার্থী, আবার ডাক্তারও ব্যারিস্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিস্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিস্টার ডাক্তারের স্বামী? যদি ইহাদের কেহ কাহাকে 'স্বামী' বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতীগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমানদিগকে 'স্বামী' ভাবিবেন কেন?" (রোকেয়া, ১৯৯৯:৩০)

এই যে যুক্তি, কোনো কল্পনার আশ্রয় নয়, বাস্তব সমাজ থেকে অকাট্য যুক্তি। এই প্রবন্ধে রোকেয়া নারীর আত্ম-শক্তির জাগরণ, নারীর আত্ম-উদ্বোধনের কথাই জোর দিয়ে বলেছেন। একই প্রবন্ধের অন্য জায়গায় বলেছেন– 'আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা ও অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি।' এই চিন্তা তো কোনো পুরুষের মাথা থেকে বের হয়নি, ঐ অবরুদ্ধ বাস্তবতার পীড়নে জর্জরিত নারীর সত্তাগত উপলব্ধি থেকে এসেছে।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের অবদানকে তাই পাশ্চাত্য নারীবাদী ধারণার সাথে মিলিয়ে পড়ার সুযোগ নেই। রোকেয়ার দৃষ্টি ছিল নারীসত্তার আত্মশক্তির অর্জনের দিকে। নারীর পশ্চাপদতার জন্য পুরুষের উপর এককভাবে দায় চেপে, দোষারোপ করে, পুরুষকে প্রতিপক্ষের আসনে বসিয়ে ঝগড়ায় মাতেননি। পুরুষতন্ত্রের দীর্ঘ ছায়ার দায় ছিল ভারতবর্ষে প্রাচীন শাস্ত্র ও ধর্মগত, প্রথাগত। রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন চেয়েছেন নারী-সত্তার নিজস্ব নির্মাণ। আত্ম-দাসত্ব নারী নিজের চেষ্টায় মুক্ত হোক। নিজের ন্যায্য অধিকার নিজে বুঝে নিক। এটাই রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের অবদানের মৌলিক অবদান। এজন্যই তিনি সর্বাগ্রে নারীদের শিক্ষার কথা চিন্তা করেছেন, নিজে নারী শিক্ষা প্রচলনের জন্য মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের খুঁজে এনে স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের *সুলতানার স্বপ্ন* (১৯০৩) গ্রন্থে সেই রকম এক নারী-জগত নির্মাণ করেছেন, যেখানে নারীরা আপন বলে বলীয়ান, নারী নিজস্ব শক্তিতে ক্ষমতাবান।

পাশ্চাত্য নারীবাদ বলতে বোঝায়, নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সমতা, অভিন্ন অধিকার। কিন্তু আমাদের প্রথাগত সমাজ এই সরল সত্যটি কখনো মেনে নেয়নি। তারা মনে করেন, নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘটেছে জেন্ডার বা লিঙ্গগত পার্থক্যের কারণে। পাশ্চাত্য নারীবাদী ধারণায় চারটি দৃষ্টিকোণ রয়েছে– ১. রক্ষণশীল মতবাদ–পিতৃতন্ত্র, ধর্ম, আইন ইত্যাদি অনুযায়ী নারীর আচার-আচরণ নির্দিষ্ট, নির্ধারিত, সীমাবদ্ধ করা এই মতবাদের মূল উদ্দেশ্য। ২. উদার মানবতাবাদী–এই মতবাদের প্রবক্তা মেরী ওল্ডস্টোন ক্রাফট্, জন স্টুয়ার্ড মিল, তাদের মতবাদের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রেও নানা রকম আইন প্রণয়ন করেন। ৩. মার্কসীয় নারীবাদ–মনে করে নারীমুক্তি সম্ভব শুধু ব্যক্তিমালিকানা বিলুপ্তির মাধ্যমে। তাদের মতে নারী ও শ্রমিকের স্বার্থ একই, তারা উভয়ে শোষিত, বঞ্চিত। ৪. ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী নারীবাদ মনে করে নারী মূলত লৈঙ্গিক কারণে নিপীড়িত, নারীর সমস্যা সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারহীনতা। গর্ভ ধারণ করতে গিয়েই নারী মেনে নিতে বাধ্য হয় পুরুষের অধীনতা। অর্থনৈতিক পরিসরগুলোতে নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন না থাকায় নারী শোষণ , বঞ্চনার শিকার হয়।

> ইতিহাসের দিকে তাকালে তৎকালীন মুসলিম পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থা এবং অবস্থান ছিল আত্মবন্দিত্ব, দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা। রোকেয় সাখাওয়াৎ হোসেনকে পাঠ করতে হবে মুসলমান সমাজের সেই অবরুদ্ধ বাস্তবতাকে সামনে রেখে।

পাশ্চত্যের এই নারীবাদী ধারণার সাথে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের নারীমুক্তিকে ঠিক মেলানো যায় না। বিশেষত মুসলমান সমাজের সংস্কার-অপসংস্কারের, সাংস্কৃতিক বাস্তবতার যোগসূত্র দূরতম। রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের গ্রন্থ সংখ্যা খুব বেশি নয়– *মতিচূর, সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী* কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক রচনাই যুগধর্মের সুউচ্চ সোপানে পৌঁছে দিয়েছে। তিনি যে মুসলিম সমাজে বেড়ে উঠেছিলেন, সেখানে স্ত্রীশিক্ষা বলতে প্রচলিত ছিল– কোরান পাঠ, নামাজ, রোজা, উর্দু-ফার্সি পুঁথি পড়তে পারা, স্বামী বা নিকট আত্মীয়ের কাছে চিঠি লিখতে পারা, সেলাই-ফোঁড়, রান্না ও ঘরগৃস্থালির কাজ করতে জানা। এর বাহিরে আনুষ্ঠানিক, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মুসলিম মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধই ছিল। এই প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করা খুব সহজ কাজ ছিল না। মুসলিম নারীদের এই জড়তার জাল, সংস্কার আচ্ছন্নতা থেকে বের করে আনতে তাঁর মন্ত্র ছিল– 'না জাগিলে ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগিবে না।' নারীর আত্মমুক্তির জন্য দরকার শিক্ষা। 'মুক্তিফল' গল্পে তিনি লিখেছেন–'কন্যারা জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত দেশমাতৃকার মুক্তি অসম্ভব।' তার ভাষায়–'আমরা পুরুষের ন্যায় সম্যক সুবিধা না পাইয়া পশ্চাতে পড়িয়া আছি।' শিক্ষাই নারীর স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রধান সোপান বা সিঁড়ি। তাঁর এই উপলব্ধি আত্ম-অভিজ্ঞতাজাত, ধার করা ধারণা নয়, এই জন্যই রোকেয়ার নারীস্বাধীনতা, নারীমুক্তির ধারণার সাথে পাশ্চাত্য নারীবাদী চেতনার পার্থক্য রয়েছে। রোকেয়ার নারীবাদ সম্পূর্ণ প্রাচ্য, স্বতন্ত্র মাত্রায় চিহ্নিত।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ৭২-এর সংবিধান ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ

খলিল মজিদ

যে সমস্ত মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রধানতম ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা তথা অসাম্প্রদায়িকতা। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত দর্শন ছিলো অসাম্প্রদায়িক চেতনা। এই চেতনায় জাগ্রত হয়ে ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে একত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলার আপামর জনতা। মুক্তিযুদ্ধ কোনো ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার বা বিশেষ কোনো শ্রেণির সংগ্রাম ছিল না। এটি ছিল প্রকৃত অর্থে জনযুদ্ধ–শোষণহীন অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারী ছাড়াও দেশের আদিবাসীদেরও অবদান রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে। মূলত অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিসর থেকেই হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রাপ্তি। এ জন্যেই স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানেও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে চার মূলনীতির অন্যতম প্রধান নীতি হিসেবে যুক্ত করা হয়।

৭২-এর সংবিধানের স্পিরিটই হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনও বটে। এর মৌলিক বিষয়টি ছিল অসাম্প্রদায়িকতা–ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালিত্বে আবাহন। বাঙালি জাতিসত্তার উৎস-অভিমুখী একটি অসাম্প্রদায়িক দর্শন এবং জাতিগত আত্মমর্যাদার সংকটের মধ্যেই স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ নিহিত ছিল।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন দেশের রাজনীতিতে বহুমুখী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে একাত্তরের পরাজিত আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোও জড়িত হয়। ক্রমে গুরুত্ব হারাতে থাকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মূল চারটি বিষয়– 'ধর্মনিরপেক্ষতা তথা অসাম্প্রদায়িকতা', 'সাম্য তথা সমাজতন্ত্র', 'গণতন্ত্র তথা মানবিক মর্যাদা' ও 'সামাজিক ন্যায়বিচার'। এই বিষয়গুলোই মূলত 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'। স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক নানা স্বার্থের চক্রে আমাদের রাজনীতিবিদগণ এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ ক্রমে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।

১৯৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর অসাম্প্রদায়িকতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় রাজনীতির বিস্তার ঘটে। চার মূলনীতির মধ্যে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' নিয়ে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী আপত্তি তোলে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে সংবিধানে যুক্ত হলো 'বাংলাদেশি' জাতীয়তাবাদ, যার মধ্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বীজ নিহিত আছে। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ সংবিধান সংশোধন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্ম 'ইসলাম'কে রাষ্ট্রধর্ম করলেন। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যখনই কোনো দেশে ধর্মকে ব্যক্তিগত চর্চার বাইরে রাজনৈতিকভাবে চর্চা ও রাষ্ট্রক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে, তখনই সে দেশে বা সমাজে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। ৭২-এর সংবিধানের 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র সংযোজন মূলত এ কারণেই হয়েছিল যেন ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত চর্চার মধ্যে রেখে সব ধর্মের ও সব শ্রেণি-পেশার মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা যায়। এ জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার এবং সব ধরনের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা যায়, বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূল দর্শন ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন। তিনি রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে বেছে নিয়েছিলেন। এই আদর্শকে তিনি রাষ্ট্রীয় আদর্শেও পরিণত করেছিলেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে রমনার বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মের ভিত্তিতে হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।' এরই আলোকে ১৯৭২-এর সংবিধানে রাষ্ট্রের চার মূলনীতি

খলিল মজিদ, কবি ও প্রাবন্ধিক

হিসেবে গ্রহণ করা হয় জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে। বাংলাদেশের মতো অনগ্রসর মুসলিম প্রধান দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শের এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হওয়ার প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু আরও বলেছিলেন: 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করব না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে– তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি- ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে। ... ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলবো ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি।'

এ উপমহাদেশে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ও ফায়দা আদায় করা স্বার্থান্বেষী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলোর দীর্ঘদিনের একটি চর্চিত বিষয়। বর্তমান আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে এ চর্চা আরও ব্যাপকভাবে হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে যখন আমাদের দেখতে হয় সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সম্প্রীতির বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে চাচ্ছে, তখন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের লজ্জিত হতে হয়। বিজয়ের প্রায় অর্ধশত বছর পরও ধর্মীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আমাদের জন্য মোটেও সুখকর নয়। সাম্প্রতিক সময়ে চলমান ভাস্কর্যবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যে আঘাত জাতি হিসেবে আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। তার আগে হাইকোর্ট চত্বরের ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে স্থাপিত একটি ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হলো। ধর্মীয় মৌলবাদী চিন্তার মোড়কে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী নিজেদের অবস্থান ও শক্তিমত্তা প্রমাণ করতে এসব হুজুগি ধুয়া তুলে। এটি মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

বাংলাদেশে নিকট অতীত সময়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির অনেক নজির রয়েছে। ২০১২ সালে কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধদের বাড়িঘর ও বৌদ্ধবিহারে হামলা ও আগুন লাগানোর ঘটনা পুরো দেশকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছিল। ২০১৬ সালের ১ জুলাই রাজধানীর গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ জঙ্গি হামলা ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ঘটনা ঘটে। একই বছর অক্টোবরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে জেলে পাড়ার দরিদ্র হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা হয়- প্রায় তিনশো বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। নাসিরনগরে হামলার এক বছর পর ২০১৭ সালে রংপুরের গঙ্গাচড়াতে ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার গুজব ছড়ানোর জের ধরে একজনকে হত্যা করা হয়। ২০১৯ সালের জুনে সিলেটের ওসমানী নগরে ঈদের নামাজের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলার ঘটনা ঘটে। ২০২১ সালে কুমিল্লা শহরে দূর্গাপূজার মণ্ডপে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মূর্তির কোলে কুরআন রাখার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নোয়াখালী-চাঁদপুরসহ সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর হামলা ও বাড়িঘরে আক্রমণ করা হয়–এরকম অনেক ঘটনা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক উস্কানি নয়, রয়েছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আঘাতও। ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা; ২০২১ সালে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায় বাউলশিল্পী রণেশ ঠাকুরের বাড়িতে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা, যাতে আগুনে বাউল শিল্পী শাহ আব্দুল করিমের অন্যতম এই শিষ্যের প্রায় চল্লিশ বছরের সাধনার সব যন্ত্রপাতি ও গানের বইপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়; এ বছরের জুলাই মাসে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগীত ভবনে সাম্প্রদায়িক উস্কানীতে হামলার ঘটনা ঘটে। এছাড়া বাউল গানের আসরে এবং বাউল শিল্পীদের উপর অব্যাহতভাবে হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে। এ পরিস্থিতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদী চেতনার একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী দেশীয় তথা বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি ক্রমাগত ঘৃণা ছড়াচ্ছে ও ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভিন্নভাবে দেশের আবহমান সংস্কৃতিকে আঘাত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক এ সংকটের সামনে এসে

পড়েছে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম। বাংলাদেশে স্বাধীনতাবিরোধীরা ইতিহাসের নানাবিধ বিভ্রান্তিকর বয়ান তৈরি করেছে। ১৯৭৭ সালে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ চালু' থেকে শুরু করে ২০১৭ সালে 'বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ' হিসেবে কওমি মাদ্রাসার সিলেবাসহীন পড়াশুনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রির মর্যাদা প্রদান এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, নিরীশ্বরবাদী-সংশয়বাদী বা ভিন্ন মতাবলম্বীদের হত্যাকে পরোক্ষ সমর্থন, স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস সাম্প্রদায়িকীকরণ ইত্যাদি সবই মুক্তিযুদ্ধের দর্শনবিরোধী।

নিকট অতীতে সংঘটিত রামু, নাসিরনগর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ঘটনাগুলোর বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হোতাদের চিহ্নিত করে বিচারের মাধ্যমে যথাযথ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হলে এ-রকম ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি নাও ঘটতে পারতো।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরকে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে হবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক নাগরিকসমাজসহ গণমাধ্যমেরও ভূমিকা আছে। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা : ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ার সংকট ও সম্ভাবনা' শীর্ষক এক আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেছেন, 'সারা বিশ্ব যখন অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকে ঝুঁকছে, আমরা তখন আরও সাম্প্রদায়িক হচ্ছি। আওয়ামী লীগ-বিএনপি দু'দলই ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে। যারা ধর্ম নিয়ে কুসংস্কার ছড়াচ্ছে, নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কথা বলছে রাষ্ট্র তাদেরকে নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। এই অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। ন্যূনতম ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়ন করতে হলে এসব নিয়ে বারবার আলোচনা করতে হবে।'

ধর্মীয় উস্কানী দিয়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে ইন্টারনেটভিত্তিক ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। এ বিষয়ে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক মফিদুল হক 'সম্প্রীতির সমাজ গঠনে সংস্কৃতির দায়' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেছেন, সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা ও ঘৃণার মতাদর্শ প্রচার দেশে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। একদিকে আঘাত করা হচ্ছে উদার অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শবহ মতামত, ব্যক্তি অথবা উদ্যোগকে। পাশাপাশি নারীরা হচ্ছে এই আক্রমণের বিশেষ শিকার। সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ও অপর ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা নানাভাবে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে সমাজমানস কলুষ করে সাম্প্রদায়িক সংঘাত তৈরি করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে।'

তিনি উল্লেখ করেন- 'ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক ইত্যাদি সামাজিক প্লাটফর্ম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ঘৃণা, বিদ্বেষ, সংঘাত ও সহিংসতা উস্কে দিতে। একদিকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, অন্যদিকে ঘৃণার মতাদর্শের নিরন্তর প্রবাহ- সব মিলিয়ে মানুষকে সহিংস ও অপরের প্রতি বিদ্বেষমূলক করে তোলা হচ্ছে। এর মোকাবিলা অতীতের পন্থায় কোনোভাবে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সবিস্তার ও সুগভীর আলোচনা-পর্যালোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ একান্ত জরুরি।'

> ৭২-এর সংবিধানের মুল স্পিরিটই হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনও বটে। এর মৌলিক বিষয়টি ছিল অসাম্প্রদায়িকতা–ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালিত্বেও আবাহন। বাঙালি জাতিসত্তার উৎস-অভিমুখী একটি অসাম্প্রদায়িক দর্শন এবং জাতিগত আত্মমর্যাদার সংকটের মধ্যেই স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ নিহিত ছিল।

বলার অপেক্ষা রাখে না, জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে আমরা এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। এই বৈরী অবস্থা মোকাবিলায় আমাদের আয়ুধ হলো সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি মানুষকে মানবতার শক্তিতে স্নাত করবে, সমাজকে পরিশুদ্ধ করবে। প্রচলিত ও অপ্রচলিত বিভিন্ন ধারায় সৃজনকর্মের প্রবাহ সৃষ্টি করে জাতীয় জাগরণকে জোরদার করতে পারে সংস্কৃতির শক্তি।

আমরা বিশ্বাস করি ধর্মান্ধতার মলাটে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এ দেশের মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে স্থান পাবে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কাছে বারংবার পরাজিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক শক্তি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে কোনো আপস না করে প্রগতিশীল সমাজের মানুষদের একত্রিত হয়ে এ অপশক্তিকে এদেশে পদানত করতে হবে। এক্ষেত্রে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে তরুণ প্রজন্মকে। বর্তমান প্রজন্মের মাঝে তুলে ধরতে হবে মুক্তিসংগ্রামের সঠিক ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের চেতনা আমাদের এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ আগামীর পথে এগিয়ে নেয়ার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

সাংগঠনিক পক্ষ-২০২২

উম্মে সালমা বেগম

'সংগঠনের শক্তি সংহত করি, সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারী দক্ষতা জোরদার করি'–এই আহ্বান সামনে রেখে বাংলাদেশের অগ্রণী নারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তার তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সাংগঠনিক পক্ষ পালন করেছে ১৭–৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। কেন্দ্রসহ পাড়া, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা/থানা সকল স্তরের কর্মী-সদস্যরা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে নিজ নিজ জেলার সাংগঠনিক পক্ষ উদ্বোধন করেছেন ১৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখ।

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এদেশের অগ্রণী জাতীয়ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

প্রতিষ্ঠার পর অর্থাৎ ৭০ দশকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মূলত নারীসমাজকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করাসহ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে এবং নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের জন্য আন্দোলন করছে। ৮০ দশক থেকে যুক্ত হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলন–যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে নারীর মানবাধিকার রক্ষায় যতগুলো আইন প্রণীত হয়েছে, সে সকল আইন প্রণয়নে, বিশেষত নতুন নতুন আইনের প্রস্তাবক হিসেবে, খসড়া প্রণয়ন, প্রচার ও বাস্তবায়নে এবং ত্রুটিপূর্ণ আইনের সংশোধন কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক গণনারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের আন্দোলন সংগঠনের অন্যতম কর্মসূচি। রাষ্ট্র পরিচালনায় কার্যকর অংশগ্রহণের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন এবং এক-তৃতীয়াংশ নারী আসন সংরক্ষণের দাবিতে আন্দোলন এখনো অব্যাহত আছে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জেন্ডার-সংবেদনশীল আর্থিক নীতিমালা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন এবং কর্মজীবী, পেশাজীবী নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য সংগঠন বহুমাত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। মজুরীবিহীন গার্হস্থ্য সেবাকর্মের মাধ্যমে অর্থনীতিতে নারীর অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানাচ্ছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এদেশের আদিবাসী নারীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠির নারী যেমন–দলিত, হরিজন, তৃতীয় লিঙ্গ, শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধীতার কারণে ভিন্নভাবে সক্ষম নারী ও কন্যাদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

উল্লেখিত কাজসমূহ করার জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দীর্ঘ ৫২ বছর যাবৎ আন্দোলন করে যাচ্ছে। গত ২০২০ সালে আমরা সংগঠনের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছি।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তত্ত্ব-তথ্য-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী সদস্য সংগঠকদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠন তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

এই সংগঠনকে শক্তিশালী, বিস্তৃত ও সংহত করার জন্য প্রায় দেড় লক্ষাধিক কর্মী-সংগঠক কাজ করে যাচ্ছে। দেশের প্রশাসনিক ৬৪টি জেলার ৪৬টি জেলা কমিটি এবং ৯টি সাংগঠনিক জেলাসহ ৫৫টি জেলা কমিটি সংগঠনের কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে ২,৩০০ কমিটি।

সংগঠকরা সারা বছর সংগঠনকে শক্তিশালী করা, সংগঠকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করলেও বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় আমরা সাংগঠনিক পক্ষ পালন করে থাকি।

সাংগঠনিক পক্ষ পালনের লক্ষ্যে কেন্দ্র ও জেলা শাখাসহ তৃণমূলে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের জন্য কেন্দ্র থেকে সার্কুলার দেওয়া হয়। এ বছর কেন্দ্র ও জেলার কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ:

উম্মে সালমা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

সাংগঠনিক পক্ষের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কর্মসূচি:

১. কেন্দ্রীয় কমিটি এবং জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সদস্যপদ নবায়ন।
২. উপপরিষদের নিয়মিত কর্মসূচি এবং জেলা শাখার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং জেলা শাখায় সম্মেলন ও সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সাংগঠনিক সফর।
৩. পেশাজীবী/ আদিবাসী/ তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভা করা।
৪. সাংগঠনিক পক্ষ পালন উপলক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বর্তমান ইস্যুভিত্তিক পোস্টার, স্লোগানগুলো ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।
৫. জাতীয় এবং এলাকাভিত্তিক গণমাধ্যমে সংগঠন বিষয়ে লেখা ও কর্মসূচি প্রচার।
৬. সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য উপপরিষদের সাথে সমন্বয় বিধান করে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
৭. সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান করা।

সাংগঠনিক পক্ষে জেলা পর্যায়ে কর্মসূচি:

১. সকল জেলায় কার্যকরী কমিটির সভা ডেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সার্কুলারের কর্মসূচির সাথে সমন্বয় রেখে সাংগঠনিক পক্ষে জেলার কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে হবে।
২. ১৭ অক্টোবর ২০২২ সকল জেলা শাখায় ব্যানার/ ই-ব্যানার টানিয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করতে হবে। পাশাপাশি সদস্য সংগ্রহ ও নবায়নের কাজ করতে হবে।
৩. সংগঠনের জেলা ও তৃণমূল শাখায় কর্মীসভা করতে হবে।

কর্মীসভার আলোচ্যসূচি: ক। ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র
খ। একুশ শতকের নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

৪. সকল জেলা শাখার আওতাধীন প্রতিটি তৃণমূল কমিটির সাথে কর্মসূচি পালন করতে হবে।
৫. সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষ্যে জেলা কার্যকরী কমিটির একটি সভা করে এবারের স্লোগান–'সংগঠনের শক্তি সংহত করি: সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারী দক্ষতা জোরদার করি' বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী তিনটি জেলা শাখাকে পুরস্কৃত করা হবে।
৬. জেলা শাখায় সকল শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষের সাথে মতবিনিময় সভা করতে হবে।
৭. সাংগঠনিক পক্ষ পালনের সংবাদ স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশনা নিশ্চিত করতে হবে।
৮. ৩১ অক্টোবর ২০২২ সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী সম্পন্ন করতে হবে এবং পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে বাস্তবায়িত কর্মসূচির প্রতিবেদন ছবিসহ কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।
৯. সকল কর্মসূচি স্বাস্থ্যবিধি মেনে করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

সাংগঠনিক পক্ষের কাজের মধ্য দিয়ে সকল সদস্য-কর্মী-সংগঠকদের মধ্যে সাংগঠনিক কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। সংগঠনের সকল স্তরে সংগঠন পক্ষে নতুন করে সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্য নবায়ন, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারীদের সাথে বিষয়ভিত্তিক মতবিনিময় সভা, পুরুষসমাজ, বিশেষ করে তরুণসমাজকে নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও থাকে কেন্দ্র থেকে নির্ধারিত কর্মসূচির পাশাপাশি জেলা শাখাগুলোর বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

সাংগঠনিক পক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও পালনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জেলা শাখা, বিশেষ করে তৃণমূল শাখায় মহিলা পরিষদের পরিচিতি বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সংগঠকদের স্বেচ্ছাসেবারভিত্তিতে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি প্রশাসনসহ সকল স্তরের মানুষের নিকট প্রশংসিত হয় ও সংগঠনের প্রতি গণমানুষের আস্থা বৃদ্ধি ও অর্জন করে।

গত ২০২০ ও ২০২১ সালে করোনা মহামারীর কারণে সাংগঠনিক পক্ষের সকল কর্মসূচি আমরা শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে পালন করতে না পারলেও নির্ধারিত সকল কর্মসূচি আমরা অনলাইনে পালন করতে পেরেছি। সেই সাথে আর্তমানবতার সেবায় সংগঠকদের ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে দেশের প্রশাসনসহ তৃণমূল পর্যন্ত নারী-পুরুষের কাছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সাংগঠনিক পক্ষ পালনের মূল দায়িত্ব গঠনতন্ত্র মোতাবেক সংগঠন উপপরিষদের। কেন্দ্রীয় সংগঠন উপপরিষদের সদস্য সংখ্যা ৬১ জন। ১৭ অক্টোবর ২০২২ আনন্দঘন পরিবেশে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, সহসভাপতিবৃন্দ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও ঢাকাস্থ জাতীয় পরিষদ সভার সদস্যদের সদস্য পদ নবায়নের মধ্যে দিয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করা হয়।

প্রতিটি জেলা শাখা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করেছে– যা শুরুতেই আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও সংগঠন উপপরিষদের ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে প্রকাশ করা হয়েছে। জেলা শাখার কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ঠ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। সাংগঠনিক পক্ষের মূল যে উদ্দেশ্য সংগঠনের শক্তি সংহত করা, সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারী দক্ষতা বৃদ্ধি করা, সাংগঠনিক পক্ষ পালনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সকল শ্রেণি-পেশার নারীদের মধ্যে পৌঁছে দেয়া তার অনেকটাই সাংগঠনিক পক্ষে করা সম্ভব হয়েছে।

গত ৩১ অক্টোবর সাংগঠনিক পক্ষ সমাপ্ত হয়। অধিকাংশ জেলা শাখা কেন্দ্রের সার্কুলার অনুযায়ী শুরু থেকে সমাপনী অনুষ্ঠান পালন করেছে। শাখা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আমাদের জেলা শাখাগুলো মোট ৪০৮টি কর্মসূচি পালন করেছে। ঐ সব কর্মসূচিতে সদস্য, কর্মী, সংগঠক, প্রশাসনের কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দসহ মোট ১৩,১৫৯ জন উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় কমিটিও দুটি কর্মসূচি পালন করেছে।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচি:

তরুণদের সাথে মতবিনিময় সভা: 'সংগঠনের শক্তি সংহত করি, সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারী দক্ষতা

জোরদার করি– এই আহ্বানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাংগঠনিক পক্ষ পালন উপলক্ষ্যে ৩১ অক্টোবর ২০২২ সোমবার বিকেল ৩:৩০ টায় সংগঠনের আনোয়ারা বেগম–মুনিরা খান মিলনায়তনে 'নারী অধিকার: তরুণের ভাবনা' বিষয়ে তরুণদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তরুণ কর্মজীবী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ, ঢাকা মহানগর কমিটির নেতৃবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, সংগঠক, ওয়াইডব্লিউসিএ অফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি, সংগঠনের কর্মকর্তাসহ মোট ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম।

এ মতবিনিময় সভায় তরুণরা নিম্নোক্ত সুপারিশ/মতামত রাখেন:

- নারীর অধিকার সম্পর্কে নারী-পুরুষ উভয়কে সচেতন হতে হবে।
- নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- নারীকে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হতে হবে।
- নারী-পুরুষের সমতার চর্চা পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে।
- কর্মজীবী নারীদের সন্তান সঠিকভাবে গড়ে ওঠে না–এই দোহাই দিয়ে নারীকে ঘরে বন্দী করে রাখার প্রবণতা দূর করতে হবে।
- নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।
- সকল নারীকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।
- বাল্যবিয়ের হার দুঃখজনকভাবে ক্রমবর্ধমান। বাল্যবিবাহ বন্ধে সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সাইবার সিকিউরিটি জোরালো করতে হবে।
- নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারকে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

সাংগঠনিক পক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসেবে শেরপুর জেলা শাখায় কর্মীসভা করা হয়। সভায় ৫৫ জন কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ছিলেন–

কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও ময়মনসিংহ জেলা শাখার সদস্য ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, কেন্দ্রীয় কমিটির রোকেয়া সদন সম্পাদক নাসরিন মনসুর, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও নেত্রকোণা জেলা শাখার সভাপতি রেহানা সিদ্দিকী।

সাংগঠনিক পক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসেবে শেরপুর জেলা শাখায় সম্মেলন করা হয়। সম্মেলনে প্রায় ২০০ জন কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ছিলেন–

কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও ময়মনসিংহ জেলা শাখার সদস্য ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও নেত্রকোণা জেলা শাখার সভাপতি রেহানা সিদ্দিকী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও নেত্রকোণা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তাহেজা খানম।

সাংগঠনিক পক্ষ ২০২২ স্লোগান বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন জেলা শাখার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান:

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সংগঠন উপপরিষদের উদ্যেগে সাংগঠনিক পক্ষ'২০২২ এর স্লোগান–'সংগঠনের শক্তি সংহত করি: সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারী দক্ষতা জোরদার করি' বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন রচনা করে কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য আহ্বান করা হয়। ২৮টি জেলা শাখা উল্লেখিত স্লোগান বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন কেন্দ্রে পাঠিয়েছে। তিন সদস্যবিশিষ্ট বিচারক কমিটির বিচারিক বিবেচনায় তিনটি জেলা শাখাকে ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারী হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়।

সংগঠনের সকল শাখা কর্তৃক এইভাবেই আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকে শক্তিশালী, সংহত ও বিস্তৃত করাসহ সংগঠকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পালিত ১৫ দিনব্যাপী সাংগঠনিক পক্ষের সমাপ্তি হয়।

প্রতি বছর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠন উপপরিষদ সংগঠনের কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ের সকল সংগঠক, কর্মী ও সদস্যদের সমন্বয়ে সাংগঠনিক পক্ষ পালনের কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সংগঠনের মূল বারতা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ বছরও অক্টোবর মাসের ১৭ থেকে ৩১ তারিখ পর্যন্ত 'সংগঠনের শক্তি সংহত করি, সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারী দক্ষতা জোরদার করি' স্লোগান সামনে রেখে ব্যাপক কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি ও সংহত করার কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছে। গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সফল হলে ও অনেক চ্যালেঞ্জ ও রয়েছে–যা কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। অনেকগুলো জেলা কমিটি সবগুলো কর্মসূচি সমান গুরুত্ব দিয়ে পালন করতে সক্ষম হয়নি। উল্লেখিত জেলা কমিটিগুলোর দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা অপনোদনের উদ্যোগ নিতে হবে। সদস্য, কর্মী-সংগঠকদের সাংগঠনিক দুর্বলতা অনেক জেলার ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হযেছে। এ সব জেলা কমিটির সংগঠকদের সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার উদ্যোগ নিতে হবে। তবে পূর্বের চেয়ে জেলা কমিটির সংগঠকদের চেতনার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। সংগঠনের কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে–যা শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য।

নারীর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘন

রেখা সাহা

পূর্ব কথা

মানব সভ্যতার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস। ঐতিহাসিকদের মতে এবং গবেষকদের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, যীশু খ্রিষ্টের জন্মের ৩ থেকে ৪ হাজার বছর আগে এই পৃথিবীতে বিভিন্ন সভ্যতার সূচনা ঘটে, এর মধ্যে কোনো কোনো সভ্যতা কালের অতলে বিলীন হয়ে যায় আর কোনো কোনো সভ্যতা টিকে থাকে। আধুনিক সভ্যতা গড়ে ওঠে মানুষে মানুষে যোগাযোগ, কৃষির উন্নয়ন, ব্যবসার-বাণিজ্যের প্রসারের মধ্য দিয়ে। মানুষের ভিতরের অনুসন্ধিৎসা, তার অপার সম্ভাবনা নতুন নতুন আবিষ্কারে মানব সভ্যতাকে ধাপে ধাপে নিয়ে যায় উৎকর্ষতার দিকে। প্রকৃতিকে জয় করার অদম্য সাহস জ্ঞান-বিজ্ঞানে আনে অভাবনীয় সাফল্য। মানুষ জয় করে আকাশ, জয় করে সমুদ্র, জয় করে সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গ। বিদ্যুতের আবিষ্কারের ফলে হাজার কোটি বছরের অন্ধকার দূর হয়ে পৃথিবীতে দেখা দেয় আলোর ঝলক। তিনটি শিল্প বিপ্লবের যুগ পার হয়ে বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে। কিন্তু এতো আবিষ্কার, এতো আলো, এতো অগ্রগতির পরও মানব সভ্যতা এখনো সেই হাজার বছর ধরে চলতে থাকা নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক বৃত্তাবদ্ধ সম্পর্ক থেকে মুক্ত হতে পারেনি। মানুষের মনের কোণের অন্ধকার দূর হয়নি।

মানবাধিকার এবং নারীর মানবাধিকার

মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতো মানবাধিকার ধারণা এবং মানবাধিকার সংগ্রামেরও রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি আর মর্যাদাবোধ, অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে মানবাধিকার আন্দোলনে বরাবরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। বিংশ শতাব্দীতে মানবাধিকার ধারণার সংহত ভিত্তি গড়ে ওঠার পূর্বেও রয়েছে এই ধারণার বিস্তৃত পটভূমি। ১২১৫ সনে 'ম্যাগনাকার্টা'তে বিধৃত হয়েছে মানুষের ব্যক্তি অধিকার। ১৬৮৯ সনে 'ইংলিশ বিল অব রাইটস', ১৭৮৯ সনে 'পুরুষ এবং নাগরিকদের অধিকার' বিষয়ক ফ্রেঞ্চ ঘোষণা, এবং ১৯৭১ সনে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এবং অধিকার সংক্রান্ত বিল আজকের দিনের অনেক মানবাধিকার সম্পর্কিত আইন-নীতিমালার ভিত্তি তৈরি করেছে। অধিকারবঞ্চিত মানুষের অধিকার আন্দোলনে এসব আইন-নীতিমালার মর্মকথা দৃঢ় প্রত্যয় যুক্ত করেছে।

আমাদের এই বিশ্ব পরপর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে, লাভ করেছে নিদারুণ অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য থেকে সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে মানবাধিকার ধারণা এবং মানবাধিকার আন্দোলন। যুদ্ধে জড়িত এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রসমূহের সদিচ্ছা এবং অঙ্গীকারে বৈশ্বিক শান্তি রক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতিসংঘ। বিশ্বযুদ্ধের সীমাহীন বিপর্যয়ে বিপন্ন মানুষের মধ্যে অত্যাচারিত না হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই প্রকাশ পেয়েছে এবং সংঘবদ্ধ রূপ লাভ করেছে। মানুষের সম-মর্যাদা এবং সম-অধিকার, বিশেষ করে মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সনের ২৫ জুন জাতিসংঘ একটি সনদ ঘোষণা করে, যে সনদটিকে বলা হয় মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সনদ। মানবাধিকারের উপর কাজ করার জন্য ১৯৪৬ সনে জাতিসংঘ একটি কমিশন গঠন করে, যে কমিশনের মাধ্যমে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত হয়। ১৯৪৮ সনের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা। এই ঘোষণা দেশ, কাল, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। মানব সভ্যতার ইতিহাসে, মানবাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে এটি এক উল্লেখযোগ্য অর্জন। কিন্তু যে পৃথিবীতে নারী-পুরুষের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক বৈষম্য, সেই পৃথিবীতে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা নারীদের জন্য সমসুযোগ, সমঅধিকার, সমফল লাভে সহায়ক পরিবেশ, অবকাঠামো তৈরিতে সর্বজনীন ভূমিকা রাখতে পারে না। জন্ম থেকেই নারীরা সম্মানজনক অধিকার থেকে বঞ্চিত–যা মৃত্যু পর্যন্ত চলমান। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৩০টি ধারায় বিধৃত অধিকারে নারীর পিছিয়ে পড়া নাজুক বাস্তবতাকে বিবেচনায় আনা সম্ভব হয়নি বলে তাদের মানবাধিকারের

রেখা সাহা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

প্রশ্নটি আলাদাভাবে সামনে চলে আসে। শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে নারীরা জীবনের প্রতিটি ধাপে বৈষম্য আর নানা মাত্রার সহিংসতার শিকার হয়–এই বাস্তবতাই নারীর জন্য একটি পৃথক বিল তৈরির যৌক্তিক ভিত্তি তৈরি করে। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৭৯ সনে গ্রহণ করে নারীর মানবাধিকার বিল 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ–সিডও।' নারীর মানবাধিকার ইস্যুতে বৈশ্বিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে ১৯৯৩ সনে ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় 'নারীর অধিকার মানবাধিকার'। একই বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণ বিষয়ক ঘোষণা গ্রহণ করে। এই ঘোষণায় বলা হয় 'নারীর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘন।' নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলনে যুক্ত হয় নারীর মানবাধিকার প্রেক্ষিত। এই ঘোষণায় বলা হয়, 'নারীর প্রতি সহিংসতার ঐতিহাসিক ভিত্তি হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যেকার অসম ক্ষমতা সম্পর্ক' এবং 'নারীর প্রতি সহিংসতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় নারীরা অধস্তন অবস্থানে যেতে বাধ্য হয়।'

আমাদের এই উপমহাদেশে নারীর মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে ওঠে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষার আন্দোলন, বিধবা বিবাহের দাবিতে আন্দোলন, রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা রোধের আন্দোলন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে। নারীর ব্যক্তি অধিকারের দাবি কলমে এবং বাস্তবে জোড়ালো কণ্ঠে তুলে ধরেন অবিভক্ত ভারতবর্ষের নারীবাদী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি অসীম সাহসের সাথে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে তীব্র কষাঘাত করেছেন। একই সঙ্গে নারীদের জড়োয়া অলংকারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য ডাক দিয়েছেন, বলেছেন, 'নিজের মুক্তির জন্য কাজ করা ছাড়া নারীর আর কোন পথ নাই'। একদিকে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন, আরেকদিকে উপনিবেশবাদ-বিরোধী স্বাধীনতার আন্দোলন–এ সবই ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে এই উপমহাদেশের নারীর মানবাধিকার আন্দোলনের মৌলিক ভিত্তি ও ধারা রচনা করেছে। সেই ধারাই ক্রমপ্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নারীর মানবাধিকার আন্দোলনের ধারাকে করেছে শক্তিশালী-ঐতিহ্যমণ্ডিত। এ ধারারই ধারক এবং বাহক বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের অগ্রণী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালের হাত ধরে যার যাত্রা শুরু। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে সদ্য স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে নারীদের যুক্ত করা, তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়ানো, স্বাস্থ্য-সচেতনতা তৈরি করা, তাদেরকে অধিকারবোধে উদ্বুদ্ধ করা, নিজেদের অবস্থা-অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করা, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনে উৎসাহিত করা–এসব উদ্যোগই মহিলা পরিষদের প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বর্বরতম প্রকাশ হচ্ছে তার প্রতি নানা মাত্রার সহিংসতা। সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে, সহিংসতায় নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে কিন্তু সহিংসতার মূল কারণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। আদি, অকৃত্রিম পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা-জাত সর্বব্যাপী বৈষম্যের শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হয়ে সহিংসতার রূপ ধারণ করে ডালপালা মেলেছে। একেক দেশে, একেক সংস্কৃতিতে এর রূপ ভিন্ন কিন্তু এর উদ্দেশ্য আর কারণ অভিন্ন। নারীর প্রতি সহিংসতা তাই সর্বদেশীয়, বৈশ্বিক। মনো-সামাজিক নানা কারণেই নারীর প্রতি সহিংস আচরণের প্রকাশ ঘটতে পারে–হতে পারে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের বোধ, অধিকারবোধ, নারীবিদ্বেষী মনোভাব ইত্যাদি। আমাদের সমাজের প্রচলিত সাংস্কৃতিক চর্চা এসব বোধকে আরো উজ্জীবিত করে। পুরুষের মধ্যে গড়ে তোলে নেতিবাচক পৌরুষত্বের ধারণা এবং চর্চা। বাংলাদেশের সমাজে এসব ধারণা এবং চর্চা প্রকটভাবে দৃশ্যমাণ নারীর প্রতি বহুমুখী সহিংসতায়।

নারীর মানবাধিকার ইস্যুতে বৈশ্বিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে ১৯৯৩ সনে ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় 'নারীর অধিকার মানবাধিকার'। একই বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণ বিষয়ক ঘোষণা গ্রহণ করে।

নারীর প্রতি সহিংসতার সংজ্ঞা নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক-গবেষকদের মধ্যে চলেছে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক। নারীর প্রতি সহিংসতার সংজ্ঞা কি শুধু শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি অন্যান্য ধরণও যুক্ত হবে–এই সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে সকল বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে জাতিসংঘ নারীর প্রতি সহিংসতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। এই সংজ্ঞায় বলা হয় 'নারীর প্রতি সহিংসতার অর্থ হচ্ছে যে কোনো ধরণের জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা যার ফলে নারী শারীরিক, যৌন, মানসিক ক্ষতি বা দুর্ভোগের শিকার হয় অথবা শিকার হতে পারে।' নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ– সিডও সংক্রান্ত কমিটির ১৯নং সাধারণ সুপারিশে বৈষম্যের সংজ্ঞায় জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতাকে যুক্ত করে বলা হয়, 'শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণেই নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটে।' নারীর

প্রতি সহিংসতা শুধু শারীরিক সহিংসতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, নারীর মনোজগতেও এর প্রভাব পড়ে গভীরভাবে।

নারীর প্রতি সহিংসতার বর্তমান চিত্র

নারী নির্যাতন বিষয়ক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় দেখা যায়, জন্মের পূর্ব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারীরা জীবনের সকল পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের নানা মাত্রার সহিংসতার শিকার হয়। নারী নির্যাতনের এসব ধরণের মধ্যে রয়েছে–শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, অর্থনৈতিক নির্যাতন। বাংলাদেশের নারী নির্যাতন পরিস্থিতিতে দেখা যায়, পারিবারিক পরিসর, রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, গণপরিবহন, বিনোদনকেন্দ্রসহ যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময়ে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। নানাভাবে নারী ও কন্যারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, যেমন: পারিবারিক নির্যাতন, ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন ও যৌন হয়রানি, বাল্যবিয়ে ও জোরপূর্বক বিয়ে, যৌতুক, গৎবাঁধা সামাজিক রীতিনীতি-প্রথা। জাতিসংঘের বিশেষ রোপোর্টিয়ারের মতে, বাংলাদেশের ৬০ শতাংশ বিবাহিত নারী জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে স্বামী কিংবা তার পরিবার বা উভয়ের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ২০২১ সালের নারী ও কন্যা নির্যাতনের এসব ঘটনার তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এবং তরুণরা ধর্ষণের মতো অপরামূলক ঘটনার সাথে জড়িত হচ্ছে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার সবচাইতে বর্বর রূপ হচ্ছে ধর্ষণ, যা নারীর মৌলিক মানবাধিকার, মর্যাদা, আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ন করে। নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। এখনো সহিংসতার ঘটনায় নারীকেই পরিবার ও সমাজে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ঘৃণার সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী পীড়নে নারীর এগিয়ে চলার পথ কন্টকাকীর্ণ হয়ে যায়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহারের কারণে বাড়ছে অপরাধ, নারী ও কন্যারা ভার্চুয়ালি যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিভিন্ন গবেষণা সূত্রমতে করোনা মহামারীর ভয়াবহ সংক্রমণকালে বাংলাদেশের নারী ও কন্যারা বিভিন্ন কারণে পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছে দ্বিগুণ হারে। বাল্যবিয়ের হার বেড়ে যাওয়া এসব কারণের মধ্যে একটি। পাশাপাশি বেড়েছে সব ধরনের সহিংসতা। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ দৈনিক প্রথম আলোসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) এর তথ্যমতে, দেশে করোনা মহামারীর দুই বছরে বাল্যবিবাহ বেড়েছে ১০ শতাংশ। পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ 'জেন্ডার স্ট্যাটিকটিস অব বাংলাদেশ ২০১৮' জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশের ৫৪ দশমিক ২ শতাংশ নারী জীবনে একবার হলেও শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বিশ্বের ১৬১টি দেশ ও অঞ্চলে নারী নির্যাতনের তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন (২০০০-২০১৮) অনুসারে, বিশ্বের যেসব দেশে স্বামী বা সঙ্গীর হাতে নারী নির্যাতনের হার বেশি, সেসব দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। নারী নির্যাতনের এসব চিত্র গভীর উদ্বিগ্নতার বার্তা দিচ্ছে। নারী ও কন্যার প্রতি নির্যাতন ক্রমেই সহিংস রূপ ধারণ করছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে বিভিন্ন উদ্যোগ

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ নারী আন্দোলন গ্রহণ করে নানা কর্মসূচি। পাশাপাশি, সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনও গড়ে ওঠে। নারী আন্দোলন এবং বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আন্দোলনের ফলে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বেশ কিছু সফলতা অর্জিত হয়। বৈশ্বিকভাবে নারী নির্যাতন বন্ধে আয়োজন করা হয় কনভেনশন, গ্রহণ করা হয় বিভিন্ন ঘোষণা, নীতিমালা ও কর্মসূচি। ক্রমবিস্তৃত নারী আন্দোলন, বৈশ্বিক নীতিমালা স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে নারীর মানবাধিকার রক্ষা এবং নারী নির্যাতন বন্ধে সরকারের অঙ্গীকার পূরণে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণের পটভূমি তৈরি হয়। নারীর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে গ্রহণ করা হয় ইতিবাচক পদক্ষেপ। যেমন–পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০; যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ২০১০; পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১; অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-২০২৫)। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ঘটনা প্রতিকারে চালু করা হয় ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, জাতীয় ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, শেল্টার হোম, ন্যাশনাল হট লাইন নম্বর, টু-ফিঙ্গার টেষ্ট নিষিদ্ধকরণ এবং সাক্ষ্য আইনে ইতিবাচক পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ। কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত

আইন সহায়তা কমিটি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত ইউনিট, নারী নির্যাতন বিষয়ে জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। নারীর মানবাধিকার সুরক্ষায় বাবার নামের পাশে সংযোজন করা হয় মায়ের নাম, সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি বর্ধিত করা হয় ছয় মাসে। সম্প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর তথ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরমে বাবার পাশাপাশি মা অথবা আইনগত অভিভাবকের স্বীকৃতি দিয়েছে হাইকোর্ট। এটি অবশ্যই নারী আন্দোলনের একটি বড় অর্জন, কিন্তু এটি অর্জনের প্রথম ধাপ মাত্র। নারীর পূর্ণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যেতে হবে আরো বহু দূর।

নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে নারীর মানবাধিকার আন্দোলন বহুমাত্রিক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিরোধ-প্রতিকারের আন্দোলনের পাশাপাশি যুক্ত করে নির্মাণের আন্দোলন। নারীর প্রতি সহিংসতামুক্ত, মানবিক সমাজ বিনির্মাণের আন্দোলন। একদিকে, নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে গণমানুষকে সচেতন করা, সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাদের পাশে দাঁড়ানো, আইন সহায়তা দেয়া, সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, নারী ও কন্যাদের আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলা, আইন সংস্কার এবং নতুন আইন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য অ্যাডভোকেসি আন্দোলন জোরদার করার উদ্যোগ; আরেক দিকে, সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নারী-পুরুষের সমতার প্রতি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন মানবিক মানুষ গড়া, প্রচলিত গৎবাঁধা রীতিনীতি চর্চা পরিবর্তন এবং তরুণসমাজকে নারী নির্যাতন বন্ধের আন্দোলনে যুক্ত করার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এতো উদ্যোগ, এতো আইন-নীতিমালা, এতো কর্মসূচি গ্রহণের পরও নারী ও কন্যা নির্যাতনের মাত্রা রয়ে গেছে আশঙ্কাজনক পর্যায়ে।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এখন সারা বিশ্বে উদ্বিগ্নতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রসমূহকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসার জন্য জাতিসংঘের কার্যকর ভূমিকা দাবি করা হচ্ছে বিশ্ব নারী আন্দোলনের পক্ষ থেকে। একথা অনস্বীকার্য যে, জীবনের নানা প্রতিকূলতা-প্রতিবন্ধকতার পরও এদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। এই অগ্রগতিতে তাদের প্রতিবন্ধকতা ভাঙ্গার সংগ্রাম ও ভূমিকা দৃশ্যমান। কিন্তু বিভিন্ন ধরণের সহিংসতা নারীর ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক জীবনে তৈরি করে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ। নারীর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য, নারীর আন্দোলনের অর্জন টিকিয়ে রাখার জন্য, নারীর মানবাধিকার ও নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য নারী ও কন্যার প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ করা অপরিহার্য। নারী ও কন্যারা যেন নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রতিরোধ আন্দোলন, নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার জন্য প্রতিকারের আন্দোলন এবং সমাজমানস পরিবর্তনের জন্য নির্মাণের আন্দোলন–এই ত্রিমাত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠবে।

মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ বিকাশের জন্য; অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসারের জন্য; তরুণসমাজকে হতাশা থেকে, বিপথে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য; নারী ও কন্যাদের জীবন সহিংসতামুক্ত করার জন্য আমাদের উদ্যোগ আরো সমন্বিত, কার্যকর ও শক্তিশালী করা

সম্প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর তথ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরমে বাবার পাশাপাশি মা অথবা আইনগত অভিভাবকের স্বীকৃতি দিয়েছে হাইকোর্ট। এটি অবশ্যই নারী আন্দোলনের একটি বড় অর্জন, কিন্তু এটি অর্জনের প্রথম ধাপ মাত্র। নারীর পূর্ণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যেতে হবে আরো বহু দূর।

প্রয়োজন। তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আওয়াজ তোলা প্রয়োজন। প্রয়োজন নারী ও কন্যার প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ও উদ্যোগ।

একবিংশ শতাব্দীর নারী ও নারীর মানবাধিকার

এ কথা তো সত্যি যে, ৮০'র দশক, ৯০'র দশক কিংবা বিংশ শতাব্দী বা একবিংশ শতাব্দীর নারী ও কন্যার জীবন একই ধারায় প্রবাহিত নয়। দশকে দশকে নারী ও কন্যার জীবনে নতুন নতুন ইস্যু, নতুন নতুন সম্ভাবনা, নতুন নতুন ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। আজকের বাংলাদেশের নারী ও কন্যাদের জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। এ দেশের নারীরা এখন পেশাগত জীবন এবং শ্রমবাজারের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করছেন, অপ্রচলিত পেশায় অংশগ্রহণ করে তারা পরিবার-সমাজের প্রচলিত নিষেধের দেয়াল ভাঙছেন, শত বছরের সনাতনী ধ্যান-ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে অবদান রাখছেন দক্ষতা-যোগ্যতার সাথে, দেশের বাইরে নানা কাজে বিশেষত গৃহকাজে শ্রম বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। আইলা-সিডর মোকাবেলা থেকে শুরু করে মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক মহাদুর্যোগ করোনাভাইরাস মোকাবেলাসহ দেশের যে কোনো প্রাকৃতিক-মানবিক সংকটে-বিপর্যয়ে নারীরা দাঁড়াচ্ছেন অতুলনীয় ইচ্ছাশক্তি আর অপরিমিত সাহস নিয়ে।

কিন্তু পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রাখার পরও মননে-মস্তিষ্কে শিকড় গেঁড়ে বসে থাকা পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের প্রবল প্রভাবে তাদের ভূমিকা ও অবদান যথাযথ মূল্যায়ন ও মর্যাদা পাচ্ছে

না। নানাভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে নারীর মানবাধিকার, প্রতিনিয়ত তারা শিকার হচ্ছেন দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য যৌন হয়রানি ও যৌন সহিংসতার ঘটনার। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দীর্ঘদিনের নারী আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস করে যে, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধ না হলে নারী ও কন্যার মানবাধিকার অর্জন সম্ভব নয়। তাই, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আর নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের আন্দোলন একই সূত্রে গাঁথা।

একবিংশ শতাব্দীর নারীদের জীবনে যুক্ত হয়েছে অভিবাসন ইস্যু, এর ঝুঁকি এবং সম্ভাবনা; যুক্ত হয়েছে নারীর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং ঝুঁকি; যুক্ত হয়েছে নারীর জন্য প্রযুক্তির প্রসারিত সম্ভাবনা এবং এর অপব্যবহারে সাইবার সহিংসতার ঝুঁকি; যুক্ত হয়েছে শ্রমবাজার ও পেশাগত ক্ষেত্রে নারীদের যুক্ত হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা এবং পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় সহায়ক অবকাঠামোর অভাবে নারীর কর্মজীবনে নানা প্রতিবন্ধকতা ও ঝুঁকি; যুক্ত হয়েছে গৃহস্থালি কাজের সিংহভাগ দায়িত্বের কারণে নারীর পারিবারিক জীবন ও কর্মজীবনের মধ্যে ব্যাপক টানাপোড়েন; বৃহত্তর নারী সমাজের প্রাত্যহিক জীবনে যুক্ত হয়েছে সময়-দারিদ্র্যের ঝুঁকি; সর্বোপরি যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমানহারে নানা মাত্রার যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি।

আশার বিষয়, পৃথিবী জুড়ে এই শতাব্দীতে শুরু হয়েছে নারীর মানবাধিকার সুরক্ষায় যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। শুরু হয়েছে অদৃশ্য যৌন হয়রানি ও সহিংসতার প্রতিবাদে নীরবতা ভাঙার আন্দোলন। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনও এর অংশীদার। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নারীর মানবাধিকার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য এ দেশের নারী আন্দোলনের অগ্রণী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে গ্রহণ করছে প্রতিরোধ-প্রতিকার ও নির্মাণমূলক নানা উদ্যোগ। এর পরিধি প্রচার-প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি-লবি, প্রশিক্ষণ-পুণঃপ্রশিক্ষণ, সংগঠন বিস্তার ও সংগঠন সংহতকরণ পর্যন্ত প্রসারিত।

উপসংহার

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা কোনো একটি দেশের বা একটি অঞ্চলের ইস্যু নয়; এটি একটি বৈশ্বিক ইস্যু। তাই সংগঠনভিত্তিক ও জাতীয়ভিত্তিক উদ্যোগের পাশাপাশি প্রয়োজন বৈশ্বিক উদ্যোগ। প্রয়োজন বৈশ্বিক নীতিমালা, বৈশ্বিক চুক্তি। বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের প্রভাবে জাতিসংঘ নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ৯০'র দশক থেকে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করলেও বিশ্বজুড়ে সহিংস নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান ঘটনা সেসব উদ্যোগের কাঙ্ক্ষিত ফল নিয়ে আসতে পারছে না।

জাতিসংঘ নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ৯০'র দশক থেকে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করলেও বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান সহিংস নির্যাতনের ঘটনা স্বস্তি ও শান্তির বার্তা দিতে পারছে না। ১৯৯৪ সনে মানবাধিকার কাউন্সিল জাতিসংঘের মানবাধিকার সম্পর্কিত মেকানিজমে নারীর অধিকার এবং নারী নির্যাতন বন্ধের ইস্যু যুক্ত করার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে নারী নির্যাতন এবং এর কারণ ও প্রভাব বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ রেপোর্টিয়্যার নিযুক্ত করার বাধ্যবাধকতা যুক্ত হয়। জাতিসংঘের উদ্যোগের পরও সদস্য রাষ্ট্রগুলেতে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ঘটনা ক্রমেই উদ্বেগজনকহারে বাড়ছে। ২০০৬ সালে ইউনিফেম-এর রিপোর্টে প্রকাশিত জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উদ্বেগ এখনো দেশে দেশে নানা মাত্রায় বিদ্যমান। তিনি বলেছিলেন, 'নারীর প্রতি সহিংসতা অতিমারীর রূপ ধারণ করেছে। সারা পৃথিবীতে প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে অন্তত একজন শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে অথবা যৌনসম্পর্কে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, অথবা জীবনের কোনো-না-কোনো সময় পরিচিত কারো দ্বারা অপমান-হয়রানির শিকার হয়েছে।' দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই চিত্র আরো নিষ্ঠুরতম এ কারণে যে, গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে নারীর উপর এই শারীরিক অথবা যৌন নির্যানের ঘটনাগুলো অধিকাংশ ঘটে খুবই কাছের সঙ্গী দ্বারা। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কেবল বাল্যবিয়েই বাংলাদেশের ৫৯ শতাংশ মেয়ের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

নারী ও কন্যার প্রতি সব ধরণের সহিংসতার অবসানে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ, যেমন– প্রয়োজনীয় আইন-নীতিমালা প্রণয়ন এবং নীতিমালা-আইনের যথাযথ প্রয়োগ, প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার, নারীর প্রতি প্রচলিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী-প্রথা-বিশ্বাস পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক প্রচার প্রচারণা, নারী ও কন্যার ব্যক্তিজীবন ও জনজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার জন্য সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, কর্মজীবী পেশাজীবী নারীদের জন্য সব ধরণের সহায়ক অবকাঠামো নির্মণা, নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার জন্য সকল স্তরের শিক্ষা-কারিকুলামে মানবাধিকার, নারীর অধিকার, জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন বিষয় যুক্ত করা, জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ-সিডও'র পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, আইন- নীতিমালা বাস্তবায়নে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য এবং দায়-দায়িত্ব পালনে তাদের জবাবাদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ, পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

এসব বিষয়ে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন নারী আন্দোলনের সমন্বিত শক্তিশালী অ্যাডভোকেসি লবি, প্রয়োজন তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন। বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রচেষ্টা চলছে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে রাষ্ট্রসমূহকে একটি বৈশ্বিক চুক্তির আওতায় আনা। এই প্রচেষ্টার অংশীদার বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। এ কথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, অবকাঠামোগত উন্নয়ন-সামাজিক উন্নয়ন-পরিবেশ উন্নয়ন-পারিবারিক-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন এবং ব্যক্তির উন্নয়নসহ কোনো উন্নয়নই শতভাগ পূর্ণ হবে না, টেকসই হবে না যদি নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার অবসান না ঘটে, যদি নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা না হয়। অর্ধেক আকাশকে অন্ধকারে রেখে কখনই বলা যাবে না যে পূর্ণ আকাশ আলোকিত।

স্মৃতিতে নাহার আহমেদ

খুরশীদা ইমাম

চলে গেলেন নাহার আহমেদ, আমাদের প্রিয় দোহার আপা। নাহার আপার পোশাকি নাম নুরুন্নাহার আহমেদ, মা আঞ্জুমান নেছা, বাবা আব্দুল হক। তাঁর স্বামী ময়েজ উদ্দিন আহমেদ ছিলেন হ্যালো রেডিও বাংলাদেশের সাবেক বার্তা পরিচালক। তাঁর সুযোগ্য তিনটি সন্তান, তাঁরা স্ব স্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেতৃত্বের শূন্যতা যখন দু'চোখ খুঁজে ফেরে, চারিদিকে খুঁজি আয়শা আপা, রাখী দি, বন্ধু নুরুল ওয়ারা আর বুলা দি'কে। এর মধ্যে আমাদেরকে শূন্য করে চলে গেলেন আমার অভিভাবক বন্ধু নাহার আহমেদ।

নাহার আহমেদের সঙ্গে আমার পরিচয় ৮০'র দশকে। কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠন সম্পাদক খালেদা মাহবুব নাহার আপাকে মোহাম্মদপুর পাড়া কমিটিতে যুক্ত করেন। সংগঠনে যোগ দেবার পর নিজের যোগ্যতায় মোহাম্মদপুর পাড়ার সভাপতি পদে মনোনীত হয়ে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পরে সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে কর্মরত অবস্থায় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের সঙ্গে যুক্ত হন এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। নাহার আপা তাঁর মেধা, মনন ও দক্ষতা দিয়ে পাড়া কমিটি থেকে সরাসরি কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত হন।

মূলত তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাথে যুক্ত হন। তাঁর কর্মদক্ষতা দিয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নাহার আহমেদ সংগঠনের সকল স্তরে পাড়া কমিটি থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

নাহার আহমেদ নিজের উৎসাহে সন্তানদের পাশাপাশি নিজের লেখাপড়া চালিয়ে যান। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইংরেজি শেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অনেক গুণের অধিকারী নাহার আহমেদ সূচিশিল্প, ছবি আঁকা, ছবি তোলা, বাগান করা, রান্না কোনোটাতেই তাঁর আগ্রহের কমতি ছিল না। খুব দক্ষতার সঙ্গে তিনি এই কাজগুলি করতেন।

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ

নাহার আহামেদ

মহিলা পরিষদের উদ্যোগে 'নারীর অধিকার মানবাধিকার' বিষয়ে একটি পোস্টার প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মূল দায়িত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কাজী সুফিয়া আক্তার। পোস্টারের ছবি তোলার দায়িত্ব পালন করেন নাহার আহমেদ। মোহাম্মদপুর পাড়ার সদস্যদের সংগঠিত করে ছবি তোলার উদ্যোগ নেন। ধানমন্ডির দৃক গ্যালারিতে প্রদর্শিত এ পোস্টারের ছবি নাহার আহমেদ ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর জামাতা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী শহিদুল আলমের মাধ্যমে তোলার ব্যবস্থা করেন।

আপার বাসা ছিল লালমাটিয়া নিউ কলোনিতে। নাহার আপার বাসাটা ছিল ছোটখাটো। আপার বাসায় সংগঠনের সকল স্তরের কর্মীদের ছিল অবাধ যাতায়াত। হাসিমুখে সবাইকে কাছে টানার একটা কৌশল কাজ করতো তাঁর

খুরশীদা ইমাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

সংগঠনের দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলন (২০১৩)-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. আনিসুজ্জামান ও সংগঠনের নেত্রীবৃন্দের সাথে নাহার আহমেদ (বাঁ থেকে তৃতীয়)

মধ্যে। নাহার আপা সংগঠক-কর্মী-সদস্যদের কাছের মানুষ ছিলেন। কর্মীরা নিজস্ব বা পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আপার কাছে গিয়ে নিঃসংকোচে সহযোগিতা গ্রহণ করত। তিনি মিষ্টভাষী, হাসিখুশি, অতিথিপরায়ণ পোশাক-পরিচ্ছদে সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ধার্মিক কিন্তু আচরণে ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ।

প্রায় দিনই সন্ধ্যায় আপার নিউ কলোনির বাসায় আমরা একত্রিত হতাম। সেখানে পারিবারিক কথা থেকে সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হতো।

আশির দশকের গোড়ার দিকে নাহার আপা মোহাম্মদপুর পাড়ার সভাপতি হন। মোহাম্মদপুর বন্যায় তলিয়ে যায়। নাহার আপার নেতৃত্বে আমরা মোহাম্মদপুর পাড়ার সদস্যরা প্রতিদিন দুপুরের পর ত্রাণ নিয়ে নৌকায় চড়ে বেরিয়ে পড়তাম বন্যার্তদের মধ্যে পৌঁছানোর জন্য। আমাদের সামনে অনেক বিপদ ছিল। দোতলা বিল্ডিং পর্যন্ত পানির নিচে। চারিদিকে থই থই পানি। প্রচণ্ড স্রোত। আমরা অনেকেই সাঁতার জানি না। সব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আমরা চেষ্টা করতাম ঘরে ঘরে ত্রাণ পৌঁছাতে।

নাহার আপার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ দিয়ে ফিরে এসে বন্যার্তদের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে সমস্যা বিশ্লেষণ করতাম এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করতাম। মোহাম্মদপুর 'অক্সফাম' অফিসে মোহাম্মদপুর পাড়ার সদস্যরা ত্রাণ দেওয়ার জন্য রুটি তৈরি করত। সেখানে নাহার আপার নেতৃত্বে সংগঠক-কর্মীরা ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে ত্রাণের কাজ করতো।

নাহার আহমেদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড সাহস, মনোবল আর সংগঠনের প্রতি গভীর ভালোবাসা। কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পর অর্থ সংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পরবর্তীকালে ত্রাণ বিতরণ নিজে উপস্থিত থেকে করতেন। এমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিজে ত্রাণ বিতরণ ও সেই অঞ্চলের সদস্যদের সমস্যা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে শুনতেন এবং পরবর্তীতে সমাধানের ব্যবস্থা নিতেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির লিগ্যাল এইড উপপরিষদের কাজে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা বাদী-বিবাদীদের কথা খুবই ধৈর্যের সঙ্গে শুনতেন এবং সুচারুভাবে সালিশের কাজে সহযোগিতা করতেন। অনেক পরিবার সালিশের মাধ্যমে সংসারে ফিরে আসুক–এই ছিল উনার কৌশল। আপার সাংগঠনিক সক্ষমতা ও দূরদর্শিতা কারণে অনেকে সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠা পেত।

নাহার আপা দীর্ঘসময় প্রকাশনা উপপরিষদের সদস্য ছিলেন। অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, পরোপকারী ছিলেন নাহার আপা। একসময় আমার পরিবার নিয়ে একটা কঠিন অবস্থা পার করছিলাম। সে সময় নাহার আপা আমার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রায় প্রতিদিনই উনি আমার মোহাম্মদপুরের বাসায় আসতেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতা করতেন। নাহার আপা অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ ছিলেন, হুইলচেয়ারে বসেও আতিথেয়তা করতেন। আপার বাসায় গেলে কীভাবে আতিথেয়তা করবেন সে জন্য অস্থির হয়ে যেতেন। শেষের দিকে বার্ধক্যজনতি কারণে নাহার আপা প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। আমি, রেখা সাহা, নাসরিন আপা আপাকে দেখতে গেলাম। আমাদের দেখে উনি খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। একসঙ্গে আমরা অনেকটা সময় কাটাতাম।

৮ অক্টোবর ২০২২ নাহার আপা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। রেখে গেছেন অনেক স্মৃতি, যা মনের মধ্যে প্রায়ই অনুরণিত হয়। তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাই। নাহার আপার কর্মময় জীবন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

শ্রদ্ধাঞ্জলি: দিলারা বেগম পারুল

শ্যামা বসাক

দিলারা বেগম পারুল ১৯৪১ সালের ২২ অক্টোবর নওগাঁ জেলার রানীনগর থানায় খাগড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা কায়সার আলী, মা খায়রুননেছা, স্বামী নওশের আলী খাঁ। তিনি সংসার জীবনের পাশাপাশি বঞ্চিত, অধিকারহীন নারীদের অধিকার আদায়ে আমৃত্যু নিয়োজিত ছিলেন। অধ্যয়নরত অবস্থায় মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি এক কন্যা ও তিন পুত্রের জননী ছিলেন।

নাটোর জেলায় মহিলা পরিষদের যাত্রা শুরু হয় ৪ জুলাই ১৯৮৮ সালে। ১৯৮৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ ৩৪ বছর মহিলা পরিষদ নাটোর শাখার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি পরপর তিন বার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সভাপতি হিসেবেও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে গেছেন। তিনি সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

প্রথমে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হতো তাঁর বাড়ি থেকে। বর্তমানে নাটোরের উপরবাজার এলাকায় যেখানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নাটোর জেলা শাখার অফিস সে জায়গাটা সরকারের কাছ থেকে লিজ নিয়ে তৈরি করার পেছনে তখনকার সভাপতি অনিমা চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক দিলারা বেগমের ভুমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি।

নাটোর জেলা শাখার প্রথম সম্মেলনে অনিমা চৌধুরী সভাপতি এবং দিলারা বেগম পারুল সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। সেই সময় প্রকল্প ছিল না এবং কেন্দ্র থেকে কোনো অর্থ সাহায্য পাওয়া যেত না। আমরা শহরের বিভিন্ন সুধীজনের কাছ থেকে সকলে একত্রে যেয়ে চাঁদা সংগ্রহ করেছি। সদস্য করা, পাড়ায় পাড়ায় সভা করা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ছিল। এসব কাজে পারুল আপা ছিলেন সবার আগে। উপজেলা, ইউনিয়নের সভাতে তিনি নিজেই যেতেন এবং সংগঠনের কজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সুন্দর বক্তব্য রাখতেন। নাটোরের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে পারুল আপার সুন্দর সম্পর্ক ছিল। ২০০০ সাল থেকে তিনি সভাপতি এবং আমি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি দীর্ঘ ১৮ বছর। নাটোর জেলা শাখার সংগঠকবৃন্দ তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবেন।

তাঁর প্রাপ্ত স্বীকৃতি ও সম্মাননার মধ্যে আছে ২০১১ সালে সমাজকর্মে স্বীকৃতি হিসেবে খুলনা থেকে একুশে স্বর্ণপদক, রাজশাহী থেকে স্বাধীনতা পদক, সুললনা সাহিত্য পরিষদ থেকে সুললনা পদক ইত্যাদি। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নাটোর জেলা শাখা, পি.কে.এস.এ সিংড়া, সুপ্র নাটোর জেলা, জাতীয় মহিলা সংস্থা, সাথী নাটোর ও আদিবাসী সংগঠন নাটোর ২০১১ সালে দিলারা বেগম পারুলকে সংবর্ধনা দিয়েছিলন। এছাড়া ২০১৩ সালে নাটোর জেলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দিলারা বেগমকে সংবর্ধনা দিয়ে সম্মানিত করে।

দিলারা বেগম পারুল
(২২ অক্টোবর ১৯৪১–১২ ডিসেম্বর ২০২২)

মৃত্যুর কিছু দিন আগে 'জীবন খাতার পাতায় পাতায়' নামে তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করেন।

দিলারা বেগম পারুল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে খাদ্য, বস্ত্র ও লুকিয়ে থাকার জায়গা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন, হিন্দু প্রতিবেশীদের আশ্রয় দিয়েছেন। সদালাপী, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন, গুণী এই মানুষটি এক বর্ণাঢ্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি ১২ ডিসেম্বর ২০২২ নাটোরে নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন। তাঁর প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

শ্যামা বসাক, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাটোর জেলা শাখা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

দশম আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের বাণী

আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবসের দশম বার্ষিকীতে আমরা বিশ্বজুড়ে সব কন্যার জীবন ও অর্জনকে উদযাপন করছি। কন্যারা যখন নিজেদের মানবাধিকার অনুধাবন করতে সহায়তা পায়, তখন তারা নিজেদের সম্ভাবনাগুলোতে পৌঁছাতে পারে এবং তাদের নিজের ও নিজেদের সম্প্রদায়ের এবং সমাজের জন্য অপেক্ষাকৃত উত্তম বিশ্ব গড়তে পারে।

কন্যারা শিক্ষার সুযোগ পেলে স্বাস্থ্যকর, উৎপাদনশীল ও পরিপূর্ণ জীবনযাপনে তাদের সুযোগ আরও বেড়ে যায়। কন্যারা সঠিক স্বাস্থ্যসেবা পেলে, তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এবং নিজের অধিকার সচেতন হয়ে বেড়ে ওঠে। সহিংসতার হুমকি ছাড়া বাঁচার অধিকারসহ কন্যাশিশুরা যখন তাদের অধিকার সম্পর্কে বোঝে, তারা আরও বেশি নিরাপদ থাকে এবং নিপীড়নের শিকার হলে তাদের অভিযোগ জানানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

অনেক কন্যাশিশু আজ বিপুল পরিমাণ চ্যালেঞ্জের মুখে। কোভিড ১৯ মহামারির কারণে হয়তো তাদের পড়ালেখার ইতি ঘটেছে। সংঘাতের কারণে হয়তো তারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তারা হয়তো তাদের শারীরবৃত্তীয় ও প্রজনন অধিকার ভোগের সুযোগ পাচ্ছে না।

আমি আফগানিস্তানে অব্যাহতভাবে কন্যাদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এটা কন্যাদের যেমন ক্ষতি করছে একইভাবে তাদের শক্তি ও অবদান প্রবলভাবে প্রয়োজন এমন একটি দেশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমি আবারও কন্যাশিশুদের লেখা-পড়ার সুযোগ দিতে তালিবানের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

যেকোনো সময়ের তুলনায় আমাদের একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতিকে আরও বেশি জোরদার করতে হবে, যাতে কন্যারা নিজেদের অধিকার অনুশীলন ও ভোগ করতে পারে এবং নিজ সম্প্রদায় ও সমাজে সমানভাবে ও নিজের জায়গা থেকে শতভাগ ভূমিকা রাখতে পারে।

কন্যাদের জন্য বিনিয়োগের অর্থ আমাদের সবার ভবিষ্যতের পেছনে বিনিয়োগ। কন্যারা যেন সবজায়গায় স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারে, পড়ালেখার সুযোগ পায় ও নিরাপদ থাকে তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবসে আসুন আমরা আমাদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ জোরদার করি।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস

১১ অক্টোবর ২০২২

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের বরিশাল সফর

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সুইডেন দূতাবাসের প্রতিনিধিবৃন্দ ৯ নভেম্বর বরিশাল জেলা শাখা সফর করেন। দিনব্যাপী এ সফরকালে প্রতিনিধিবৃন্দ উপকারভোগী ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা, সংগঠনের তৃণমূল শাখার সদস্যবৃন্দ ও জনসাধারণের সাথে উঠান বৈঠক করেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ও বরিশাল জেলা শাখার আয়োজনে বরিশাল জেলা শাখা কার্যালয়ে উপকারভোগীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি নুরজাহান বেগম।

সফরকালে সংগঠনের তৃণমূল শাখার সদস্যদের মাঝে সিডা হেড কোয়ার্টার্সের জেন্ডার ইকুয়্যালিটি অ্যাডভাইজার সফিয়া অরিব্রিঙ্ক ও অ্যাম্বেসি অব সুইডেন-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার রেহেনা খানের সাথে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানুসহ ও অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম

মতবিনিময় সভায় সিডা হেড কোয়ার্টার্সের জেন্ডার ইকুয়্যালিটি অ্যাডভাইজার সফিয়া অরিব্রিঙ্ক ও অ্যাম্বেসি অব সুইডেন-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার রেহেনা খানের সাথে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম এবং প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর লিলি আরা পারভীন অতসী উপস্থিত ছিলেন।

উপকারভোগীদের পাশাপাশি, সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু ও বরিশাল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী আলোচনা করেন। এসময় উপকারভোগীরা জানান তারা মহিলা পরিষদের নানামূখী কার্যক্রম থেকে অনেক উপকার পাচ্ছেন। সভা সঞ্চালনা করেন জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার।

শুরুতে অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ও বিভিন্ন পাড়া শাখার কর্মী-সংগঠকবৃন্দ।

পরে প্রতিনিধিগণ বরিশাল জেলা শাখার আওতাধীন বিভিন্ন তৃণমূল কমিটি ও তৃণমূল জনসাধারণের সাথে বি. এম. স্কুল রোড শাখায় উঠান বৈঠক করেন। এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বি.এম স্কুল রোড শাখার সভাপতি চিত্রা গাইন। আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক রুমা, বি.এম স্কুল রোড শাখার আহ্বায়ক সোনিয়া ইসলাম প্রমুখ।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং উপস্থিত সদস্যরা মহিলা পরিষদ থেকে কী সুবিধা পেয়েছেন তা তুলে ধরেন। প্রতিনিধিবৃন্দ ছাড়াও বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা শাখার সহসভাপতি জাহান আরা বেগম, সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক শিউলী সাহা, কার্যকরী কমিটির সদস্য মরিয়ম বেগম রীনা প্রমুখ।

এদিন বিকেলে বরিশাল সার্কিট হাউসে সিভিল সোসাইটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বরিশাল জেলা শাখার সহসভাপতি জাহান আরা বেগম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, আভাসের নির্বাহী কর্মকর্তা রহিমা সুলতানা কাজল, ব্রজমোহন সরকারি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. ননী গোপাল দাশ, সহকারী নির্বাহী পরিচালক মেহেরুননেছা, অব. সরকারি কর্মকর্তা প্রশান্ত সাহা, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন সংগঠক শুভংকর চক্রবর্তী, আইসিডির সদস্য আনোয়ার জাহিদ, মহিলা পরিষদের প্যানেল আইনজীবী অ্যাড. হিরণ কুমার দাস, ব্লাস্টের কো-অর্ডিনেটর অ্যাড. সাহিদা তালুকদার, উন্নয়ন সংগঠক রণজিৎ দত্ত প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন করেন জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার।

সভা শেষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক শিউলী সাহার পরিচালনায় একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়।

সাংগঠনিক পক্ষ পালন

(১৭ থেকে ৩১ অক্টোবর)

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে 'সংগঠনের শক্তি সংহত করি সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারি দক্ষতা জোরদার করি' এ স্লোগান নিয়ে ২০২২ সালের ১৭ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি পালন করে।

সদস্যপদ নবায়নের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন

১৭ অক্টোবর'২২ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সদস্যপদ নবায়নের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষ ২০২২ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেমের সদস্যপদ নবায়নের মাধ্যমে সদস্যপদ নবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। সদস্যপদ নবায়ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম ও সীমা মোসলেম, সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম, আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তিসহ অন্যান্য সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন উপপরিষদের সদস্যবৃন্দ।

জেলা শাখায় সাংগঠনিক পক্ষ পালন

কেন্দ্রে রিপোর্ট প্রেরণ করেছে মোট ৫১টি জেলা শাখা। জেলা শাখাগুলো হলো– ঢাকা মহানগর, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কিশোরগঞ্জ, সাভার, বেলাব, রায়পুরা, মধুখালী, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোণা, জামালপুর, রাজশাহী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা, কুড়িগ্রাম, নাটোর, নওগাঁ, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাঙামাটি, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, ঝিনাইদহ, কুমারখালী, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, পিরোজপুর, বরগুনা, কাউখালী, স্বরূপকাঠী, ভোলা, পটুয়াখালী এবং লালমনিরহাট আহ্বায়ক শাখা।
সাংগঠনিক পক্ষে মোট কর্মসূচি ছিল ৮টি।

সবগুলো কর্মসূচি পালন করেছে ১০টি জেলা শাখা
রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা মহানগর, দিনাজপুর, বাগেরহাট, পাবনা এবং রাজবাড়ী।
৭টি কর্মসূচি পালন করেছে ৫টি জেলা শাখা: টঙ্গী, কুড়িগ্রাম, নওগাঁ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট।

৬টি কর্মসূচি পালন করেছে ১৪টি জেলা শাখা
মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, বেলাব, সাতক্ষীরা, স্বরূপকাঠী, কুমারখালী, মধুখালী, গাজীপুর, মাদারীপুর, নেত্রকোণা, কাউখালী, বরগুনা ও রাঙামাটি।

২টি কর্মসূচি পালন করেছে ২টি জেলা শাখা
ভোলা ও লালমনিরহাট।
এসব কর্মসূচিতে সুশীলসমাজের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল ২৬টি জেলায়: মধুখালী, পটুয়াখালী, রাজশাহী, ঢাকা মহানগর, সাতক্ষীরা, কুড়িগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, নেত্রকোণা, নওগাঁ, কিশোরগঞ্জ, রংপুর, টঙ্গী, কাউখালী, স্বরূপকাঠী, কুষ্টিয়া, নাটোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গাইবান্ধা, সাভার, মাদারীপুর, পিরোজপুর, বরগুনা, সিলেট, ভোলা এবং চাঁদপুর।
ছাত্রছাত্রী/তরুণ-তরুণীদের সাথে উপস্থিত বক্তৃতা, মতবিনিময় সভা, আলোচনা সভা করেছে ১৩টি জেলা শাখা: ঢাকা মহানগর, মধুখালী, রাজশাহী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, পাবনা, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, রাঙামাটি এবং সিলেট।
এছাড়া সুনামগঞ্জ জেলা শাখা একটি বিশেষ কর্মসূচি পালন করে।
জেলা শাখার কার্যালয়ে সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৭-৩১ অক্টোবর ২০২২ সাংগঠনিক পক্ষকালব্যাপী একটি বুথ রাখা হয় যেখানে পথচারীরা আগ্রহে মহিলা পরিষদের সদস্য হন। সমাপনী অনুষ্ঠানেও একটি বুথ রাখা হয় যেখানে জেলা ও তৃণমূলের সদস্যবৃন্দ নবায়ন করেন ও অনেক নতুন সদস্য হন।

৫টি কর্মসূচি পালন করেছে ১২টি জেলা শাখা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল, জামালপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, নাটোর, শেরপুর, রংপুর, ফরিদপুর, রায়পুরা, কলমাকান্দা এবং পিরোজপুর।

৪টি কর্মসূচি পালন করেছে ৭টি জেলা শাখা
ঝিনাইদহ, পটুয়াখালী, মাগুরা, গাইবান্ধা, নীলফামারী, বরিশাল ও সাভার।
৩টি কর্মসূচি পালন করেছে ১টি জেলা শাখা: খুলনা।

তরুণদের সাথে মতবিনিময় সভা

নারী অধিকার: তরুণের ভাবনা

'সংগঠনের শক্তি সংহত করি, সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারি দক্ষতা জোরদার করি'–এই আহ্বানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাংগঠনিক পক্ষ পালন উপলক্ষে ৩১ অক্টোবর'২২ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আনোয়ারা বেগম-মুনিরা খান মিলনায়তনে 'নারী অধিকার: তরুণের ভাবনা' বিষয়ে তরুণদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু।

মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তরুণ কর্মজীবী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দ, ঢাকা মহানগর কমিটির নেত্রীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, সংগঠক, ওয়াইডব্লিউসিএ-বাংলাদেশের প্রতিনিধি ও সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দসহ মোট ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম।

সভায় উপস্থিত তরুণদের মধ্যে আলোচনা করেন আমিনা বাশার অনি, শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; রাফিদ আল আজোয়াদ, শিক্ষার্থী, পপুলেশন সাইন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; অ্যাডভোকেট কাকলী মৃধা, ঢাকা জজকোর্ট; সংগীতা ইমাম, সংগীতশিল্পী; জিনাত রেহানা, নিউজ প্রেজেন্টার, অভিনেত্রী এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত; মো. সাজিদ তামজিদ, শিক্ষার্থী, ক্রিমিনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মাহফুজা খাতুন শিলা, সাফ গেমস-এ সাঁতারে প্রথম স্বর্ণ বিজয়ী; নিথি, শিক্ষার্থী, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি; মনসুরা তৃপ্তি, সংগঠক, গ্রিন ভয়েজ; আহসান হাবীব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী; ফারজানা আফরোজ, কন্টেন্ট রাইটার, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সংগীতা আহমেদ; ঢাকা ওয়াইডব্লিউসিএ-এর প্রতিনিধি সুমনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফুয়াদ হাসান

নারী অধিকার: তরুণের ভাবনা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম

'নারী আন্দোলন: তরুণের ভাবনা' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন একজন তরুণী

নেতৃত্বে দেশের অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী গণনারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জন্ম। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ ৫২ বছর এই সংগঠনটি পরিবার, সমাজ রাষ্ট্রে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী শিক্ষা, নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ, সকল ক্ষেত্রে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন।

নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা পরিষদের এই কার্যক্রম ৫৮টি সাংগঠনিক শাখা এবং ২ হাজারের অধিক তৃণমূল শাখা কাজ করে যাচ্ছে। প্রায় দেড় লক্ষাধিক সদস্য, কর্মী-সংগঠকের স্বেচ্ছাশ্রম ও সংগঠনের প্রতি ভালোবাসার কারণেই সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মতো একটি স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনের এই দীর্ঘ পথ চলা।

অথৈ; শিক্ষার্থী নাফিজা ইসলাম সেতু প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, নারী আন্দোলনকে নিয়ে তরুণ সমাজের ভাবনা বিষয়টি পরিচিত করার লক্ষ্যেই আজকের এই মতবিনিময় সভা। একবিংশ শতাব্দীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ অতিক্রান্ত হয়েছে। বৈশ্বিকভাবে নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, অনেক আইন হয়েছে। তিনি বলেন, অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এখনও অনেক বাধা আছে। তবে সেই বাধা অতিক্রম করতে সর্বাগ্রে নারীদের নিজেদেরকে তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হতে হবে। নারীর জীবনে অনেক অগ্রগতি হলেও সমাজে প্রচলিত নারীর প্রতি নেতিবাচক ধারণাগুলো নিয়ে কেউই এগিয়ে যেতে পারছে না। সামাজের এই প্রচলিত রীতি-নীতি প্রথাগুলো ভাঙতে হবে। সুশাসনের প্রয়োগ ও আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে। সহিংসতা প্রতিরোধে সকলকে যার যার অবস্থা থেকে রুখে দাঁড়াতে হবে, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যুগে যুগে নারী আন্দোলনের চাহিদা একেক রকম, তাই বর্তমানের যে চাহিদা তা সকলকে মেনে নিতেই হবে।

সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে মালেকা বানু বলেন, নারীর অধিকার আদায়ে বিশ্বব্যাপী লড়াই চলছে। কেননা যুগ যুগ ধরে সভ্যতার বিকাশ হলেও অর্ধেক জনগোষ্ঠীর নারীকে অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা এখনো পিছিয়ে। দীর্ঘ নারী আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী-পুরুষের সমতা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আজকের পরিবারে সমাজে, কর্মক্ষেত্রে নারীর অবস্থান, জীবনযাত্রা, অংশীদারিত্বের, সমতা-মর্যাদার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে তা তরুণ প্রজন্ম কীভাবে দেখছে তা আলোচনার উদ্দেশ্যে, আজকের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম বলেন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭০ সালে কবি সুফিয়া কামালের

মহিলা পরিষদ মনে করে তরুণরাই পারে সমাজবদলের দায়িত্ব নিতে। কবির ভাষায় এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়। আমাদের আজকের কর্মসূচি তরুণ-তরুণীদের নিয়ে যাদের ভাবনায় পরিকল্পনায় সমৃদ্ধ হবে এদেশের নারীআন্দোলন। নারীরা বুঝে পাবে সর্বক্ষেত্রে তাদের অধিকার। তরুণদের নিয়ে আমাদের আজকের মতবিনিময় সভার বিষয় 'নারী অধিকার: তরুণের ভাবনা।'

সভায় আগত তরুণদের বক্তব্য:

আমিনা বাশার অনি (শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বলেন, মা হিসেবে একজন নারী সব থেকে ঊর্ধ্বে। নারীদের সম্মান করার বিষয়টি মুখে মুখে যেভাবে চর্চা হয়ে থাকে বাস্তবতায় তা নয়। দেশে নারীর সুরক্ষায় নানান আইন প্রচলিত থাকলেও নারীর প্রতি সহিংসতা কোনোভাবেই প্রতিহত করা যাচ্ছে না। আমাদের দেশের অনেক নারীরা এখনো স্বামী দ্বারা নির্যাতনের বিষয়টি স্বাভাবিক বলে মনে করেন যার প্রধান কারণ নারীদের নিজের অধিকারের প্রতি অসচেতনতা। নারীকে সর্বপ্রথম তার অধিকারগুলো বুঝতে হবে। নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি নারীর নিজেরও নিজের অধিকারের প্রতি সচেতন হওয়া এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া জরুরি বলে মনে করি।

রাফিদ আল আজোয়াদ (শিক্ষার্থী, পপুলেশন সাইন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বলেন, আমাদের সমাজে যেকোনো দোষ এখনো নারীর ওপর বর্তায়। নারীর সমতা প্রতিষ্ঠায় দ্বিমুখী আচরণ না করে মনে প্রাণে নারীদের সাফল্য ও সামনে এগিয়ে যাওয়াকে সাধুবাদ জানাতে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। নিজের পরিবারের মধ্যে দিয়েই সমতার চর্চা শুরু করতে হবে।

আতিকা রহমান (সাংবাদিক, আরটিভি) বলেন, নারীরা বর্তমানে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে হয়রানি ও অবমাননার শিকার হচ্ছে। টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, নাটক, সিনেমায় নারীকে সর্বদাই পণ্য হিসেবে উপস্থাপনসহ তাদের প্রতি অবমাননার ও নির্যাতনের দৃশ্য দেখানো হয়। যা নারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব তৈরিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এতে করে একটি শিশু কিংবা তরুণ ভেবেই নেয় নারী দুর্বল, তাকে অধস্তন করে রাখা সম্ভব ইত্যাদি। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকল বিষয়গুলো নিয়েই আমাদের ভাবতে হবে। সমাজ থেকে নারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে এবং প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

অ্যাডভোকেট কাকলী মৃধা (ঢাকা জজকোর্ট) বলেন, নারী-পুরুষের সমতা গড়ার লক্ষে উভয়কেই একসাথে কাজ করতে হবে। উভয়কেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। অনেক পরিবার সন্তানের দোহাই দিয়ে নারীকে অবদমিত করে রাখতে চান কারণ তারা জানেন সন্তান নারীর দুর্বলতা। তাই এই দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে কেউ যেনো নারীকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।

সংগীতা ইমাম (সংগীতশিল্পী) বলেন, জন্ম থেকে মানুষ অধিকার নিয়েই জন্মায় তাই অধিকার আদায়ের কিছু নেই, যে অধিকার জন্মগতভাবে আছে তা শুধু কাজে লাগতে হবে। শিশু বয়সে একটি মেয়েকে পরিবার থেকে পুতুল খেলা না শিখিয়ে প্রতিবাদের ভাষা, অধিকারবোধ, অধিকার কীভাবে কাজে লাগাতে হয় সে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অন্যায়ের যেমন প্রতিবাদ করতে হবে তেমন খেয়াল রাখতে হবে প্রতিবাদ যেনো গণবিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া নারীমুক্তির প্রধান পদক্ষেপ।

জিনাত রেহানা নিউজ প্রেজেন্টার (অভিনেত্রী এবং কর্মকর্তা, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি) বলেন, নারী নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। সমাজ এখনো নারীর ক্ষমতায়ন দেখতে অভ্যস্ত নয়। তাই নারী অধিকার নিয়ে আজও আন্দোলন করে যেতে হচ্ছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শিক্ষা সকল পর্যায়ে নারীরা নিজ নিজ জায়গায় সফল হলেও নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলন এখনো চলমান। এখনো যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নারীকে অবমূল্যায়ন করা হয়। নারীর প্রতি সমাজের এসব পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি। কেউ কাউকে সুযোগ দেয় না তাই প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে ও অস্তিত্বের প্রশ্নে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে নিজের অধিকার ও নিজের জায়গা নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে। পরিবারে বা সমাজে নারীর প্রতি আচরণ ভিন্ন রকম। সহিংসতার জন্য দোষারোপ করা হয় নারীকে। এখন নারীরা নেতৃত্ব পর্যায়ে কাজ করতে পারছেন। এটা আগামীর জন্য শুভবার্তা।

মো. সাজিদ তামজিদ (শিক্ষার্থী, ক্রিমিনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বলেন, সর্বক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি করা জরুরি। তৃণমূলে এখনো নারীরা প্রান্তিক অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে বাল্যবিয়ের হার অধিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশ ডিজিটাল হলেও এই ডিজিটালাইজেশন নারীর জীবনে কিছু বিরূপ প্রভাবও বিস্তার করছে এক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি জোরালো করা প্রয়োজন।

মাহফুজা খাতুন শিলা (সাফ গেমস-এ সাঁতারে প্রথম স্বর্ণ বিজয়ী) বলেন, ক্রীড়াঙ্গনে আগের তুলনায় বৈষম্য কিছুটা কম হলেও সমতা আসেনি। এখনো বৈষম্যের অনুপাত ১০:৪। তবে পরিবর্তন যা হয়েছে তা প্রশংসনীয়। নারী খেলোয়াড়দের বিষয়ে সমাজেরও মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। শুরুর দিকে নারী হিসেবে তাকেও সামাজিকভাবে নানান প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়েছিল। বাধা যতই আসুক সব বাধাকে জয় করে লক্ষ্যে অবিচল থাকলে সাফল্য আসেই এবং পরিবর্তনও আসে।

মনসুরা তৃপ্তি (সংগঠক, গ্রিন ভয়েজ) বলেন, নারীর প্রতি সামাজে বিদ্যমান সমস্যগুলো আমদেরই তৈরি। নারীদের নিজেদের বোধের জায়গাটা নিজেদেরকেই জাগ্রত করতে হবে। নারীরা তাদের অধিকারের কথা বলবে কি না তা ভেবেই যুগ কাটিয়েছিল। এখন তারা সেই বাধা ভেঙে তাদের অধিকারের কথা বলছে তবে তা কবে তারা আদায় করতে পারবে তা অজানা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় দেখি তরুণ প্রজন্মরাও নারীকে সিদ্ধান্তগ্রহণে মূল্যায়ন করছে না। তাই মানসিকতা পরিবর্তন সবচেয়ে জরুরি। নতুবা প্রজন্মের পর প্রজন্ম নারীকে অধস্তন করে রাখবে এর কোনো পরিবর্তন হবে না। এই চর্চাগুলো পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে। কারণ পরিবারে সর্বকনিষ্ঠ ছোট পুরুষ সদস্যটিও তার বয়োজ্যেষ্ঠ নারী সদস্য থেকে নিজেকে বেশি ক্ষমতাবানভাবে, পরিবারেও নারীদের চেয়ে তাদেরকে বেশি মূল্যায়ন করা হয়। তাই পরিবার থেকেই সমাজ পরিবর্তনের চর্চা শুরু করা প্রয়োজন।

আহসান হাবীব (শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বলেন, সর্বাগ্রে নারী শিক্ষার অধিকার আদায় করতে হবে। একমাত্র শিক্ষাই পারবে নারীদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনতে। নারী অধিকার মানেই পুরুষের অধিকার খর্ব হয়ে যাওয়া নয় এই বিষয়টি সবাইকে বুঝতে হবে এবং নারীর অধিকার আদায়ের লড়ায়ে তাদের পাশে থাকতে হবে।

ফারজানা আফরোজ (কন্টেন্ট রাইটার, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ) বলেন, সমাজের বহুল প্রচলিত একটি কথা 'আমি নারী সব পারি'। তিনি মনে করেন নারী বলেই তাকে সব পারতে হবে এটি ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষ হিসেবে সে যতোটা পারবে ততটাই করবে। তবে একজন নারী হিসেবে সমাজে পরিবর্তনে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার সন্তানরা যেনো বৈষম্য না শিখে সে বিষয়ে সন্তানকে যথাযথ শিক্ষা দেওয়া।

সংগীতা আহমেদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক) বলেন, পরিবর্তন মূলত ছেলেদের আনতে হবে। বৈষম্য আমাদের অজান্তেই হয়ে যায় কারণ এ বিষয়টি খুব সূক্ষ্মভাবে আমাদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে মিশে আছে। তাই ছেলেরা যখন ছোট ছোট আকারে পরিবার থেকেই নারী-পুরুষ বিষয়টি আলাদা না করার চর্চা শুরু করবে তখন পরিবর্তন এমনিতেই আসবে।

ইডেন মহিলা কলেজের একজন শিক্ষার্থী বলেন, একটি মেয়ের পরিবার সবসময় মেয়ের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েই উদ্বিগ্ন থাকেন। ফলে মেয়েদেরকে বেশিরভাগ সময় পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে চলতে হয়। এতে করে একটি মেয়ে স্বাবলম্বী হতে ভুলে যায় এবং স্বাধীনতার চেয়ে নিরাপত্তাকে ভালো মনে করে। নিজের প্রতি আস্তে

আস্তে তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। তাই মেয়েদের নিরাপত্তার চেয়ে স্বাধীনতা বেশি জরুরি এতে করে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠতে পারবে।

ফুয়াদ হাসান অথৈ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শি¶ার্থী) বলেন, বাংলাদেশই মনে হয় একমাত্র দেশ যেখানে মেয়েদের তেঁতুলের সাথে তুলনা হয়, নর্দমার সাথে তুলনা করা হয়, জাহান্নামের কীট বলা হয়। আমাদের সমাজে প্রতিনিয়তই ছেলে-মেয়েদের একে অন্যের সাথে তুলনা করা হয়। যা একজন ছেলে অথবা মেয়েকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলে। ছেলেদের আবেগহীন এবং মেয়েদের দুর্বল ভাবা হয়। ছেলেদের কান্না করা বারণ আর মেয়েদের জোরে কথা বলা বারণ। এই ধরনের মানসিকতা থেকে বের হবার সময় হয়েছে।

নাফিজা ইসলাম সেতু (শিক্ষার্থী) বলেন, সমাজ নারীর স্বাধীনতাকে এখনো ভালোভাবে দেখে না। পরিবার ও মান-সম্মানের ভয়ে প্রতিবাদ করতে বাধা দেয়, অন্যায়কে মেনে নেয়, প্রশ্রয় দেয়।

নাসরিন নিগার (সদস্য কল্যাণপুর, পাইকপাড়া) বলেন, নারীদের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তৃণমূলের নারীদের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখা যায় তারা মাঠে কাজ করছে। মাঠে কাজ করে বর্তমানে যখন তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে তখন তারা চিন্তাতেও স্বাধীন হচ্ছে। আমাদের চেয়ে তৃণমূলের নারীরা তাদের অধিকারের বিষয়ে বেশি সচেতন এবং স্বাধীন।

সুপারিশসমূহ:

- নারীর অধিকার সম্পর্কে নারী-পুরুষকে সচেতন হতে হবে।
- নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে।
- নারী-পুরুষের সমতার চর্চা পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে।
- কর্মজীবী নারীদের সন্তান সঠিকভাবে গড়ে ওঠে না–এই দোহাই দিয়ে নারীকে ঘরে বন্দি করে রাখার প্রবণতা দূর করতে হবে।
- নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।
- সকল নারীকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।
- বর্তমানে বাল্যবিয়ের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাল্যবিয়ে বন্ধে সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সাইবার সিকিউরিটি জোরালো করতে হবে।
- নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারকে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।
- সমাজে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে।
- নারীর নিরাপত্তার সাথে নারীর স্বাধীনতা জরুরি।

মৃত্যুবার্ষিকীতে কবি সুফিয়া কামালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অগ্রপথিক জননী সাহসিকা মানবতার মৃন্ময়ী কবি সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২০ নভেম্বর'২২ বিকালে কেন্দ্রীয় সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে সেগুনবাগিচা' সুফিয়া কামাল ভবন মিলনায়তনে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়। প্রয়াত কবি সুফিয়া কামালের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং পরে সংগীত পরিবেশন করেন জনা গোস্বামী, অ্যাড. দীপ্তি রাণী সিকদার, সিঁউতি সবুর, অশ্রু ভট্টাচার্য ও কেয়া রায়। সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দসহ প্রায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুফিয়া কামালের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

রংপুর জেলা শাখার ১৩তম সম্মেলন

১৫ অক্টোবর'২২ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ রংপুর জেলা শাখা ত্রয়োদশ সম্মেলন জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, প্রকাশনা সম্পাদক সারাবান তহুরা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী।

এছাড়া সম্মানিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মো. মতিউর রহমান এবং বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও-এর সাবেক আঞ্চলিক পরিচালক মনোয়ারা বেগম। অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন পেশাজীবী ফোরামের সভাপতি অ্যাড. শিরিন আক্তার, সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক) রংপুর মহানগরের সভাপতি অধ্যক্ষ খন্দকার ফখরুল আনাম বেঞ্জু, রংপুর উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি ড. শাশ্বত ভট্টাচার্য, রংপুর জেলা শাখার প্যানেল আইনজীবী অ্যাড. মুনির চৌধুরী, রংপুর রোকেয়া কলেজ বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর শাহ আলম, সাংস্কৃতিক কর্মী ডা. মফিজুল ইসলাম মান্টু, পরিবেশ আন্দোলনের ও সদস্য মানবাধিকার মোশফেকা রাজ্জাক বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি রংপুর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাৎ হোসেন, সনাক সদস্য সামসাদ আরা গিনি, ডা. সমর্পিতা ঘোষ তানিয়া, পেশাজীবী ফোরাম সভাপতি অ্যাড. শামিমা আক্তার শিরিনসহ সুশীল সমাজের আরো অনেক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রংপুর জেলা শাখার সভাপতি হাসনা চৌধুরী। সম্মেলনে হাসনা চৌধুরী সভাপতি এবং রুমানা জামান তপা সাধারণ সম্পাদক এবং শারমিন আক্তারকে সাংঠনিক সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিল ২৫০ জন।

সভাপতি হাসনা চৌধুরী; সহসভাপতিমণ্ডলী মোমেনা বেগম, মাহবুবা আরা লিনা, আয়শা সিদ্দিকা, সুরাইয়া বেগম; সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান তপা, সহসাধারণ সম্পাদক মাহমুদা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক শারমিন আক্তার, অর্থ সম্পাদক তাহেরা ইসলাম, আন্দোলন সম্পাদক ফারজানা সরকার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রীতা সরকার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফারিয়া রহমান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাবিত্রী রানী, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক আফসানা মনি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক বৃষ্টি শীল, পরিবেশ সম্পাদক মেহের আফরোজ মুক্তা, সদস্য কুলসুম, ডা. পুতুল কুজুর, মাহবুবা আক্তার, মাহফুজা বেগম, অর্চনা রানী, মনোয়ারা বেগম, মন্দিরা লোহানী, লায়লা আরজুমান বানু, রিনা সরকার, জাহানারা মুক্তা, শেখ রাজিয়া আঁখি, সামসে আরা জামান কলি, নূরুন্নাহার বেগম শিল্পী, লিপিকা, সাবিনা ইয়াসমিন, মাসুদা রহমান অনু, ফাতেমা খাতুন, আইরিন আক্তার লিজা ও মহুবা।

রংপুর জেলা শাখার ত্রয়োদশ সম্মেলনের মঞ্চে উপবিষ্ট বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মো. মতিউর রহমানসহ কেন্দ্রীয় নেত্রীবৃন্দ

শেরপুর জেলা শাখার ৮ম সম্মেলন

৩১ ডিসেম্বর'২২ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ শেরপুর জেলা শাখার ৮ম সম্মেলন জেলা বার ভবনের মিলনায়তন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও ময়মনসিংহ জেলা শাখার সদস্য ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও নেত্রকোণা জেলা শাখার সভাপতি রেহানা সিদ্দিকী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও নেত্রকোণা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তাহেজা খানম। সুশীলসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন শেরপুর পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র জনাব মতিউর রহমান মতি, জেলা শ্রমিকনেতা এরশাদ আলী, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম নয়ন, জনউদ্যোগ শেরপুরের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ. জেলা জজ কোর্টের আইনজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাড. প্রদীপ দে কৃষ্ণ, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ আকতারুজ্জামান, শেরপুর সরকারি কলেজের প্রভাষক শিবশঙ্কর কারুয়া এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গবেষক অধ্যাপক ড. সুধাময় দাস।
উক্ত সম্মেলনে বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শেরপুর জেলা শাখার সভাপতি জয়শ্রী দাস। সম্মেলনে জয়শ্রী দাস সভাপতি এবং শামসুন নাহার নিরুকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিল প্রায় ২০০ জন।
সভাপতি জয়শ্রী নাগ লক্ষ্মী, সহসভাপতি লুৎফুন্নাহার, ছবি মালাকার, ছায়া নিয়োগী, মৌমিনা হক ও সাইমা ইয়াসমিন, সাধারণ সম্পাদক নিরু শামসুন্নাহার নিরা, সহসাধারণ সম্পাদক আঞ্জুমান আরা যুথি, সাংগঠনিক সম্পাদক আইরিন পারভীন, অর্থ সম্পাদক বিভা চক্রবর্তী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক আদ্রিতা শফি ডোনা, আন্দোলন সম্পাদক শাবনাজ চৌধুরী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক রৌশন আরা বেগম, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক রুমা রানী দেব, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাকছুদা বেগম, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুক্তি দত্ত, পরিবেশ সম্পাদক শ্যামলী মালাকার, সদস্য নাছরিন রহমান, শাহিনা আক্তার পারভীন, আঞ্জুমুন আলম লিপি, হোসনে আরা নাজমা, তাসলিমা হক লাকি, রওশন আরা পারভীন, মাসুমা খানম, সঞ্চিতা দত্ত, সুদেষ্ণা নিয়োগী, প্রতিভা নন্দী তিথি, সুনিত্রা, সাইদুন নেসা মনি, সিরাজুম মুনিরা লামিসা, শামিমা পারভীন আন্না।

শেরপুর জেলা শাখার ৮ম সম্মেলনের র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবৃন্দ এবং শেরপুর জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

নোয়াখালী ও ঠাকুরগাঁও জেলায় আহ্বায়ক কমিটি গঠন

নোয়াখালী

২৬ ডিসেম্বর'২২ নোয়াখালী জেলায় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবীর, চট্টগ্রাম জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, চট্টগ্রাম জেলা শাখার সমাজকল্যাণ সম্পাদক স্বপ্না বড়ুয়া এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কাউছার জাহান লিজা। শিরীন আক্তার হেনাকে আহ্বায়ক এবং রোকসানা আক্তার নূরি ও জাহানারা আক্তার মুক্তাকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

আহ্বায়ক কমিটি: আহ্বায়ক শিরীন আক্তার হেনা, যুগ্ম আহ্বায়ক রোকসানা আক্তার নূরি ও জাহানারা আক্তার মুক্তা, অর্থ সম্পাদক রওশন আরা বেগম লাকি, সদস্যবৃন্দ–ফাতেমা বেগম, নাহিদা আক্তার মুনা, শারমিন আক্তার, জুলফা আক্তার, রহিমা আক্তার, নাজমা আক্তার সেরিন এবং নাজমা আক্তার।

ঠাকুরগাঁও

৯ নভেম্বর'২২ ঠাকুরগাঁও জেলায় আহ্বায়ক কমিটি করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান এবং কন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও দিনাজপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম। শামীমা সুলতানাকে আহ্বায়ক এবং সাবিনা ইয়াসমিন ও সুরভী কেরকাটাকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন ।

আহ্বায়ক কমিটি: আহ্বায়ক শামিমা সুলতানা; যুগ্ম আহ্বায়ক সাবিনা ইয়াসমিন ও সুরভী কেরকাটা; সদস্যবৃন্দ সুচরিতা দেব, শাহনাজ বেগম, শারমিন সুলতানা, মাহমুদা আকতার, নাজমা আকতার মিম, মনজুবা মবিন, নাজিবা আকতার এবং আইরিন পারভীন লুনা।

শপথ গ্রহণ করছেন নবগঠিত নোয়াখালী আহ্বায়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ

মৌলভীবাজার ও শেরপুর জেলা সফর

মৌলভীবাজার

৯ নভেম্বর'২২ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে মৌলভীবাজার জেলা শাখায় সাংগঠনিক সফর করা হয়। সফরে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী। এ সময় মৌলভীবাজারে একটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি নমিতা দাশ। সঞ্চালনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) রিবিকা ভৌমিক। কর্মীসভায় মোট উপস্থিত ছিলেন ২৫ জন।

মৌলভীবাজার জেলা শাখায় অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় উপস্থিতির একাংশ

সভায় ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, নতুন জায়গায় কমিটির কাজ শুরু করা অনেক কঠিন, কিন্তু একটা পুরাতন কমিটি নিষ্ক্রিয় হলে সেটা শুরু করা এতোটা কঠিন নয়। ২০১৩-১৪ সালের দিকে একটু সমস্যার কারণে মৌলভীবাজার নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এখন জেলা শাখার যেসব উপপরিষদের সম্পাদ নেই সেই উপপরিষদগুলোতে কমিটির সভা করে কো-অপ্ট করে নিতে হবে। সংগঠকদের মহিলা পরিষদকে বুঝতে হবে। আর্থিক সহযোগিতা না পেলেও আপনি যে একজন নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন এটাই মনের শান্তি। আমরা একটা অসাম্প্রদায়িক সংগঠন; এখানে ধর্ম-বর্ণের কোনো বৈষম্য রাখা যাবে না। মহিলা পরিষদের কাজের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। বর্তমানে মহিলারা অনেক কাজ করছেন, ঘরের বাহিরে বের হচ্ছেন। আমরা নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করব, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কাজ করব।

শেরপুর জেলা শাখায় আয়োজিত কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম

শেরপুর

২৮ অক্টোবর'২২ শেরপুর জেলা শাখায় সাংগঠনিক সফর করা হয়। সফরে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও ময়মনসিংহ জেলা শাখার সদস্য ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, সদর সম্পাদক নাসরিন মনসুর, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও নেত্রকোণা জেলা শাখার সভাপতি রেহানা সিদ্দিকী। এ সময় একটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি জয়শ্রী দাশ। উপস্থিত ছিলেন মোট ৫৫ জন।

সুনামগঞ্জ ও মুক্তাগাছা জেলা শাখায় কর্মীসভা

সুনামগঞ্জ

১০ নভেম্বর'২২ সুনামগঞ্জ জেলা শাখা কার্যালয়ে একটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন সুনামগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম এবং সদস্য ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী। কর্মীসভায় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সহসভাপতি সঞ্চিতা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রাশিদা বেগম, ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পাদক সবিতাবীর, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিনাপাল, কার্যকরী কমিটির সদস্য নাসিমা বেগমসহ ১৯ জন। কর্মীসভায় জেলা নেত্রীবৃন্দ সংগঠনে যুক্ত হওয়া এবং এর পরবর্তী সাংগঠনিক কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

মুক্তাগাছা

১৩ ডিসেম্বর'২২ মুক্তাগাছা সাংগঠনিক জেলা শাখার আয়োজনে মুক্তাগাছা থানা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর কার্যালয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন মুক্তাগাছা সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি রুমি দাস। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও ময়মনসিংহ জেলা শাখার সদস্য ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ময়মনসিংহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মনিরা বেগম অনু এবং ময়মনসিংহ জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা বেগম শিল্পী। কর্মীসভায় মোট উপস্থিত ছিল ৩০ জন। কর্মীসভায় ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

কর্মীসভায় উপস্থিত (বাঁ থেকে) সুনামগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য, সহসভাপতি শক্তিদত্তা বসু, কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, জেলা শাখার সহসভাপতি রঞ্জিতা রায় এবং জেলা কমিটির নেত্রীবৃন্দ

জেলা শাখায় সাংগঠনিক পক্ষ পালন

‘সংগঠনের শক্তি সংহত করি: সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারি দক্ষতা জোরদার করি’–এই স্লোগান নিয়ে ১৭ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত দেশব্যাপী একযোগে সাংগঠনিক পক্ষ পালন করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে উদযাপিত সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচির মধ্যে ছিল উদ্বোধন, সদস্যসংগ্রহ ও নবায়ন, জেলা ও তৃণমূল শাখায় কর্মীসভা, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষের সাথে মতবিনিময় সভা, সমাপনী অনুষ্ঠান ইত্যাদি। পাশাপাশি স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ হয়।

শেরপুর: সংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সভাপতি জয়শ্রী দাস

শেরপুর

জেলা শাখা কার্যালয়ে জেলা ও বিভিন্ন উপজেলা শাখার তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে ২৩ অক্টোবর বিকাল ৪টায় সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। জেলা শাখার সভাপতি জয়শ্রী দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সকল উপজেলা ও পাড়া শাখায় সংগঠনের শক্তি সংহত করা, সংগঠক ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা ও তরুণীদের সংগঠনে সম্পৃক্ত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা হয়।

সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে মধ্য নৌহাটা, ৭নং ভাতশালা ইউনিয়নের বয়ড়া পরানপুর, নালিতাবাড়ী উপজেলা, নবীনগর, গৌরীপুর, শেরপুর মডেল কলেজ ও শেরপুর মডেল গার্ল ইনস্টিটিউটে মোট সাতটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় জেলা শাখার সভাপতি জয়শ্রী দাস, সহসভাপতি মোমিনা হক, অর্থ সম্পাদক নিরু শামছুন্নাহার ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রওশন আরা রেবা। এসব সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক লুৎফুন্নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক আইরিন পারভীন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক নাছরিন রহমান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক মুক্তি দত্ত, সদস্য আনজুমান আরা যুথী, লিপি, মাকছুদা বেগম, তসলিমা হক, মিনা, তসলিমা হক লাকি প্রমুখ।

এসব সভায় সংগঠনের সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষমতায়ন, সিডও সনদ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

২৮ অক্টোবর শেরপুর মডেল গার্ল ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, রোকেয়া সদন সম্পাদক নাসরিন মনসুর ও নেত্রকোণা জেলা শাখার সভাপতি রেহেনা সিদ্দিকা। এ সভায় সিদ্ধান্ত হয় ২৪ ডিসেম্বর শেরপুর জেলা শাখার অষ্টম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এসব সভায় দেড় শতাধিক কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

১ নভেম্বর বিকাল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

নাটোর

সংগঠনে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা ও পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন করার মাধ্যমে ১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্যামা বসাকের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক সীমা ইসলাম, সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন, অর্থ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, আন্দোলন সম্পাদক নাসিম-ই-গুলশান, পরিবেশ সম্পাদক তসলিমা খান, নির্বাহী সদস্য প্রভাতী বসাক, রুবিয়া বেগম ও হোসনেয়ারা বেবীসহ জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার কর্মী-সংগঠকবৃন্দ।

সাংগঠনিক পক্ষে কাফুরিয়া ইউনিয়নের নারায়ণ পাড়া ও শহরের কান্দিভিটা পাড়া শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি কর্মীসভায় বলা হয় ১৬ বছরের উর্ধ্বে

যেকোনো নারী মহিলা পরিষদের সদস্য হতে পারেন। তবে তাকে অসাম্প্রদায়িক, নারী-পুরুষের সমতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী হতে হবে এবং ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র মেনে চলতে হবে। সংগঠনের আদর্শকে ধারণ করতে হবে ঘোষণাপত্র পড়তে হবে এবং তা কাজে প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ, মাদকের ব্যবহার রোধ, কন্যাশিশুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে হাজরা এলাকায় ২৮ অক্টোবর বিকাল ৪টায় আদিবাসী নারী-পুরুষদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আদিবাসী ছাত্রনেতা সুজল পাহানের সভাপতিত্বে এ মতবিনিময় সভায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর বিকালে সংগঠন কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্যামা বসাকের সভাপতিত্বে জেলা, বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পাড়া শাখার কর্মী-সংগঠকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সাংগঠনিক পক্ষ পালনের মাধ্যমে জেলা শাখাগুলোর সাথে তৃণমূলের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়, তৃণমূলে সংগঠন শক্তিশালী ও সংহত হয় এবং নতুন কর্মী সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠনের কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, সংগঠকদের জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার অঙ্গীকার দৃশ্যমান হয়।

নাটোর: সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে হাজরা এলাকায় নারী-পুরুষদের নিয়ে মতবিনিময় সভায় উপস্থিতির একাংশ

নেত্রকোণা: সাংগঠনিক পক্ষ পালন অনুষ্ঠানে জেলা শাখা নেত্রীবৃন্দ ও পাড়া কমিটির কর্মী ও সদস্যবৃন্দ

নীলফামারী

সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। ১৪ অক্টোবর জেলা শাখার সভাপতি দৌলত জাহান ছবির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি নির্ধারণ ও দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। ১৭ অক্টোবর জেলা কার্যালয়ে ব্যানার টানিয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন সহসভাপতি মোহছেনা বেগম। ১৮ অক্টোবর সদস্যসংগ্রহ ও পুরাতন সদস্যদের নবায়ন করা হয়। এ দিন চার জন নতুন সদস্যসংগ্রহ ও ১৪ জনের সদস্যপদ নবায়ন করা হয়। ২২ অক্টোবর কলোনি শাখায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি দৌলত জাহান ছবি। সভায় মোট ৪০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ২৫ অক্টোবর স্টাফকোয়ার্টার শাখায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং একুশ শতকের নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিষয়ে আরেকটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মীসভায় মোট ৪৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিল। ৩১ অক্টোবর থানাপাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে ৪৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রকোণা

সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সহসভাপতি পারভিন সুলতানার সভাপতিত্বে কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ অক্টোবর জেলা শাখার সহসভাপতি নুরজাহান বেগমের সভাপতিত্বে পুকুরিয়া গ্রাম শাখায় সদস্যসংগ্রহ ও নবায়নের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাড়া ও গ্রাম শাখার কর্মী-সংগঠকসহ ৪৫

সিলেট: নারীর অধিকার বিষয়ে তরুণ-তরুণীদের ভাবনা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত মির্জাজাঙ্গাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ

জন উপস্থিত ছিলেন। ২২ অক্টোবর জেলা শাখার কার্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী ও পুরুষদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি পারভিন সুলতানা এবং সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক শিপ্রা শিংহ। সভায় আলোচনা করেন সংগঠনের প্যানেল আইনজীবী মো. শহীদুল্লাহ, দিলোয়ারা বেগম ও নজরুল ইসলাম খান, নারী প্রগতি সংঘের কেন্দ্রব্যবস্থাপক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী, ব্র্যাকের সমন্বয়কারী প্রবাল সাহা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জেলা টেনিস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক বাচ্চু, প্রধান শিক্ষক শাহানাজ পারভিন, অধ্যাপক দীপক কুমার শিংহ, সহকারী শিক্ষক কামরুন্নাহার, সাবইন্সপেক্টর রেজিয়া আক্তার, সাংবাদিক চন্দন চক্রবর্তী ও ইকবাল আহম্মেদ, কাউন্সিলর ফেরদৌসী হক, সংস্কৃতিকর্মী দেবজিৎ রায়, নারী উদ্যোক্তা শাহানা আক্তার ও অপর্না, জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মো. শাহ হাবিব, সহকারী দলিল লেখক সুক্লা রানী দে, কৃষক রুপক ভৌমিক, হোটেল ব্যবসায়ী নারায়ন সাহা, চা-দোকানি রাধাকৃষ্ণ সাহা, লাকড়ি ব্যবসায়ী রেবতী রানী প্রমুখ। সভায় জেলা, বিভিন্ন গ্রাম ও পাড়া শাখার সদস্যসহ ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন।

১৮ অক্টোবর পুকুরিয়া গ্রাম শাখায় শাখা সভাপতি উষা রায়ের সভাপতিত্বে এবং ২৮ অক্টোবর বারহাট্টা উপজেলায় শাখার সভাপতি বেগম নুরজাহানের সভাপতিত্বে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নতুন সদস্য ভর্তি ও পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন করা হয় এবং সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, বাস্তব কাজের ধারা ও সংগঠকদের পেশাদারি দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা হয়। দুটি সভায় যথাক্রমে ৪৩ ও ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩০ অক্টোবর সকাল ১০টায় জেলা কার্যালয়ে দিনব্যাপী জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সহসভাপতি পারভিন সুলতানা। প্রশিক্ষণে সাংগঠনিক পক্ষের স্লোগানটি তিনটি অংশে ভেঙে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয়। সংগঠনের অসাম্প্রদায়িকতা ও আন্দোলন বিয়য়ে আলোচনা করেন জেলা শাখার আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা শামসুন্নাহার বিউটি, সংগঠনের সদস্যদের দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ব কী এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করেন অর্থ সম্পাদক আফরোজা চৌধুরী এবং সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা ও সংগঠকের পেশাদারিত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম এ্যানি। ৩০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৩১ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৫টায় জেলা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি পারভিন সুলতানা। আলোচনা করেন উপদেষ্টা নেলী বড়ুয়া, সহসভাপতি সেফালী সাহা ও নুরজাহান বেগম, সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম এ্যানি, ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উষা রায়, অর্থ সম্পাদক আফরোজা চৌধুরী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মঞ্জু সরকার, আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা বিউটি, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফাহমিনা সুলতানা তোতা, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক নাদিয়া আক্তার ঝর্না প্রমুখ। সমাপনী অনুষ্ঠানে জেলা ও বিভিন্ন পাড়া ও গ্রাম শাখার সদস্য ও সংগঠকসহ ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট

১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি শংকরী শ্যামা চৌধুরী। সভায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, বাস্তব কাজের ধারা ইত্যাদি বিষয়ে নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

২০ অক্টোবর বিকাল ৩টায় মির্জাজাঙ্গাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নারীর অধিকার: তরুণ-তরুণীদের ভাবনা বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ.বি.এম. মোরাদ খান। সভায় ৫৮ জন তরুণ-তরুণী উপস্থিত ছিলেন।

২১ অক্টোবর শহরের মেন্দিবাগ এলাকায় তৃণমূলের নারীদের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা শেষে সদস্যসংগ্রহ ও পুরাতন সদস্যদের নবায়ন করা হয়। সভায় ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

২২ অক্টোবর বিকাল ৪টায় শহরের মেন্দিবাগে রুবিয়া বেগমকে আহ্বায়ক করে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

৩০ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নিয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি রীনা কর্মকার। সভায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র পাঠ করা ও আলোচনা করা হয়। সভায় ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সহসভাপতি শংকরী শ্যাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার সহসভাপতি রীনা কর্মকার, আন্দোলন সম্পাদক রমলা তালুকদার, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহনাজ চৌধুরী, সদস্য রুমা চক্রবর্তী, সম্পা রানী পাল, রুবিয়া, অর্পনা গুন সেবা প্রমুখ। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে ১২৩ জন নতুন সদস্য ও ২৩ জনের সদস্যপদ নবায়ন করা হয়।

দিনাজপুর: শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গনে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী, সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন সাংগঠনিক সম্পাদক রুবিনা আকতার

দিনাজপুর

১৭ অক্টোবর দিনাজপুর শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আজাদী হাই ও প্রাক্তন সভাপতি আকতার কোহিনুর ইসলাম। জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমানের সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম এবং সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি তুলে ধরেন সাংগঠনিক সম্পাদক রুবিনা আকতার। অনুষ্ঠানে ৫৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে তরুণ সমাজের ভাবনা' বিষয়ে তরুণদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হয়।

সাংগঠনিক পক্ষে সাংগঠনিক যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সংগঠনকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের কয়েকটি দল রাজবাটী উড়াও পাড়া, রাজবাটী তুতবাগান প্রতিবন্ধী পাড়া, সুইহারি আশ্রমপাড়া, রায়সাহেববাড়ী ও শেখপুরা পাড়া শাখা সফর করেন।

সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও সংগঠন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজবাড়ী তুতবাগান পাড়া শাখার সভাপতি তানজিদা আক্তার সীমার সভাপতিত্বে ১৯ অক্টোবর রাজবাটী সম্প্রীতি প্রতিবন্ধী সংস্থায় রাজবাটী উড়াও পাড়া কমিটি ও রাজবাটী তুতবাগান প্রতিবন্ধী পাড়া শাখার সদস্যদের সাথে, সুইহারি আশ্রম পাড়া শাখার সহসভাপতি রেনু বৈশ্যর সভাপতিত্বে ২০ অক্টোবর সুইহারি আশ্রম পাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে এবং রায়সাহেববাড়ী শাখার সভাপতি শুক্লা কুণ্ডুর সভাপতিত্বে ২৬ অক্টোবর রায়সাহেববাড়ীতে শেখপুরা ও রায়সাহেববাড়ী পাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে পৃথক তিনটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি সভায় যথাক্রমে ২৮, ৪৫ ও ৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

পেশাজীবী নারীদের সাথে ২৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান। সভায় পেশাজীবীদের মধ্যে আলোচনা করেন ডা. খাদিজা নাহিদ ইভা, শিক্ষক নিরজা শাপলা, শিক্ষানবিশ আইনজীবী মোছা. রাবেয়া খাতুন, সাংবাদিক তনুজা শারমিন তনু, নারী উদ্যোক্তা সুনীতি গোস্বামী, হস্তশিল্পী অঞ্জনা কর্মকার, সংস্কৃতিকর্মী সুপ্রীতি গোস্বামী, গার্মেন্টসকর্মী মোছা. ফরিদা পারভীন, শিক্ষার্থী খুকি হেম্ব্রম, পরিচ্ছন্নতাকর্মী লক্ষ্মী রানি প্রমুখ।

২৯ অক্টোবর সকাল ১১টায় আদর্শ মহাবিদ্যালয়ে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান। 'নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম এবং 'ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন সাংগঠনিক সম্পাদক রুবিনা আকতার। এ প্রশিক্ষণে ৩৫ জন অংশ নেন।

সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রুবিনা আকতারের লিখিত প্রবন্ধ 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাংগঠনিক পক্ষ পালন' স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী উপলক্ষে ৩১ অক্টোবর আদর্শ মহাবিদ্যালয়ে আলোচনা সভা, রচনা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সাংগঠনিক পক্ষের বাস্তবায়ন, অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম, সহসভাপতি মাহবুবা খাতুন, মিতি ঘোষ ও সুমিত্রা বেসরা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক জিন্নুরাইন পারু, আন্দোলন সম্পাদক গৌরি চক্রবর্তী, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক জেসমিন আরা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক শাহানাজ পারভীন, শিক্ষা ও সংস্কৃ

ময়মনসিংহ: চরকালিবাড়ি পাড়া শাখায় সাংগঠনিক প্রশিক্ষণে আলোচনা করছেন জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু

তি সম্পাদক রাজিয়া সুলতানা পলি, পরিবেশ সম্পাদক মওদুদা বেগম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী তিন জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

সাংগঠনিক পক্ষে নতুন সদস্য হয়েছে ১৫ জন এবং নবায়ন করা হয়েছে ৩৬০ জনকে।

ময়মনসিংহ

সদস্যপদ নবায়ন ও কর্মীসভার মাধ্যমে জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং একুশ শতকের নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন ও জেলা শাখার সহসভাপতি লীলা রায়। সভায় ২৫ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে ২০ অক্টোবর পাগলা বাজার পাড়ায় সদস্যদের নিয়ে দয়ালের মোড় এলাকায় এবং ২৮ অক্টোবর কাটাখালী পাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে কাটাখালী খেলার মাঠে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। পাগলা বাজার শাখার সহসভাপতি জয়তুন নেছা এবং কাটাখালী পাড়া শাখার সভাপতি লীলা গোয়ালার সভাপতিত্বে কর্মীসভায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং একুশ শতকের নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। সভা দুটিতে যথাক্রমে ৩১ ও ৪৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

২৫ অক্টোবর বিকাল ৪টায় চরকালীবাড়ি পাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন চরকালীবাড়ি পাড়া শাখার সভাপতি জয়গুন বিবি। প্রশিক্ষণে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, বাল্যবিবাহ ও যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু ও সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনা। প্রশিক্ষণে ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে সানকি পাড়া, ঝাউগড়া পাড়া ও মালগুদাম পাড়ার দুটি শাখায় পৃথক চারটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শাখাগুলোর সভাপতি স্মৃতি রানী দাস, রাশিদা বেগম, মনোয়ারা বেগম ও খোশনাহারের সভাপতিত্বে এসব বৈঠকে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা করেন জেলা শাখা ও সংশ্লিষ্ট শাখার নেত্রীবৃন্দ। বৈঠক চারটিতে যথাক্রমে ২৫ জন, ২৭ জন, ১১ জন ও ১৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কে ২৪ অক্টোবর ঝাউগড়া এবং ২৬ অক্টোবর পাগলা বাজার পাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে দুটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাড়া শাখার সভাপতি রাশিদা বেগম ও জোসনা বেগমের সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনা করেন। দুটি সভায় ২৬ ও ৩১ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে ফুলবাড়িয়া উপজেলা শাখা, কাটাখালী পাড়া ও মহারাজা রোড পাড়া শাখায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি সভায় প্রায় ৯০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা শেষে ২১ অক্টোবর হরিজন পল্লী পাড়া ও ২২ অক্টোবর পুরাতন গুদারাঘাট পাড়ায় ১৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। হরিজন পল্লী শাখার শ্যামলী হরিজন এবং গুদারঘাট শাখায় নির্মলা শীল সভাপতি মনোনীত হন।

৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনুর সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনা, পাগলা বাজার শাখার সাধারণ সম্পাদক বিলকিস আক্তার, চরকালিবাড়ি পাড়া শাখার সদস্য লিপি বেগম ও মহারাজা রোড পাড়া কমিটির সদস্য পাপড়ি চৌধুরী। সমাপনী সভায় ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে নতুন সদস্য করা হয়েছে ৬৩ জনকে এবং সদস্য নবায়ন করা হয়েছে ৯০ জনকে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান: ১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন হয়। সভায়

সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি শোভা পাল। এ সময় কার্যকরী কমিটির ১০ জন ও তৃণমূল শাখা কমিটির ৯ জন সদস্যের পদ নবায়ন করা হয় এবং ২ জন নতুন সদস্য সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সভায় সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি ঘোষণা ও বাস্তবায়নে সকলকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানানো হয়। সভায় মোট ২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

কর্মীসভা: 'সংগঠনের শক্তি সংহত করি, সংগঠনের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারি দক্ষতা বৃদ্ধি করি'– শিরোনামে ২১ অক্টোবর পুণিয়াউট পাড়া শাখায় এবং ২৯ অক্টোবর আশুগঞ্জ উপজেলার জগদীশপুর গ্রাম শাখায়, 'ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র' নিয়ে ২৭ অক্টোবর ঘাটুরা পাড়া শাখায়, ২৬ অক্টোবর মুন্সেফপাড়া শাখায় ও ২১ অক্টোবর ভাদুঘর পাড়া শাখায় এবং 'একুশ শতকের নারীআন্দোলন' বিষয়ে ২৮ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে ও ৩১ অক্টোবর আড়াইসিধা ইউনিয়ন শাখায় কমিটিতে তৃণমূল ও জেলা শাখার কর্মী-সংগঠকদের নিয়ে পৃথক সাতটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীসভাগুলোতে জেলা ও শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সাতটি সভায় শতাধিক কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ: ২৮ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে জেলা শাখার সভাপতি শোভা পালের সভাপতিত্বে তৃণমূল শাখাসমূহ ও জেলা শাখার কর্মী-সংগঠকদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে একুশ শতকের নারীআন্দোলন, সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং বাস্তব কাজের ধারা পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক সাথী, আন্দোলন সম্পাদক শ্যামলী মিয়াজী ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা সিকদার। প্রশিক্ষণে ১৮ জন কর্মী-সংগঠক অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভা: সাংগঠনিক পক্ষে তিনটি ভিন্ন বিষয়ে তিনটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ অক্টোবর সরকারপাড়া আহ্বায়ক কমিটির সদস্যদের সাথে সদস্য আফিয়া বেগমের সভাপতিত্বে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে সংগঠনের ও কর্মী সংগঠকদের অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনা এবং স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব বিষয়ে, ২৭ অক্টোবর কাশীনগর গ্রাম শাখায় সদস্য রুদ্রবতী ঋষির সভাপতিত্বে কিশোরী-তরুণীদের সাথে এবং ২৯ অক্টোবর শেরপুর পাড়া শাখায় পাড়া কমিটির সভাপতি হালিমা মোর্শেদের সভাপতিত্বে পেশাজীবী নারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি সভায় যথাক্রমে ২৮ জন, ২৩ জন ও ২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বুদ্ধকরণ সভা: ২৮ অক্টোবর প্রতিমা ঋষির সভাপতিত্বে সীতানগর গ্রামে এবং ২৯ অক্টোবর হামিদা বেগমের সভাপতিত্বে উলচাপাড়া গ্রামে পৃথক দুটি উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং অধিক সংখ্যক নারীকে সংগঠনে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেন। দুটি সভায় যথাক্রমে ২৫ও ৩৭ জন বিভিন্ন বয়স ও পেশার নারী উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী অনুষ্ঠান: ২ নভেম্বর বিকাল ৪টায় কাশীনগর গ্রাম শাখায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। জেলা শাখার সভাপতি শোভা পালের সভাপতিত্বে জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী, আন্দোলন সম্পাদক শ্যামলী মিয়াজী এবং গ্রাম শাখার প্রবীণ সদস্য প্রমোদিনী ঋষি আলোচনা করেন। বক্তারা বলেন পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠন গতিশীল ও কর্মী-সংগঠকে মধ্যে উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। ফলে সাংগঠনিক পক্ষ পালন অনেকটাই সফল হয়েছে। সভায় গ্রাম শাখার কর্মীসদস্যসহ ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

কাউখালী: কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাহিদা হক

কাউখালী

উদ্বোধন অনুষ্ঠান: ১৭ অক্টোবর বিকাল ৩টায় কাউখালী শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন, কর্মীসভা এবং সদস্যসংগ্রহ ও নবায়ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার। সভায় সদস্যপদ নবায়ন, নতুন সদস্যসংগ্রহ এবং নিষ্ক্রিয় শাখা সমূহকে সক্রিয় করার জন্য সংগঠকবৃন্দ বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। সভা শেষে ২০ জন নতুন সদস্যসংগ্রহ ও ৩০ জনের সদস্যপদ নবায়ন করা হয়। অনুষ্ঠানে মোট ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কর্মীসভা: সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং একুশ শতকের নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিষয়ে তিনটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কাউখালী শাখা কার্যালয়ে সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দারের সভাপতিত্বে ১৮ অক্টোবর, ধাবড়ী বান্নকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রঘুনাথপুর

বেলাব: সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত র‍্যালিতে কর্মী-সংগঠকবৃন্দ

ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মমতা সিকদারের সভাপতিত্বে ১৯ অক্টোবর এবং আমড়াজুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমড়াজুড়ি ইউনিয়ন শাখার সভাপতি ঝর্না রানী মৃধার সভাপতিত্বে ২৭ অক্টোবর সভা তিনটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা সংগঠনকে আরো সংগঠিত ও সুসংহত করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরো জোরদার করার আহ্বান জানান। তিনটি সভায় মোট সভায় ১২০ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ: সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠন সংহতকরণে কর্মী ও সংগঠকের ভূমিকা, তরুণ সংগঠকদের ভূমিকা এবং নারীআন্দোলন বিষয়ে ২১ অক্টোবর ধাবড়ী বান্নকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ২২ অক্টোবর পূর্ব আমড়াজুড়ি সরকারি প্রাথ মিক বিদ্যালয়ে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ দুটিতে সভাপতিত্ব করেন কাউখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার। প্রশিক্ষক ছিলেন–জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক প্রভাতী মৃধা, সাংগঠনিক সম্পাদক ছায়া সমাদ্দার, কার্যকরী কমিটি সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন ও চায়না মজুমদার। প্রশিক্ষণ সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহাফুজা খাতুন। দুটি প্রশিক্ষণে মোট ৯০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মতবিনিময় সভা: ২৩ অক্টোবর কাউখালী শাখা কার্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার। বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক রিয়াদ মাহামুদ সিকদার, প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান এলিজা সাইদ, যুব আওয়ামী লীগের সহসভাপতি খায়রুল হাসান শিমুল, প্রভাষক কুমকুম ভট্টাচার্য্য, জেলা কার্যকরী কমিটি সদস্য শিল্পীকনা সমাদ্দার, সহসাধারণ সম্পাদক সবিতা ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক। সভায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক সফর: জেলা কার্যকরী কমিটির নেত্রীবৃন্দ মাগুরা, আশোয়া আমড়াজুড়ি, নিলতী, গোসনতারা, শিয়ালকাঠী, হোগলা বেতকা গ্রাম শাখায় সাংগঠনিক সফর করেন। সফরকালে নেত্রীবৃন্দ তৃণমূল সংগঠকদের সংগঠনকে আরো সক্রিয় করার জন্য দিকনির্দেশনা দেন এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও নিয়মিত যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেন।

সমাপনী: ৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় কাউখালী শাখা কার্যালয়ে শাখা সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দারের সভাপতিত্বে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষের সাথে মতবিনিময় সভা ও সাংগঠনিক পক্ষে সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমড়াজুড়ি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান কৃষ্ণ লাল গুহ, কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. শামীম খান ও প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান এলিজা সাইদ। সভায় সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক পক্ষে ১০০ জন নতুন সদস্য যুক্ত হয়েছে এবং ২০০ জনকে নবায়ন করা হয়েছে। তারা সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য সকল সদস্য, কর্মী, সংগঠক, গণমাধ্যম কর্মীসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বেলাব

বেলব সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৮ অক্টোবর কর্মীসভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংগঠনিক জেলা শাখার সম্পাদকবৃন্দ, কার্যকরী কমিটির সদস্য ও বিভিন্ন শাখার সংগঠকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

শাখা সভা: বারৈচা, ভাটেরচর ও হোসেননগর (বিলপাড়) প্রাথমিক শাখায় তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক শাখা তিনটির সভাপতি রাশেদা বেগম, পারভিন বেগম ও নুরুন্নাহার বেগমের সভাপতিত্বে তিনটি সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সংগঠন শক্তিশালীকরণ, ১০ম সম্মেলনের প্রস্তুতি গ্রহণ, নারীর সামনে বর্তমান চ্যালেঞ্জ, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র পাঠ, সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য বৃদ্ধিসহ মোট সদস্যের সঠিক হিসাব হালনাগাদকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মতবিনিময় সভা: বেলাব শাখা কার্যালয়ে ২০ অক্টোবর কমিউনিটি লিডার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাবেয়া খাতুন শান্তির সভাপতিত্বে নারী ও কন্যা নির্যাতন ও সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ, যৌতুক ও মাদক দমন, সিডোও সনদের ধারা ২ ও ১৬(১)(গ) ধারায় সরকারের সংরক্ষণ প্রত্যাহারসহ সংগঠন বিস্তার ও সংহতকরণ সম্পর্কে মতবিনিময় হয়। আলোচনায়

অংশগ্রহণ করেন শিক্ষক নেতা আলাউদ্দিন আফ্রাদ, সিনিয়র শিক্ষক দোলোয়ার হোসেন, জনতা সুপার মার্কেটের সভাপতি ও আওয়ামী লীগ নেতা জয়নাল আবেদীন, ব্যবসায়ী সফিউল্লাহ প্রমুখ।

উঠান বৈঠক: সংগঠন শক্তিশালীকরণ, নারীর সামনে বর্তমান চ্যালেঞ্জ, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র পাঠ, সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য বৃদ্ধিসহ মোট সদস্যের সঠিক হিসাব হালনাগাদকরণ বিষয়ে পাহাড় উজিলাব, নারায়ণপুর, ধুকুন্দি, দেওয়ানেরচর ও চর আমলাব পূর্বপাড়া প্রাথমিক শাখায় পৃথক পৃথক উঠান বৈঠক হয়।

কর্মীসভা: ২৭ অক্টোবর চর আমলাব প্রাথমিক শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক শাখাটির সভাপতি শামসুরন্নাহার বেগমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নাজরীন হক হেনা ও অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ। সভায় প্রাথমিক শাখায় সংগঠন শক্তিশালীকরণ, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র পাঠ, সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ সম্পর্কে আলোচনা হয়।

সমাপনী: সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী উপলক্ষে সকল প্রাথমিক শাখার কর্মী ও সংগঠকদের নিয়ে ৩ নভেম্বর বেলাব শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি। আলোচনা করেন সহসভাপতি রাবেয়া হক, সাধারণ সম্পাদক নাজরীন হক হেনা, সহসাধারণ সম্পাদক আসপিয়া আক্তার হেনা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রোকসানা বেগম, সমাজসেবক জাহানুল হক বাবুল প্রমুখ। বক্তারা সংগঠকদের পেশাদারি দক্ষতা অর্জনে করণীয় ও সংগঠনের শক্তি সংহত করা সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরে বাল্যবিবাহ, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও মাদক প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠিত র‍্যালির মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপ্তি হয়।

ফরিদপুর

১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় পূর্ব খাবাসপুরের বরইতলা মোড়ে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্য নবায়নের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করা হয়। জেলা শাখার সভাপতি শিপ্রা রায়ের সভাপতিত্বে জেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত কর্মী-সদস্যদের মধ্যে সংগঠনের কার্যক্রম, আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। এরপর নতুন সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্য নবায়নের মাধ্যমে পক্ষের শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোট ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ফরিদপুর: সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সভাপতি শিপ্রা রায়

কর্মীসভা: 'সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র' সম্পর্কে জেলা শাখা কার্যালয়ে ২০ অক্টোবর এবং রঘুনন্দনপুর পাড়া শাখায় ২৫ অক্টোবর পৃথক পৃথক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি আনোয়ারা বেগম ও আন্দোলন সম্পাদক আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে সভা দুটি পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবী শিকদার। আলোচনা করেন জেলা ও পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা তরুণীদের সংগঠনে সম্পৃক্ত করা, তৃণমূল সংগঠকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সংগঠন শক্তিশালী করার আহ্বান জনান। সভা দুটিতে ২০ জন ও ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী অনুষ্ঠান: ৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি শিপ্রা রায়ের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার সহসভাপতি খাদিজা বেগম মনি, সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম, সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জেসমিন কবীর, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রুবিয়া মিল্লাত, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অ্যাড. প্রীতিকনা রাহা এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য মনোয়ারা মোর্শেদা চৌধুরী। পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবী শিকদার। বক্তারা পক্ষব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করার জন্য কর্মী-সংগঠকদের ধন্যবাদ জনান এবং ও সুধীজনদের নারী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানান। সভায় জেলা, বিভিন্ন পাড়া ও গ্রাম শাখার কর্মী-সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

টাঙ্গাইল

১৭ অক্টোবর সকাল ১০টায় সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা, সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি বেগম শামসুন নাহার। আলোচনা করেন আন্দোলন সম্পাদক ডলি সিদ্দিকী, অর্থ সম্পাদক মালতী বসাক, প্রাক্তন সমাজকল্যাণ সম্পাদক মনজুলা সাঈদ, সাংগঠনিক সম্পাদক রহিমা খাতুন রুবী প্রমুখ। সভায় কার্যকরী কমিটির

টাঙ্গাইল: সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন সদস্য রাশেদা খানম

যশোর: সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় ও জেলা কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা

সদস্যসহ মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

কর্মীসভা: ২৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় বিশ্বাস বেতকা পাড়া শাখায় কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত পাড়া শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনজুলা সাঈদ। সভা শেষে এই পাড়া শাখার পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন করা হয় এবং নতুন সদস্যদের সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাংগঠনিক সম্পাদক রহিমা খাতুন রুবীর সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন ২৫ জন।

সমাপনী: ৩১ অক্টোবর সকাল ১০টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি খালেদা বেগম সীমার সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক পক্ষের কার্যক্রম সভা, সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য ভর্তি ও সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারা তরুণীদের সংগঠনে সম্পৃক্ত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সভায় ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

যশোর

১৭ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন ও সদস্য সংগ্রহ এবং নবায়ন করা হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি হামিদা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। তাঁরা সংগঠনের শক্তি সংহত করা, সংগঠকদেরকে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র আত্মস্থ করা, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র মেনে কাজ করা এবং পেশাদারি মনোভাব নিয়ে সংগঠকদের অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে কাজ করার প্রতি জোর দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ২৫ জন।

আলোচনা সভা: ২৬ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৪টায় বারান্দীপাড়া বৌবাজার শাখায় শাখার সভাপতি ইশরাত জাহান রিটার সভাপতিত্বে এবং ২৮ অক্টোবর বিকাল ৪টায় পিলুখান সড়ক শাখায় জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য খুরশীদা জাহান খাঁনের সভাপতিত্বে দুটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন জেলা ও পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা বলেন, সাংগঠনিক পক্ষ পালনের মধ্য দিয়ে তৃণমূল শাখাগুলো আরও শক্তিশালী হবে। এজন্য তাঁরা সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুসরণ করার আহ্বান জানান। তাঁরা জানান, সংগঠনের মূলনীতি ও আদর্শ এবং ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র মেনে ১৬ বছরের উর্ধ্বে সকল নারী এই সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন। ভারপ্রাপ্ত অর্থ সম্পাদক উম্মে মাকসুদা মাসুর সঞ্চালনায় সভা দুটিতে যথাক্রমে ৫৪ জন ও ৪৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা: ২৭ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কার্যকরী কমিটির সিনিয়র সদস্য খুরশীদা জাহান খাঁন। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ বলেন, সকলে মিলে কাজ করলে সংগঠন শক্তিশালী হবে। সংগঠনের শক্তি সংহত করার জন্য সময় দিতে হবে। সকলের মাঝে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারিত্ব বজার রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন তাঁরা। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন ২৫ জন।

সমাপনী: ৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে কর্মীসভার মাধ্যমে

সাংগঠনিক পক্ষের সমাপন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি আফরোজা শিরিন। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা, জেলা শাখার সহসভাপতি নাসিমা বানু লিলি ও হামিদা বেগম, সহসাধারণ সম্পাদক সুলতানা রহমান জলি, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারদীনা রহমান এ্যানি, লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহার কনা, আন্দোলন সম্পাদক উম্মে কুলসুম আলো, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাজমা পারভীন হিরণ, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুফিয়া বেগম, জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য খুরশীদা জাহান খাঁন, মনোয়ারা বেগম, রুমা পারভীন, ইসমত আরা লিজা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সাংগঠনিক পক্ষের কার্যক্রমের পর্যালোচনা, অর্জন ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন এ পক্ষ পালনের মাধ্যমে জেলাসহ তৃণমূল শাখাগুলোতে সংগঠন আরো শক্তিশালী হবে এবং সাধারণ নারীদের মধ্যে সংগঠনের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়বে। সভায় ৪৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী ভবনের ১১৯ নং কক্ষে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অধ্যাপক রাশেদা খালেক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেত্রী ও সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন পাড়া কমিটির নেত্রী ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি এবং বাস্তবায়নের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় ২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

কর্মীসভা: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অধ্যাপক রাশেদা খালেকের সভাপতিত্বে ২৩ অক্টোবর বিকাল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ভবনের ১১৯নং কক্ষে এবং ছোট বনগ্রাম উত্তরপাড়া শাখার সভাপতি চম্পা খাতুনের সভাপতিত্বে চন্দ্রিমা, ছোট বনগ্রাম উত্তর পাড়া ও ছোট বনগ্রাম পূর্বপাড়ার সদস্যদের নিয়ে ২৯ অক্টোবর বিকাল ৪টায় ছোট বনগ্রাম পূর্ব পাড়া শাখায় পৃথক দুটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও বনগ্রাম শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। বক্তারা তাদের আলোচনায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুসরণ করা, নতুন সদস্য সংগ্রহের ওপর জোর দেন, নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মোবার্‌রা সিদ্দিকা। দুটি সভায় যথাক্রমে ২৫ জন ও ৬৪ জন উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভার প্রতিবেদন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ছোট বনগ্রাম পূর্ব পাড়া শাখায় কর্মীসভায় পাড়া কমিটির নেত্রী ও সদস্যবৃন্দ

মতবিনিময় সভা: মেহেরচন্ডী মধ্যপাড়া, মেহেরচন্ডী উত্তরপাড়া, কড়াইতলা ও নতুন বুধপাড়া শাখার সদস্যদের সাথে ৩০ অক্টোবর বিকাল ৪টায় মেহেরচন্ডী মধ্যপাড়া শাখায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরচন্ডী মধ্যপাড়া শাখার সদস্য এলা নূর, মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহসভাপতি প্রফেসর মাহবুবা কানিজ কেয়া, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মোবার্‌রা সিদ্দিকা, আন্দোলন সম্পাদক কল্পনা রায় ভৌমিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক ড. সুমাইয়া খানম, মেহেরচন্ডী উত্তরপাড়া শাখার সভাপতি রোজিফা, নতুন বুধপাড়া শাখার সদস্য রানু বেগম, মেহেরচন্ডী মধ্যপাড়া শাখার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক মোসা. লতিফা বেগম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, করোনাকালে সাংগঠনিক কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়, সংগঠন শ্লথ হয়ে পড়ে। কিন্তু সাংগঠনিক পক্ষ পালনের মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। ফলে কর্মী-সংগঠকগণ নতুন উদ্যমে কাজ করতে সচেষ্ট হবে।

সভা সঞ্চালনা করেন মেহেরচন্ডী মধ্যপাড়া শাখার সভাপতি শরীফা খাতুন। সভায় ৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী: ৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ভবনের ১২২নং কক্ষে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অধ্যাপক রাশেদা খালেকের সভাপতিত্বে সভায় 'নারী অধিকার; তারুণ্য ভাবনা' বিষয়ে আলোচনা করেন সহসাধারণ সম্পাদক ড. নুসরাত জাহান সম্পা। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ড. আফরোজা আখতার শিল্পি, আন্দোলন সম্পাদক কল্পনা রায় ভৌমিক, মেহেরচন্ডী মধ্যপাড়া শাখার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক লতিফা বেগম, প্রফেসর জুয়েলী বিশ্বাস, ড. সুমাইয়া খানম ইভা, সাবিনা সুলতানা প্রমুখ।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতি অধ্যাপক

মাদারীপুর: সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

সাতক্ষীরা: সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে কর্মীসভায় বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক রূপা মিত্র

রাশেদা খালেক সাংগঠনিক পক্ষের সুপারিশমালা পেশ করেন এবং সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাংগঠনিক পক্ষ পালনের সংবাদ সোনার দেশ ও সানশাইন পত্রিকায় ছাপা হয়।

মাদারীপুর

১৭ অক্টোবর জেলা শাখার সভাপতি আয়েশা সিদ্দিকার সভাপতিত্বে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাদারীপুর সদর উপজেলার চেয়ারম্যান অ্যাড. ওবায়দুর রহমান খান। জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নুর ফরিদা ইয়াসমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক সোনিয়া সুলতানা, অর্থ সম্পাদক নাছিমা খানম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক লিলি পারভিন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক ফারহানা আক্তার শাম্মীসহ অন্য সদস্যবৃন্দ। বক্তারা সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, মাদারীপুরে সংগঠনকে দৃঢ়ভিত্তির ওপড় দাঁড় করানোর জন্য সংগঠকদের প্রচেষ্টা, পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা উন্নয়নে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছেন।

আলোচনা সভা: ২০ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ নতুন সদস্য সংগ্রহ ও উদ্বুদ্ধকরণের ওপর জোর দেন। পাশাপাশি, সংগঠকদের জবাবদিহি, দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা অক্ষুণ্ন রেখে যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

মতবিনিময় সভা: ২৫ অক্টোবর পাড়া কমিটি গঠনের লক্ষ্যে তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূলসহ সকল পর্যায়ের তরুণীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার এবং সংগঠনে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং নারী কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে মতবিনিময় করা হয়।

তদন্ত: নৃশংসতার শিকার হয়ে মৃত্যবরণ করা কিশোরী লামিয়ার বাড়িতে সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ সফর করেন এবং ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করেন ২৭ অক্টোবর। তাঁরা সরেজমিনে গিয়ে হত্যাকারীদের পরিচয় এবং ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন এবং এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেন।

সমাপনী: জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষ সমাপনী অনুষ্ঠিত হয় ৩১ অক্টোবর। সমাপনী অনুষ্ঠানে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক পক্ষে জেলা শাখা ও বিভিন্ন তৃণমূল শাখার সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা, অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এবং সফলভাবে কর্মসূচি সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সাতক্ষীরা

১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি সালেকা হক কেয়ার সভাপতিত্বে সভায় জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভা সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক জ্যোৎস্না দত্ত।

প্রাথমিক শাখা গঠন: ১৯ অক্টোবর উত্তর কাটিয়া ফুলবাড়িতে নাজমা আক্তারকে সভাপতি ও আরিফা খাতুনকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ২০ সদস্যের পাড়া কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় নেত্রীবৃন্দ বলেন, নারীরা আজও নানা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। নারীরা তাদের কাজের মর্যাদা এবং অধিকার পাবে–সেই লক্ষ্যে মহিলা পরিষদ কাজ করছে বলে জানান।

উঠান বৈঠক: ২৭ অক্টোবর মাগুরা পাড়া শাখায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ বলেন, কিশোরীদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে দিলে নানা সমস্যা হয়। অল্প বয়সে গর্ভধারণ করলে মা ও শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। শিশু ও মা অপুষ্টিতে ভোগে, রোগে আক্রান্ত হয় এবং স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। বাল্যবিবাহ না দিয়ে নারীদের শিক্ষিত করতে হবে এবং স্বনির্ভর করতে হবে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি সালেকা হক কেয়া। আলোচনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক রূপা মিত্র, অর্থ সম্পাদক হাফিজা খাতুন ও আন্দোলন সম্পাদক জোৎস্না পারভীনসহ জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ। সভা সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক জ্যোৎস্না দত্ত।

বক্তারা বলেন, গণপরিসরে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নারীকে নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। তারা নিত্যদিন বিভিন্ন সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

রাজশাহী

১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় নগরীর আলুপট্টি, বঙ্গবন্ধু চত্বরে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়। সংগঠনের

রাজশাহী: সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীদের একাংশ

নেত্রীবৃন্দের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবুল হাসান খন্দকার, মহানগর সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার ঘোষ, মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক কামার উল্লাহ সরকার প্রমুখ। সভা শেষে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন করা হয়। শেষে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সভায় মোট ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা: ১৯ অক্টোবর বিকাল ৪টায় শালবাগান পাড়া শাখায় কল্পনা রায়ের সভাপতিত্বে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৪৫ জন নারী উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা: ২০ অক্টোবর বিকাল ৪টায় বাকির মোড় এলাকায় হরিজন কিশোরীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য কৃষ্ণা সরকারের সভাপতিত্বে সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিচিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। তাঁরা সাংগঠনিক পক্ষে পুরাতন সদস্যদের নবায়ন, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ, সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে হরিজন সম্প্রদায়ের কিশোরীদের সাথে মতবিনিময় করেন। সভায় ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

কর্মীসভা: ২৩ অক্টোবর কুমার পাড়া, ২৮ অক্টোবর গোদাগাড়ী থানার বসন্তপুর গুনীগ্রাম এবং ২৯ অক্টোবর পবা থানার নবগঙ্গা গ্রাম শাখায় পৃথক তিনটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা তিনটিতে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। বক্তারা বলেন, ১৭-৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সাংগঠনিক পক্ষ পালন হচ্ছে। এ পক্ষে সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবার অঙ্গীকারের পাশাপাশি ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে তৃণমূলসহ সকল পর্যায়ে সংগঠনের আদর্শ সমুন্নত রাখা, তরুণদের সংগঠনে সম্পৃক্ত করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ সময় পুরাতন সদস্যদের নবায়ন ও নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। তিনটি সভায় যথাক্রমে ৩৩ জন, ৫০ জন ও ৪৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বুদ্ধকরণ সভা: ২৫ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৪টায় হেতেম খাঁ লিচুবাগান এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়ের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকারের সঞ্চালনায় সভায় বক্তাগণ সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও

কুমারখালী: পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যদের একাংশ

গঠনতন্ত্র, নারীর ক্ষমতায়ন, মহিলা পরিষদ বিভিন্নমুখী ধারাবাহিক আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় নারী ও তরুণীদের সাথে আলোচনা করেন। এ সময় তাঁরা তরুণীদের সংগঠনে যোগদানের আহ্বান জানান। সভায় ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী: ৩১ অক্টোবর বরেন্দ্র কলেজে বিকাল ৪টায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়ের সভাপতিত্বে সভায় সহসাধারণ সম্পাদক নিলুফার আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলিমা খাতুন, সহসভাপতি শাহানাজ বেগম, সাংবাদিক সুলতানা শারমিন, রাজনীতিবিদ মালিহা মালা, সংস্কৃতিকর্মী মজিদা আক্তার বীথি প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। বক্তারা শাখার সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা, অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় ৬০ জন কমী উপস্থিত ছিলেন।

কুমারখালী

কর্মীসভা: ১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় কুমারখালী পাবলিক লাইব্রেরিতে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কুমারখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি হোসনেয়ারা রুবীর সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠন সংহতিকরণে সংগঠকের ভূমিকা, তরুণ সংগঠকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁরা সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও জঙ্গি তৎপরতা রুখতে এবং যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতনের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভায় বিভিন্ন শাখার ৩৩ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সভা সঞ্চালনা করেন কার্যকরী কমিটির সদস্য অণিমা দত্ত।

প্রাথমিক শাখা গঠন: সাংগঠনিক পক্ষে তিনটি আহ্বায়ক কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এসব সম্মেলনে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা শেষে প্রাথমিক শাখা গঠন করা হয়। এলঙ্গী কলোনী পাড়া, কমিটি গঠন করা হয়। এলঙ্গী কলোনী পাড়া শাখায় ফরিদা খাতুনকে সভাপতি ও সুমী খাতুনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি, বাটিকামারা চেয়ারম্যান পাড়া শাখায় হাচিনা খাতুনকে সভাপতি ও রুপসী খাতুনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৪ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি এবং কুন্ডুপাড়া (আখড়) শাখায় বুলবুলি খাতুনকে সভাপতি ও মুসলিমা খাতুনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

উঠান বৈঠক: ২৩ অক্টোবর বিকাল ৩টায় বাটিকামার রেলপাড়া শাখায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শাখার সভাপতি ডালিয়া খাতুনের সভাপতিত্বে বৈঠকে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র বিষয়ে আলোচনা করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। উঠান বৈঠকে ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন: ২৮ অক্টোবর এলঙ্গী স্কুল পাড়া ও এলঙ্গী তমিজ মোড় শাখা এবং ৩০ অক্টোবর দড়িমালিয়াট ও বাটিকামার শাখার সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন করা হয়। এ সময় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ বলেন সাংগঠনিক পক্ষে সদস্য নবায়ন ও সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠন আরও শক্তিশালী ও গতিশীল হবে।

সমাপনী: ৩১ অক্টোবর বিকাল ৩টায় কুমারখালী পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি হোসনেয়ারা রুবী। সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সাংগঠনিক পক্ষের কার্যক্রম, অর্জন এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোচনা করেন সহসভাপতি রওশন আরা, সাজেদা খাতুন ও চম্পা নজরুল, সাধারণ সম্পাদক ইশরাত জাহান, সহসাধারণ সম্পাদক শামীমা পারভীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরা হোসেন মেরী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক আকলিমা খাতুন মিনা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হোসনে আরা, অর্থ সম্পাদক শামীমা আক্তার ও আন্দোলন সম্পাদক মেরিনা আক্তার মিনা।

বক্তারা বলেন, সাংগঠনিক পক্ষ পালনের মাধ্যমে প্রতিটি কর্মী, সংগঠক ও সদস্য পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে নারীর অধিকার বাস্তবায়নের আন্দোলনে শামিল হতে হবে। সমাপনীতে ৭২ জন উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর

১৭ অক্টোবর বিকাল ৩টায় রংপুর সাহিত্য পরিষৎ মিলনায়তনে কর্মীসভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের সূচনা হয়। জেলা শাখার সভাপতি হাসনা চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সহসভাপতি মাহবুবা আরা বেগম লিনা, সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান, সহসাধারণ সম্পাদক মাহমুদা

চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক শারমিন আকতার এবং আন্দোলন সম্পাদক ফারজানা সরকার। বক্তাগণ সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং নারীআন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩৬ জন।

কর্মীসভা: ২৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় পাশারিপাড়া শাখায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিষয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। পাশারিপাড়া শাখার সভাপতি কহিনুর বেগমের সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ২৫ জন সদস্য।

সাংগঠনিক সফর: ২৮ অক্টোবর বিকাল ৪টায় সদর হাসপাতাল পাড়া শাখায় সাংগঠনিক সফর করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের একটি দল। সফরকালে নেত্রীবৃন্দ সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং সংগঠন শক্তিশালী করতে তৃণমূল শাখার কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সময় ঐ পাড়া শাখার ২৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা: ৩০ অক্টোবর বিকাল ৩টায় রংপুর সাহিত্য পরিষৎ মিলনায়তনে করোনাকালে বাল্যবিবাহ ও সামাজিক অবক্ষয় বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রহলাদ রায়, সচেতন নাগরিক কমিটির সদস্য মোশফেকা রাজ্জাক, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির সদস্য ইসতিয়াকুর রহমান হিমেল, ব্যবসায়ী হৃদয়, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রীতা সরকার এবং সদস্য শংকরী রায়। জেলা শাখার সভাপতি হাসনা চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং আন্দোলন সম্পাদক ফারজানা সরকারের সঞ্চালনায় সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী: ৩১ অক্টোবর বিকাল ৩টায় জেলা কার্যালয়ে সাংগঠনিক মাসের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক মাসের কর্মসূচির প্রতিবেদন পেশ করেন। সভায় বক্তারা বলেন, সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনে সাংগঠনিক পক্ষ পালনের গুরুত্ব অনেক। সাংগঠনিক পক্ষ পালনের মাধ্যমে সকলে দায়িত্ব পালন করেছে। এতে পারস্পরিক সমঝোতা, আস্থা এবং সমন্বয় হয়েছে। হাসনা চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং আন্দোলন সম্পাদক ফারজানা সরকারের সঞ্চালনায় সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর: বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন সনাকের সদস্য মোশফেকা রাজ্জাক

টঙ্গী

টঙ্গী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক পক্ষ উদ্বোধন উপলক্ষে ১৭ অক্টোবর সকাল ১০টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা, সদস্য সংগ্রহ ও সদস্যপদ নবায়ন করা হয়। সভায় সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি উল্লেখ করে নেত্রীবৃন্দ বলেন, সংগঠনকে শক্তিশালী ও দক্ষ কর্মী তৈরির জন্য সাংগঠনিক পক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। সাংগঠনিক পক্ষের মাধ্যমে আমরা এ কাজকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রীতাব্রহ্ম, সংগঠন সম্পাদক মেহেরুন নেছা সীমা। সভায় ২৫ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আহ্বায়ক কমিটি গঠন: অরিচপুর ভূঁইয়াপাড়ায় ২১ অক্টোবর বিকাল ৩টায় উঠান বৈঠক শেষে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের উপস্থিতিতে খাদিজা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে আয়শাকে আহ্বায়ক করে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় ২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কর্মীসভা: ২৫ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকাল ৩টায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি আনোয়ারা বেগম। সভায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। তারা বলেন, নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে মহিলা পরিষদ। ষোলো বছরের ঊর্ধ্বে যে কোনো নারী এই সংগঠনের সদস্য হতে পারে। সদস্যগণ সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে কাজ করবেন বলে তারা আশা প্রকাশ করেন। সভায় ২০ কর্মী উপস্থিত ছিল।

মতবিনিময় সভা: ২৮ অক্টোবর বিকাল ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষে সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি অ্যাড. শওকত আলী, শিক্ষক নিজাম উদ্দিন ও আ.স.ম.

পিরোজপুর: আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা বেগম হেনা

জাকারিয়া, শ্রমিক লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক মফিজুল হোসেন খান, টঙ্গী উন্নয়ন পরিষদের সদস্য মোস্তফা হামায়ূন হিমু প্রমুখ। বক্তারা বলেন, তৃণমূলে যতবেশি মানুষ সংগঠনে সম্পৃক্ত হবে সংগঠন তত বেশি শক্তিশালী হবে।

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ: সংগঠকদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৯ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে সকাল ১০টায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং বাস্তব কাজের ধারা সম্পর্কে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ দান করেন সভাপতি আনোয়ারা বেগম ও সাধারণ সম্পাদক রীতাব্রহ্ম। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সংগঠন সম্পাদক মেহেরুন নেছা সীমা। প্রশিক্ষণে ২০ জন সংগঠক অংশ নেন।

সমাপনী: ৩১ অক্টোবর আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকাল ৩টায়। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রীতাব্রহ্ম ও সংগঠন সম্পাদক মেহেরুন নেছা সীমা। সভায় বক্তাগণ সাংগঠনিক পক্ষের বাস্তবায়ন, অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী সভায় ২৫ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া

১৭ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকাল সাড়ে ৩টায় কর্মীসভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি ফাতেমা বেগম। আলোচনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাড. সামসুল আলম দুদু, অ্যাড. মীর আরশেদ আলী, জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম ও সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার। বিভিন্ন পাড়া, গ্রাম সদস্যবৃন্দসহ মোট ৩৩ জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে সদস্য সংগ্রহ ও এবং পুরাতন সদস্যপদ নবায়ন করা হয়।

কর্মীসভা: জয়নাবাদ ইউনিয়ন শাখায় ২২ অক্টোবর এবং হাট হরিপুর গ্রাম শাখায় ২৯ অক্টোবর সংগঠনের ঘোষণাপত্র এবং গঠনতন্ত্র সম্পর্কে দুটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা দুটিতে সভাপতিত্ব করেন যথ াক্রমে জয়নাবাদ শাখার সভাপতি ফারজানা আক্তার জুঁই এবং হরিপুর শাখার সভাপতি রোজিনা বেগম। দুটি সভায় 'সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারি দক্ষতা জোরদার করি'–এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। দুটি সভায় ২৫ জন করে মোট ৫০ উপস্থিত ছিলেন।

পাঠচক্র: ২৬ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকাল ৪টায় 'নারীমুক্তির অন্বেষায় ব্রতী আয়শা খানম' বিষয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাঈদা হক। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালি আক্তার, অর্থ সম্পাদক শেখ সামসুন্নাহার এবং সদস্য কানিজ মাহমুদ অনিকা। পাঠচক্রে উপস্থিতির সংখ্যা ১৫ জন।

উঠান বৈঠক: ২৭ অক্টোবর মোল্লাতেঘরিয়া গ্রাম শাখায় উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন উক্ত গ্রাম শাখার সভাপতি নূরজাহারা বেগম। সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। বৈঠকে গ্রাম শাখার ১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী: ৩১ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকাল সাড়ে ৩টায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। জেলা শাখার সভাপতি ফাতেমা বেগমের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক নিলুফা বেগম প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়ন, অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সমাপনী সভায় ২০ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুর

সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং একুশ শতকের নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিষয়ে ১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাতোয়ারা বেগম। আলোচনা করেন সহসভাপতি সাবেরা সুলতানা, সাধারণ সম্পাদক সালমা রহমান হ্যাপী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাকুল খানম, অর্থ সম্পাদক শিখা দাস, শারিকতলা ইউনিয়ন শাখার সভাপতি সুরাইয়া হ্যাপী, দুর্গাপুর ইউনিয়ন শাখার সভাপতি শাহানা মুজিব এবং রূপান্তরের প্রোগ্রাম অফিসার সীমা বড়াল। উদ্বোধনী সভায় বিভিন্ন

ইউনিয়ন, পাড়া, গ্রাম এবং জেলা শাখার ৬০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীতে একই বিষয়ে ২১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় ঝনঝনিয়া গ্রাম শাখায় সদস্য পুতুল রানী শীলের সভাপতিত্বে, ২৪ অক্টোবর বিকাল ৪টায় শংকরপাশা ইউনিয়নে জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাতোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে এবং ১৯ অক্টোবর বিকাল ৪টায় ঝাটকাঠি ২নং ওয়ার্ডে সদস্য ইয়াসমিন আক্তারের সভাপতিত্বে আরও তিনটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আখতার হেনা। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অর্থ সম্পাদক শিখা দাস, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাকুল খানম, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক কানিজ ফাতেমা হাসি, সদস্য মিতা মজুমদার প্রমুখ। তিনটি সভায় যথাক্রমে ৪০ জন, ৪০ জন ও ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

১ নভেম্বর বিকাল ৪টায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন শিক্ষার্থী সংসদ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মরিয়ম জাহান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার ফরিদা ইয়াসমিন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক জেলা কমান্ডার গৌতম নারায়ণ রায় চৌধুরী, সনাক সহসভাপতি এম.এ. রব্বানী ফিরোজ, গণউন্নয়ন সমিতির নির্বাহী পরিচালন জিয়াউল আহসান জিয়া। সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি খায়জুরান দিরোজ। সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আকতার হেনার পরিচালনায় সভায় ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম

১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় শিশুনিকেতন স্কুলে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন, সদস্যসংগ্রহ, নবায়ন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সহসভাপতি শংকরী ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, সহসাধারণ সম্পাদক সুব্রতা রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদা আনাম লাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক জুলিয়া জুলকার নাইন ও লিগ্যাল এইড সম্পাদক ঝুমা ঘোষ। সভায় বক্তারা সাংগঠনিক পক্ষে বিভিন্ন পাড়া ও উপজেলা শাখায় সদস্য পদ নবায়ন, নতুন সদস্যসংগ্রহ, কর্মীসভা, সাংগঠনিক সফর, পেশাজীবী নারী-পুরুষের সাথে মতবিনিময়সহ বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম: কাশিপুর ইউনিয়নে কর্মীসভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের একাংশ

সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং একুশ শতকের নারীআন্দোলন বিষয়ে ২২ অক্টোবর পুরাতন রেজিস্ট্রি পাড়ায় শাখা সভাপতি মাহাম্মুদা বেগমের সভাপতিত্বে, ২৬ অক্টোবর জেলা কার্যালয়ে জেলা শাখার সংগঠকদের জেলার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং ২৯ অক্টোবর কাশিপুর ইউনিয়নে ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আসমা খাতুন ডেইজির সভাপতিত্বে পৃথক তিনটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখা ও সংশ্লিষ্ট শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। তিনটি সভায় যথাক্রমে ৪০, ২৫ ও ৫০ জন করে উপস্থিত ছিলেন।

২৮ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সভাপতি রওশন আরা চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন পেশাজীবী নারী ও তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পেশাজীবী নারীদের মধ্যে আলোচনা করেন ডা. নাসরিন, উন্নয়নকর্মী মোর্শেদ বদরুন্নেছা বীথি ও আলেয়া বেগম, সিনিয়র স্টাফ নার্স আকলিমা বেগম, বিড়ি শ্রমিক মাজেদা বেগম, শিক্ষক মমতাজ নাসরিন ও সুরাইয়া বেগম। আলোচকগণ নারীদের স্বাবলম্বী, পেশাগত ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দসহ ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৩টায় শিশুনিকেতন বিদ্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী। সাংগঠনিক পক্ষের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী। আলোচনা করেন সহসাধারণ সম্পাদক সুব্রতা রায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক জুলিয়া জুলকার নাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মালাদেব, শিক্ষক সাজেদা বেগম, সমাজকর্মী রত্না আহমদ প্রমুখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন নুসরাত জাহান নেহা, প্রতিমা চৌধুরী, সুব্রতা রায়, জুলিয়া জুলকার নাইন, আলেয়া বেগম প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদা আনাম লাজ। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৫৮ জন।

ঢাকা মহানগর: সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর। মঞ্চে উপস্থিত (বাঁ থেকে) ঢাকা মাহানগরের সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস, সহসভাপতি রচি হাবীব, কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম এবং প্রকাশনা সম্পাদক সারাবান তহুরা

ঢাকা মহানগর

১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় শাহজাহানপুর, উত্তরা, কল্যাণপুর পাইকপাড়া এবং তিলপাপাড়া শাখায় সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের সূচনা হয়। এ সময় ঢাকা মহানগর ও সংশ্লিষ্ট পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক পক্ষের কার্যক্রম এবং ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সব অনুষ্ঠানে পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ ও সদস্যসহ মোট ৯৫ জন উপস্থিত ছিলেন

সাংগঠনিক পক্ষে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র বিষয়ে উত্তরা ও শাহজাহানপুর পাড়া শাখা এবং একুশ শতকের নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিষয়ে আহম্মেদনগর পাইকপাড়া শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত শাখা তিনটির সভাপতি কল্যাণী পাল, সারা আলম ও হোময়ারা খাতুনের সভাপতিত্বে ১৯ অক্টোবর, ২০ অক্টোবর ও ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সভা তিনটিতে ঢাকা মহানগরের নেত্রীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি ও কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক হোমায়রা খাতুন, সহসভাপতি রচি হাবীব, সহসাধারণ সম্পাদক মঞ্জু ধর, সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর, অর্থ সম্পাদক ফেরদৌস জাহান রত্না, সদস্য খালেদা ইয়াসমিন কনা ও সংগঠন উপপরিষদের সদস্য নিগার সুলতানা উর্মী। পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উত্তরা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুলতানা পারভীন, শাহজাহানপুর পাড়া শাখার উপদেষ্টা শিরিন কামাল, সহসভাপতি সুলতানা আরা শিল্পী, সহসাধারণ সম্পাদক আইরিন পারভীন রোজি ও কাজী রোকসা আরা জেবীন সুইটি এবং আহম্মেদনগর পাইকপাড়া শাখায় সহসাধারণ সম্পাদক কাজী নাসরিন, সদস্য সেলিনা তর্কবাগিশ, সাদিয়া বিনতে আমীন, নিলুফার ইয়াসমিন প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন যথাক্রমে উত্তরা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা খাঁন কহিনূর, শাহজাহানপুর পাড়া শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রাশিদা আক্তার মুক্তা এবং আহম্মেদনগর পাইকপাড়া শাখার ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক ফৌজিয়া কাওসার ডিনা। সভা তিনটিতে ১৬ জন, ৭০ জন ও ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

শাহজাহানপুর শাখায় সভা শেষে দ্রাকসিন্দ জেবীন টুইটীকে আহ্বায়ক এবং কাজী রোকসা আরা জেবীন সুইটি ও আইরিন পারভীন রোজীকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

তিলপাপাড়া আহ্বায়ক কমিটির সহযোগিতায় ২০ অক্টোবর সকাল ১১টায় খিলগাঁও মডেল হাইস্কুলের নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, জেন্ডার বৈষম্য ও তথ্য-প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় শিক্ষার্থীরা রাস্তা নিরাপদে চলাচল, আত্মরক্ষার জন্য মার্শাল আর্ট অনুশীলন, বর্তমান পরিস্থিতিতে যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া সম্পর্কে তাদের মতামত তুলে ধরেন। সভায় শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক সৈয়দা জাকিয়া আসমা, সিনিয়র শিক্ষক দীলরুবা বেগম, সহকারী শিক্ষক ইয়াসমিন বেগম। সভা সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগরের সদস্য খালেদা ইয়াসমিন কনা। সভায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সংগঠনের সদস্যসহ ১১০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আহম্মেদনগর শাখার সহযোগিতায় ২৩ অক্টোবর সকাল ১১টায় ইউসেপ ইসমাঈল স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিষয়ে উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজকল্যাণ সম্পাদক হোমায়রা খাতুনের সভাপতিত্বে উপস্থিত বক্তৃতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী মো. রাজীব, রুমানা আক্তার ও রোজিনাকে পুরস্কৃত করা হয়। এ আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করেন স্কুলের ইন্সট্রাক্টর ফাউন্ডেশন স্কিলস্ শাহনাজ খাতুন। এ অনুষ্ঠানে ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

নারী অধিকার আদায়ের নাগরিক সমাজের করণীয় বিষয়ে কল্যাণপুর পাইকপাড়া শাখায় ২৬ অক্টোবর বিকাল ৪টায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পাড়া শাখার সভাপতি মানসুরা বেগম। সংগঠনের নেত্রীবৃন্দের পাশাপাশি সুশীল সমাজের প্রদিনিধিদের মধ্যে আলোচনা করেন কল্যাণপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহনাজ বেগম, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর দেওয়ান আব্দুল মান্নান, ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমান প্রমুখ। বক্তারা গৃহকর্মে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা, নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ সমাজ গড়া, কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষদের সচেতন করা, সিডও সনদ বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন সুপারিশ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ২৫ জন।

২৮ অক্টোবর বিকাল ৪টায় খিলগাঁও মডেল হাইস্কুলে তিলপাপাড়া শাখার ১ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রকাশনা সম্পাদক সারাবান তহুরা, মডেল

হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আসলাম উদ্দিন মোল্লা, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মাহবুবুল আলম ও ঢাকা মহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর। সম্মেলনের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন পাড়া কমিটির সদস্য ইয়াসমিন আক্তার। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন পাড়া শাখার সদস্য ফাহমিদা আক্তার দিনা। সাধারণ প্রস্তাব পাঠ করেন তিলপাপাড়া শাখার সদস্য প্রজ্ঞা লাবনী সাদিয়া। সম্মেলনে ইয়াসমিন আক্তারকে সভাপতি ও খালেদা ইয়াসমিন কণাকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যের কমিটির নাম ঘোষণা এবং শপথ পাঠ করান প্রকাশনা সম্পাদক সারাবান তহুরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পাড়া শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত এশা। সম্মেলনে ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁ: সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

৩ নভেম্বর কলাবাগান আহ্বায়ক কমিটি এবং ৪ নভেম্বর বিকাল ৪টায় উত্তরখান আহ্বায়ক কমিটির সদস্যদের সাথে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা দুটিতে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সদস্য আয়শা সিদ্দিকা চায়না ও ফারহানা ইয়াসমিন। সভায় সংগঠনিক পক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা হয়। সভা দুটিতে মোট ২৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

১২ নভেম্বর বিকাল সাড়ে ৩টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয় সুফিয়া কামাল ভবন মিলনায়তনে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগরের সহসভাপতি রচি হাবীব। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম ও প্রকাশনা সম্পাদক সারাবান তহুরা। বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস ও সহসাধারণ সম্পাদক মঞ্জু ধর। প্রতিবেদন পাঠ করেন সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠন উপপরিষদের সদস্য আরিফা আক্তার কাকন। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন মাহফুজা আক্তার রুমি ও আরিফা আক্তার কাকন এবং আবৃত্তি করেন সৈয়দা রত্না। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৭০ জন।

নওগাঁ

১৭ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সহসভাপতি সিদ্দিকা খাতুনের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের কর্মী-সংগঠকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সাধারণ সম্পাদক নূরজাহান বেগম, অ্যাড. সাথী ইসলাম, শিক্ষক মনোয়ারা বেগম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহানাজ আক্তারসহ ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে রানীনগরের মাঝিপাড়া, এনায়েতপুর প্রামাণিক পাড়া, পূর্ব বালুখড়া, আকন্দ পাড়া, শেখ পাড়া, এনায়েতপুর কাজিপাড়া, মধ্যপাড়া ও এনায়েতপুর মোল্লা পাড়াসহ মোট আটটি প্রাথমিক শাখা গঠন করা হয়। মাঝিপাড়ায় রুনা বেগমকে সভাপতি এবং আঁখিকে সাধারণ সম্পাদক, এনায়েতপুর প্রামাণিক পাড়ায় আখতারুন্নেসাকে সভাপতি এবং নাদিয়া সুলতানাকে সাধারণ সম্পাদক এবং পূর্ব বালুখড়ায় আমেনা বেগমকে সভাপতি এবং আঁখিকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট এবং আকন্দ পাড়ায় আফরোজা বেগমকে সভাপতি এবং রহিমা খাতুনকে সাধারণ সম্পাদক, শেখ পাড়ায় দেলোয়ার বেগমকে সভাপতি এবং লাবনি আকতারকে সাধারণ সম্পাদক, এনায়েতপুর কাজিপাড়ায় ফাতেমা বেগমকে সভাপতি এবং সাথীকে সাধারণ সম্পাদক, মধ্যপাড়ায় খুশী বেগমকে সভাপতি এবং রিনাকে সাধারণ সম্পাদক এবং এনায়েতপুর মোল্লা পাড়ায় আসমা বেগমকে সভাপতি এবং ডলিকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ পাড়া কমিটি তৈরি করা হয়। এ সময় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ এবং স্থনীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

২৬ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৩টায় সংগঠন কার্যালয়ে সভাপতি সিদ্দিকা খাতুনের সভাপতিত্বে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাধারণ সম্পাদক নূরজাহান বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক পারভীন আক্তার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মমতাজ বেগম, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিকা বাসন্তী সাহা, অ্যাড. সাথী ইসলাম, অ্যাড. শম্পা রানীসহ জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

২৯ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৩টায় খন্দকার পাড়ায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। বক্তারা নারী নির্যাতনমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান। বৈঠকে ৪৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর দুপুর ১টায় পরিমোহন পাঠাগারে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের পাশাপাশি অ্যাড. সাথী ইসলাম, নওগাঁ সদরের ভাইস চেয়ারম্যান শাহানাজ আক্তার, সমাজসেবী

সাভার: সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে শুকুরজান বিদ্যালয়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একাংশ

মুন্নী শর্মা এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভার পর বিকাল সাড়ে ৩টায় একই স্থানে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি জহুরা ইসলাম, সহসভাপতি সিদ্দিকা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক নুরজাহান বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক পারভীন আক্তার, অধ্যাপক মনোয়ারা বেগম, মহিলা লীগের সম্পাদক সম্পা, জাতীয় মহিলা সংস্থার সদস্য মমতাজ বেগম, মানবাধিকার কর্মী মৌসুমী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে ৭০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সাভার

সাভার সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৭ অক্টোবর বিকাল ৩টায় সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্বে করেন শাখা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পাদক পারভীন ইসলাম। জেলা শাখার কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার লিপি, সহসভাপতি নেহার আফরোজ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ঝুমা রায়, লিগ্যাল এইড সম্পাদক নাসরিম মহল, অর্থ সম্পাদক মাফরুহা ফেরদৌসী উর্মি, পরিবেশ সম্পাদক রোকসানা আক্তার ইতি, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক নিলুফা বেগম চায়না, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক দীপ্তি পাল প্রমুখ। সভায় সংগঠন বিস্তৃত করতে সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সভায় বিভিন্ন পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ ও সদস্যসহ ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, মূলনীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে ২১ অক্টোবর লিগ্যাল এইড সম্পাদক নাসরিম মহলের সভাপতিত্বে জেলা শাখা কার্যালয়ে, ২৬ অক্টোবর পাড়া শাখার সভাপতি শান্তা ইসলামের সভাপতিত্বে পুলিশ টাউন পাড়ায়, ২৮ অক্টোবর পাড়া শাখার সভাপতি কুলসুমা আক্তারের সভাপতিত্বে উত্তর পাড়ায় এবং ৩০ অক্টোবর সাভার শাখার সহসভাপতি নেহার আফরোজের সভাপতিত্বে জামসিং পাড়া শাখায় পৃথক চারটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সদস্য হওয়ার যোগ্যতা, সদস্য ফি ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ। চারটি সভায় যথাক্রমে ৩৯, ১৬, ১৫ ও ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ইতিহাস ও কার্যক্রম, নারীআন্দোলন, মৌলবাদ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ বিষয়ে ২২ অক্টোবর ভাগলপুর ব্র্যাক স্কুলে ভাগলপুর শাখার সভাপতি সাহিদা খাতুনের সভাপতিত্বে, ২৭ অক্টোবর সাভার শাখার সহসভাপতি নেহার আফরোজের সভাপতিত্বে রাজাবাড়ী শাখায়, ২৯ অক্টোবর শাখা সভাপতি জাহানারা বেগমের সভাপতিত্বে ইমান্দিপুর শাখায় এবং ৩০ অক্টোবর সাভার শাখার সহসভাপতি নেহার আফরোজের সভাপতিত্বে শুকুরজান স্কুলে পৃথক চারটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মী-সংগঠক ও শুকুরজান স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভাগুলোতে যথাক্রমে ২৯ জন, ১৯ জন, ২০ জন ও ৭৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় ব্যাংক কলোনী পাড়া শাখার উদ্যোগে জেলা শাখা কার্যালয়ে 'সংগঠনের শক্তি সংহত করি: সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারি দক্ষতা জোরদার করি'– স্লোগানের ওপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংক কলোনী পাড়ার সভাপতি ঝুমা রায়ের সভাপতিত্বে সভায় নেত্রীবৃন্দ স্লোগানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। উক্ত পাড়া শাখার সংগঠন সম্পাদক সোমা কর্মকারের সঞ্চালনায় সভায় ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

১ নভেম্বর সাভার জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। জেলা শাখার সভাপতি পারভীন ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচির প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার লিপি। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাদিয়া হাসনাত মিতুর পরিচালনায় আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য মণিদীপা চক্রবর্তী। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৯০ জন।

রাজবাড়ী

জেলা শাখার উদ্যোগে সাংগঠনিক পক্ষে উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান ছাড়াও দুটি

সাংগঠনিক সফর, ১২ কর্মীসভা, শ্রমজীবী নারীদের সাথে একটি, তরুণ-তরুণী সাথে দুটি, আদিবাসী ও দলিত নারীদের সাথে দুটি, অভিভাবকদের সাথে একটি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারীদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা, দুটি উঠান বৈঠক, দুটি সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ এবং দুটি প্রাথমিক শাখা গঠন করা হয়। বর্তমানে রাজবাড়ী জেলা শাখার সক্রিয় সদস্য ৭৮৭ জন। এ বছর নতুন সদস্য হয়েছেন ৫২ জন এবং ৪০০ জনের সদস্যপদ নবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে মোট সক্রিয় কমিটি রয়েছে ৩০টি, তারমধ্যে পাড়া কমিটি ২৫টি এবং উপজেলা কমিটি ৫টি।

রাজবাড়ী: বিনোদপুর কলেজ পাড়া শাখায় কর্মীসভায় উপস্থিতির একাংশ

জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখার সভাপতি ডা. পূর্ণিমা দত্তের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাংগঠনিক পক্ষ পালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠকদের স্বেচ্ছাসেবা ও দায়বদ্ধতা এবং নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক অ্যাড. দেবাহুতি চক্রবর্তী, জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ক্রিষ্টিনা মারিও রেখা, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারহানা জাহান মিনি, সদস্য নাজমা সুলতানা ও আঞ্জুমান আরা। সভায় ৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

'যৌন হয়রানি, সাইবার ক্রাইম ও বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা' বিষয়ে ১৮ অক্টোবর অংকুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে দুটি, 'একুশ শতকের নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' বিষয়ে ১৯ অক্টোবর বারবাকপুর আদিবাসী পল্লী শাখায় এবং ২৯ অক্টোবর বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের সাথে রতনদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এবং নারীর স্বাস্থ্য অধিকার ও সচেতনতা এবং শ্রমবৈষম্য বিষয়ে ২২ অক্টোবর নুরপুর বিড়ি ক্রাফটস সেলাই সেন্টারে পেশাজীবী নারীদের সাথে এবং ৩০ অক্টোবর দলিত নারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব মতবিনিময় সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ও স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। এসব সভায় প্রায় শতাধিক নারী-পুরুষের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

'সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংগঠনে যুক্ত হওয়ার পদ্ধতি এবং একুশ শতকের নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' বিষয়ে কাহার পাড়া, বিনোদপুর কলেজ পাড়া, সিলিমপুর, কলেজ পাড়া, ধুঞ্চি পাড়া, সজ্জনকান্দা, ড্রাই আইস ফ্যাক্টরি, সজ্জনকান্দা গ্রাম, লক্ষ্মীকোল, নিউ কলোনী, রামকান্তপুর ও ভবানীপুর ফুড অফিস পাড়া শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব কর্মীসভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ও স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভাগুলোতে ২৯০ জন কর্মী-সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

'সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং সংগঠকদের ভূমিকা' বিষয়ে ২১ অক্টোবর সকাল ১১টায় বালিয়াকান্দি উপজেলা শাখায় এবং ২৬ অক্টোবর সদর উপজেলা শাখায় পৃথক দুটি সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন বালিয়াকান্দি উপজেলা শাখার সভাপতি বাসন্তী সান্যাল ও সদর উপজেলা শাখার সহসভাপতি বিথী চক্রবর্তী। প্রশিক্ষণ দান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক অ্যাড. দেবাহুতি চক্রবর্তী, জেলা শাখার সভাপতি ডা. পূর্ণিমা দত্ত। দুটি প্রশিক্ষণে ৪২ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, নারীর স্বাস্থ্য-সচেতনতা ও অধিকার, বাল্যবিবাহের কুফল, অভিন্ন পারিবারিক আইন' ইত্যাদি বিষয়ে ২৭ অক্টোবর বক্তারপুর, মর্জৎকোল ও ভবদিয়া পাড়া এবং ২৮ অক্টোবর সোনাকান্দ ও গোদার বাজার পাড়া শাখায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চারটি উঠান বৈঠকে শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে সভাপতি ডা. পূর্ণিমা দত্তের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ফারহানা জাহান মিনি। সভা শেষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সমাপনীতে ৪৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

মধুখালী

১৭ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৩টায় কলেজপাড়া শাখায় মধুখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে তৃণমূল ও কার্যকরী কমিটির সংগঠকদের নিয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন ও কর্মী সমাবেশ হয়। সমাবেশে নতুন সদস্য সংগ্রহ এবং পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন করা হয়। সমাবেশে ৪০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

১৯ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৪টায় উথলি আমডাঙ্গা গ্রাম শাখায় তৃণমূলনেত্রী ফিরোজা

মধুখালী: সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন সহকারী শিক্ষক মো. আক্কাস আলী মোল্যা

বেগমের সভাপতিত্বে তৃণমূল নারীদের নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ। বৈঠকে ৩০ জন নারী উপস্থিত ছিলেন।

২৩ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৪টায় মিটাইন গ্রামে জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, একুশ শতকের নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ মো. আক্কাস উদ্দিন, দিরাজ মোল্যা, কোহিনূর বেগম প্রমুখ। সভায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

২৬ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টায় রইচ্ছুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে তরুণী সংগঠকদের সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত তরুণীগণ বলেন, তরুণী সদস্যদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে। বর্তমানে দেশের তরুণরা শিক্ষায়, বুদ্ধিমত্তায়, কাজে ও সংস্কৃতিতে অনেক এগিয়ে। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে নারীআন্দোলন নতুন মাত্রা পাবে। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন উক্ত বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক লাভলী পারভীন, সহকারী শিক্ষক মো. আক্কাস আলী মোল্যা, রাশেকুল আমিন ও সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ। সভায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৩টায় কালপোহা গ্রাম শাখায় জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। সভায় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহার সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়ন, অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহরিয়া, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোর্শেদা আক্তার, সদস্য রুবিনা খন্দকার ও তৃণমূল নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাইবান্ধা

১৭ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আক্তার রিটা। সভায় সাংগঠনিক পক্ষের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি মাহফুজা খানম মিতা, সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ, সদস্য শিমুল, লুনা ইসলাম, কেয়া আক্তার, মায়া রানী পোদ্দার প্রমুখ। সভায় ২৭ জন কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

ফুলছড়ি উপজেলায় সাধারণ নারী-পুরুষদের সাথে সংগঠনের শক্তি সংহতি করি: সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারি দক্ষতা জোরদার করি বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৫ অক্টোবর। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আক্তার রিটা। আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি মাহফুজা খানম মিতা, সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ, সদস্য কাকলী সাহা, মায়া রানী পোদ্দার, স্থানীয় প্রতিনিধি ফরিদ উদ্দিন জামাল মিয়া প্রমুখ। সভায় ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখা কার্যালয়ে ৩১ অক্টোবর কর্মীসভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আক্তার রিটা। সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়ন, অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে জেলা শাখার সভাপতি মাহফুজা খানম মিতা, শম্পা দেব, মায়া রানী পোদ্দার, শিমুলসহ ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম

১৭ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ তৃণমূল শাখাসমূহকে আরও শক্তিশালী ও সংহত করার জন্য নতুন সদস্য সংগ্রহ, পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন, সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুসরণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক স্বাতী পাল।

২১ অক্টোবর কুসুমবাগ এলাকায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক লতিফা কবিরের সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

তৃণমূল কর্মীদের মাঝে সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং সাংগঠনিক পক্ষের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তৃণমূল সদস্যরা যেন বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংগঠনের কাজ পরিচালনা করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানান।

২৩ অক্টোবর সংগঠন কার্যালয়ে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক লতিফা কবিরের সভাপতিত্বে এবং অধ্যাপক স্বাতী পালের সঞ্চালনায় সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ এ বছরের সাংগঠনিক পক্ষের স্লোগানের ওপর আলোচনা, সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং করোনা মহামারী পরবর্তী সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা ও বিস্তৃতির ওপর আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, একুশ শতকে চাহিদাপূরণে সংগঠনকে গড়ে তুলতে হবে। সংগঠকদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংগঠন পরিচালনা করতে হবে।

৩১ অক্টোবর সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয় সংগঠন কার্যালয়ে। সভায় সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির সাংগঠনিক পক্ষের সকল কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকল সংগঠক, কর্মী ও সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, অর্থ সম্পাদক অধ্যাপক পূর্বা দাশ প্রমুখ।

পাবনা: সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

পাবনা

১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন, সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হয়।

সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং একুশ শতকের নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিষয়ে ২০ অক্টোবর গোপালপুর পাড়া শাখার সভাপতি দিলারা খাতুনের সভাপতিত্বে পৌরসভা প্রাঙ্গণে, ২২ অক্টোবর শান্তিনগর দিলালপুর পাড়া শাখার সভাপতি ইসমো আরার সভাপতিত্বে দিলালপুরে এবং ২৭ অক্টোবর জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য সাহারা খাতুনের সভাপতিত্বে রাধানগর পাওয়ার হাউজ পাড়ায় স্ব স্ব পাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব কর্মীসভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের পাশাপাশি শাখা নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করে। সভা তিনটিতে যথাক্রমে ২৩, ২১ ও ২২ জন করে উপস্থিত ছিলেন।

২৪ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে সাধুপাড়া পাড়া শাখার সভাপতি মাহমুদা খাতুনের সভাপতিত্বে এবং ২৫ অক্টোবর সাধুপাড়া স্কুলে পাড়া শাখার সভাপতি মঞ্জু আরা বেগমের সভাপতিত্বে 'সংগঠনের শক্তি সংহত করি: সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারি দক্ষতা জোরদার করি' বিষয়ে পৃথক দুটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সংগঠনে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং সাংগঠনিক নানা কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। দুটি সভায় যথাক্রমে ৩২ ও ২২ জন উপস্থিত ছিলেন।

২৬ অক্টোবর গোপালপুর শিশুশিক্ষা নিকেতনে সদর উপজেলা শাখার সদস্যদের সাথে এবং ৩০ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে নারী অধিকার: তরুণদের ভাবনা বিষয়ে দুটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপজেলার সভাপতি রওশন আক্তার মিন্টু ও জেলা শাখার সহসভাপতি করুনা নাসরিনের সভাপতিত্বে এ দুটি মতবিনিময় সভায় জেলা ও উপজেলার ৩৫ জন সদস্য এবং ২২ জন তরুণী উপস্থিত ছিলেন।

রাধানগর পাওয়ার হাউজপাড়া শাখার সদস্যদের ২৯ অক্টোবর বিকাল ৪টায় শাখা সভাপতি হেনা খাতুনের বাড়ির উঠানে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠনের শক্তি সংহতকরণে সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং পেশাদারি দক্ষতা জোরদার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ প্রশিক্ষণে ২২ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর জেলা শাখার সহসভাপতি রওশন আক্তার মিন্টুর সভাপতিত্বে জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক মাসের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পক্ষকালব্যাপী সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার সহসভাপতি করুণা নাসরিন, সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার জলি, অর্থ সম্পাদক রেহানা করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক শরিফা খাতুন সুখী, কার্যকরী কমিটির সদস্য সাহারা খাতুন, রওশন আরা চম্পা প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, সাংগঠনিক পক্ষে উদ্বোধন ও সমাপনী অনুষ্ঠান ছাড়াও তিনটি কর্মীসভা, দুটি আলোচনা সভা, দুটি মতবিনিময় সভা ও একটি সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক পক্ষে ৭২ জন নতুন সদস্য সংগ্রহ ও ৩৫ জনের সদস্য পদ নবায়ন করা হয়। বর্তমানে জেলায় সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১ হাজার ৭৩৩ জন।

সুনামগঞ্জ: মতবিনিময় সভায় উপস্থিত তরুণ-তরুণীদের একাংশ

সমাপনী অনুষ্ঠানে জেলা, পাড়া ও তৃণমূলের মোট ৩৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ

৮ অক্টোবর বিকাল ৩টায় লক্ষ্মণশ্রী ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে জানীগাঁও গ্রাম শাখার কর্মী-সংগঠকদের নিয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মীসভার মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করেন জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রাম শাখার সভাপতি নাজমা বেগম। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন জানীগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা শাখার সহসভাপতি নিগার সুলতানা কেয়া, জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক মিনা পাল। সভায় ৬২ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে ১৭-৩১ অক্টোবর পর্যন্ত জেলা শাখা কার্যালয়ের সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন বুথ খোলা হয়। এখানে পক্ষকালব্যাপী নতুন সদস্য সংগ্রহ ও সদস্যপদ নবায়ন করা হয়। এ কর্মসূচিতে জেলা নেত্রীবৃন্দ, তরুণী সদস্যবৃন্দ সহযোগিতা করেন।

জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৯ অক্টোবর তরুণ-তরুণীদের সাথে ও ২১ অক্টোবর পেশাজীবী নারী-পুরুষের সাথে এবং ২৮ অক্টোবর নবীনগর পাড়া শাখায় শ্রমজীবী নারীদের সাথে পৃথক তিনটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভায় নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করে শোষণ ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠনে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সংগঠনকে আরো বিস্তৃত করার আহ্বান জানান। তিনটি সভায় যথাক্রমে ৩০ জন, ১৪ জন ও ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে নবীনগর, বেরীগাঁও, জগন্নাথপুর, মঈনপুর, শাখাইতি, অক্ষয়নগর, শাল্লা, পলক এবং মান্নারগাঁও গ্রাম শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে নবীনগর শাখার সভাপতি দোলন তালুকদার, বরীগাঁও শাখার সভার সভাপতি খাইরুন নেছা, জগন্নাথপুর শাখার সহসভাপতি সখিনা বেগম, মঈনপুর শাখার সভাপতি সুহেনা বেগম, শাখাইতি শাখার সভাপতি দিপালী তালুকদার, জামালগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি শেখ আয়শা বেগম, শাল্লা শাখার সভাপতি সবিতা দাস, শাল্লা উপজেলা কমিটির আহ্বায়ক কানন বালা সরকার এবং পলক শাখার সভাপতি ফুলমতি বেগম। এসব সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের পাশাপাশি স্থানীয় শাখার কর্মী–সংগঠকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাগুলোতে যথাক্রমে ২৩ জন, ৩৯ জন, ২৫ জন, ১৭ জন, ১৯ জন, ১৫ জন, ১৮ জন, ১২ জন, ২০ জন ও ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নিগার সুলতানা কেয়া। আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য, প্যানেল আইনজীবী অ্যাড. মতিউর রহমান পীর, জেলা উদীচীর সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী। সমাপনী অনুষ্ঠানে ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

স্বরূপকাঠী

১৭ অক্টোবর সংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন উপলক্ষে সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচি পালন করা হয়। উদ্বোধন করেন জেলা শাখার সভাপতি লাইলী জাহান। উপস্থিত ছিলেন স্বরূপকাঠী সাংগঠনিক জেলা শাখার সহসভাপতি নাদিরা বেগম ও শাহিদা হক, সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক নার্গিস জাহান, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক নাজনিন মুর্শিদা রেবু, অর্থ সম্পাদক বর্ণালী কর ও সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। এ সময় ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

২১ অক্টোবর সকাল ১০টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে জেলা ও বিভিন্ন তৃণমূল শাখার কর্মীদের নিয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি লাইলী জাহান। সভায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। এ কর্মীসভায় মোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

২৮ অক্টোবর জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ গুয়ারেখা ইউনিয়নের বিভিন্ন শাখায় সাংগঠনিক সফর করেন। এ সময় তারা তৃণমূল শাখাগুলোর নেত্রীবৃন্দের সাথে সাংগঠনিক কার্যক্রম, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সময় বিভিন্ন শাখার প্রায় ১৩০ জন কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

২৯ অক্টোবর বিকাল ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি লাইলী জাহানের

সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় শিক্ষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, আইনজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, উন্নয়নকর্মী, চাকরিজীবী, গাড়িচালক ও শ্রমিকসহ মোট ৪৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর তরুণী ও সংগঠকদের সাথে সংগঠনের বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনা সভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি লাইলী জাহান। উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি মীরা চৌধুরী ও শাহীদা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক নার্গিস জাহান, অর্থ সম্পাদক বর্ণালী কর প্রমুখ। সভায় সাংগঠনিক সম্পাদক নার্গিস জাহান সাংগঠনিক মাসের কার্যক্রমের প্রতিবেদন, অর্জন ও চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন। সমাপনী সভায় মোট ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

স্বরূপকাঠি: বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে মতবিনিময় সভায় আলোচনা করছেন সাংবাদিক হিরু, উপস্থিত আছেন সভাপতি লাইলী জাহান, সহসভাপতি মীরা চৌধুরী প্রমুখ

বরিশাল

১৭ অক্টোবর বিকাল ৫টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষ পালনের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন শেষে জেলা কার্যকরী কমিটির সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দের পদ নবায়ন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি জাহান আরা বেগম ও প্রফেসর শাহ-সাজেদা, সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক টুনু রানী কর্মকার, অর্থ সম্পাদক সেলিনা ইয়াসমিন এ্যানি, আন্দোলন সম্পাদক সুরুচি কর্মকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক হাসনাহেনা মিনু, কার্যকরী কমিটির সদস্য মরিয়ম বেগম রীনা, শিউলী সাহা, হোসনে আরা, প্লাবনী ইয়াসমিন ও বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্য ও সংগঠকবৃন্দ। বক্তাগণ বলেন, সংগঠনের কাজ আরও গতিশীল করা, সংগঠন সংহত ও বিস্তৃত করা, শক্তিশালী করা ও তরুণীদের সম্পৃক্ত করার জন্য সাংগঠনিক পক্ষ পালন করা হয়। এ পক্ষে প্রতিটি উপজেলা, পাড়া ও গ্রাম শাখায় সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন করা হবে। সভায় ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে শিশুপার্ক কলোনী, শ্রীনাথ চ্যাটার্জী লেন এবং ফকিরবাড়ী শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। শিশুপার্ক কলোনী শাখার সদস্য মাহমুদা বেগম, শ্রীনাথ চ্যাটার্জী লেন শাখার সভাপতি পপি আনোয়ার এবং ফকিরবাড়ী শাখার সদস্য হাছিনা বেগমের সভাপতিত্বে সভা তিনটিতে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী সমঅধিকার, ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড চালু ও সিডও সনদের পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখা ও সংশ্লিষ্ট শাখার নেত্রীবৃন্দ। তিনটি সভায় যথাক্রমে ২৯ জন, ১৮ জন ও ৩১ জন উপস্থিত ছিলেন।

২০ অক্টোবর সকাল ১০টায় মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা শাখায় সম্মেলন প্রস্তুতিবিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা শাখার সভাপতি রাশিদা বেগমের সভাপতিত্বে নেত্রীবৃন্দ সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সময় জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন, সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকারসহ ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী সভায় জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুনের সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক পক্ষের কার্যক্রমের প্রতিবেদন, মূল্যায়ন, অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন। এ সময় তাঁরা বরিশাল মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনোরমা বসু মাসিমাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকারের সঞ্চালনায় সমাপনী অনুষ্ঠানে ৫৯ জন কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

রাঙামাটি

১৭ অক্টোবর সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শামীম আরা বেগম। সাংগঠনিক মাসের গুরুত্ব বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক ইসমত আরা বেগম, আন্দোলন সম্পাদক মিনারা আসাদ এবং কাঠালতলীপাড়া শাখার সভাপতি সাহিদা আক্তার ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারা বেগম। বক্তারা সাংগঠনিক পক্ষের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারা বলেন সাংগঠনিক পক্ষ সংগঠনকে মজবুত করতে বিরাট ভূমিকা পালন করে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শাখার সদস্যসহ উপস্থিত ছিলেন ১৫ জন।

২২ অক্টোবর মাঝের বস্তি শাহ বহুমুখী স্কুলে তরুণ-তরুণীদের নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাঝের বস্তি শাখার সাধারণ সম্পাদক লাকি চৌধুরী।

রাঙামাটি: মাঝের বস্তি শাহ বহুমুখী বিদ্যালয়ে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত শিক্ষার্থীদের একাংশ

উপস্থিত তরুণীদের মধ্যে দুইজন বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় তরুণীদের সংগঠনে যুক্ত হতে উৎসাহিত করা হয়। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন ৮০ জন।

কাঁঠালতলী পাড়া শাখায় ২৪ অক্টোবর সাধারণ নারীদের সাথে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কাঁঠালতলী পাড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ নারীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

২৭ অক্টোবর শান্তিনগর এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শান্তিনগর শাখার সভাপতি সাহিদা আক্তার। নারীর অগ্রযাত্রা এবং নারী উন্নয়নে বাল্যবিবাহকে বাধা উল্লেখ করেন বক্তাগণ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য সমাজ এবং রাষ্ট্রকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে আহ্বান জানান। বৈঠকে ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সাধারণ সম্পাদক শামীমা বেগম। বক্তব্য রাখেন আন্দোলন সম্পাদক মিনারা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইসমত আরা বেগম, পাড়া শাখার সম্পাদক মনোয়ারা বেগম, সদস্য লিপু, রেহানা বেগম, তাহেরা খাতুন, কুসুম প্রমুখ। বক্তারা উল্লেখ করেন সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি সংগঠনের প্রসার এবং দক্ষতা বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সমস্ত সদস্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং নতুন সদস্য বৃদ্ধি করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে ১২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুন্সীগঞ্জ

১৭ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৩টায় সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সাংগঠনিক পক্ষের গুরুত্ব ও কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন সহসভাপতি সেলিনা খানম, হামিদা খাতুন ও ফেরদোসী আক্তার রুনু, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রাজকুমারী মুখার্জী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাসরিন জাহান সাকি, অর্থ সম্পাদক মোর্শেদা খানম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাজেদা আক্তার টগর, সদস্য বন্যা আহমেদ ময়না, আয়েশা বেগম, মাসুদা বেগম ও সদর থানা শাখার সভাপতি জাহানারা খানম। সভায় ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

২০ অক্টোবর মাঠপাড়া শাখায় সদস্যদের নিয়ে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে নতুন সদস্য সংগ্রহ করা হয়। সভায় ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের কার্যক্রম, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ধর্ষণ এবং নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কে ২৩ অক্টোবর উত্তর কোর্টগাঁও, ২৫ অক্টোবর মানিকপুর এবং ২৭ অক্টোবর খালইস্ট পাড়া শাখায় পৃথক তিনটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা তিনটিতে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে উত্তর কোর্টগাঁও শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার এবং জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার। জেলা শাখার সহসভাপতি অ্যাড. হামিদা খাতুনের সঞ্চালনায় জেলা শাখা এবং সংশ্লিষ্ট শাখার সংগঠক ও কর্মীগণ আলোচনা করেন। তিনটি সভায় ২৫ জন করে মোট ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষের সমাপ্তি উপলক্ষে জেলা শাখা কার্যালয়ে সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক মাসের কার্যক্রমের প্রতিবেদন, অর্জন ও চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন। সমাপনী সভায় মোট ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ

১৯ অক্টোবর বিকাল ৫টায় সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে জেলা শাখা কার্যালয়ে সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আলোচনা করেন সহসভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. হাসিনা পারভীন, সহসাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, সংগঠন সম্পাদক প্রীতি কনা দাস, লিগ্যাল এইড সম্পাদক সাহানারা বেগম। বক্তারা বলেন সাংগঠনিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রতিবছর সাংগঠনিক পক্ষ পালন করা হয়। আজকে সদস্যসংগ্রহ ও নবায়ন এবং আলোচনা সভার মাধ্যমে এ পক্ষের উদ্বোধন করা হলো। সভা শেষে সদস্যসংগ্রহ ও নবায়ন করা হয়। সভায় জেলা ও পাড়ার ৩১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং একুশ শতকের নারীআন্দোলন ও

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিষয়ে ২২ অক্টোবর বিকাল ৪টায় লক্ষ্মী চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে জেলা শাখা কার্যালয়ে এবং ২৩ অক্টোবর বিকাল ৪টায় ভূঁইয়াবাগ শাখায় শাখা সভাপতি হ্যাপি রানী সূত্রধরের সভাপতিত্বে পৃথক দুটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তাগণ বলেন, সংগঠনকে বুঝতে হলে কর্মী-সংগঠকদের অবশ্যই গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র পাঠ ও অনুসরণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, সিডও বাস্তবায়ন, সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন সংস্কারের ইত্যাদি দাবিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আন্দোলন করছে। দুটি সভায় শতাধিক কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ: উদ্বোধনী সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলার সংগঠন সম্পাদক প্রীতিকণা দাস

নারায়ণগঞ্জ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২৭ অক্টোবর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় আলোচনা করেন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক নিলুফার ইয়াসমিন, শিক্ষার্থী সুমাইয়া ও নাফিসা এবং সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা ঘরে-বাইরে সর্বত্র নারী ও কন্যার জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান। সভায় সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

২৬ অক্টোবর বিকাল ৪টায় নতুনপাল পাড়ায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাড়া শাখার সভাপতি মনি ঘোষের সভাপতিত্বে সভায় জেলা শাখা ও সংশ্লিষ্ট শাখার সংগঠকবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় পাড়া শাখার ২৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। সদর শাখার সভাপতি সাহানারা বেগমের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আনজুমান আরা আকসির, জেলা শাখার সহসভাপতি কৃষ্ণা ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. হাসিনা পারভীন প্রমুখ। সভায় নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক মাসের কার্যক্রমের প্রতিবেদন, অর্জন ও চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন তরুণী সদস্য তিথি সুবর্ণা, সংগীত পরিবেশন করেন তরুণী সদস্য সংহতি ঘোষ মম।

সমাপনী সভায় জেলা ও পাড়ার ৫৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বাগেরহাট

১৫ অক্টোবর সংগঠন কার্যালয়ে সদস্যসংগ্রহ, নবায়ন ও কর্মীসভার মধ্যদিয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন হয়। জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথের সভাপতিত্বে বিকাল ৪টায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে কর্মীদের ভূমিকা এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মূলনীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীনসহ বিভিন্ন তৃণমূল শাখার সংগঠকবৃন্দ। সভায় চারটি পাড়া শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক হেনা চৌধুরী।

২০ অক্টোবর গোবরদিয়া মারিয়া পল্লীতে উঠান বৈঠক করা হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি তহমিনা বেগম মিনুর সভাপতিত্বে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে ১৮ জন নতুন সদস্য সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হন। সভায় ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

২২ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে সভাপতি অ্যাড. সীতা রাণী দেবনাথের সভাপতিত্বে স্থানীয় নারী নেত্রীবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা হয়। সভায় নারীআন্দোলন আরও সমন্বিতভাবে এবং গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীন, স্থানীয় কাউন্সিলর তানিয়া খাতুন, আসমা আজাদ, মমতা সেন প্রমুখ।

২৬ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে সভাপতি অ্যাড. সীতা রাণী দেবনাথের সভাপতিত্বে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ দেন সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক লুৎফুন্নাহার লুৎফা। এ প্রশিক্ষণে ৪০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৩১ অক্টোবর সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। জেলা শাখা কার্যালয়ে সভাপতি অ্যাড. সীতা রাণী দেবনাথের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি জাহানারা খাতুন ও তহমিনা বেগম মিনু, সাধারণ সম্পাদক

কিশোরগঞ্জ: সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক অ্যাড. প্রতিভা শীল

রিজিয়া পারভীন, সহসাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আহম্মেদ পারুল। সভায় নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক মাসের কার্যক্রমের প্রতিবেদন, অর্জন ও চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরে বলেন, এবার সাংগঠনিক পক্ষে ৫০ জন নতুন সদস্য সংগঠনে যুক্ত হয়েছে। সভা শেষে লিগ্যাল এইড সম্পাদক জ্যোৎস্না দেবনাথের নির্দেশনায় এবং সদস্যদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সমাপনী সভায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরগঞ্জ

১৭ অক্টোবর সকাল ১০টায় সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে সংগঠন উপপরিষদ ও জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নিয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। একই দিন বিকাল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। পরে আলোচনা সভায় পক্ষের কর্মসূচি ঘোষণা করেন সংগঠন উপপরিষদের সদস্য মাহফুজা আরা পলক। আলোচনা করেন সংগঠন উপপরিষদের সদস্য অ্যাড. হামিদা বেগম। সভায় ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে নতুন সদস্যসংগ্রহ ও পুরাতনদের সদস্য পদ নবায়ন করা হয়।

'সংগঠনকে গুণে-মানে দাঁড় করাতে তরুণী সংগঠকদের ভূমিকা' শিরোনামে ৮ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টায় কিশোরগঞ্জ মডেল কলেজে তরুণীদের সাথে, 'সংগঠনের আদর্শ সঞ্চারিত করার অব্যাহত প্রচেষ্টা' শিরোনামে ১৯ অক্টোবর লিটল ফ্রেন্ডস কিন্ডারগার্টেন স্কুল অডিটোরিয়ামে পেশাজীবী নারীদের সাথে এবং ৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় গৌরাঙ্গবাজার গণতন্ত্রী পার্টি অফিসে বিভিন্ন পেশাজীবীদের সাথে পৃথক তিনটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলামের সভাপতিত্বে মডেল কলেজে আলোচনা করেন কলেজ কমিটির সভাপতি মাহফুজা আরা পলক এবং আমন্ত্রিত তরুণীদের কয়েক জন। এ সভায় ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন। ফ্রেন্ডস কিন্ডারগার্টেন স্কুলে জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিকের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় সংগঠনের বিভিন্ন শাখার ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। গৌরাঙ্গবাজারে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাড. ভূপেন্দ্র ভৌমিক দোলন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী নাসির উদ্দিন ফারুকী, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান, শিক্ষক এনামুল হক চৌধুরী ও আইনজীবী শুধাবিন্দু সরকার। এখানে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

২০ অক্টোবর বিকাল ৪টায় বিন্নগাঁও শাখায় সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিকের সভাপতিত্বে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করেন অ্যাড. শংকরী সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম ও অর্থ সম্পাদক মাছুমা আক্তার। প্রশিক্ষণে ৩০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সাংগঠনিক পক্ষে সতাল মেস্তরী পাড়া, বিন্নগাঁও, বত্রিশ লোকনাথ মন্দির রোড, পি.টি.আই গলি, লিটল ফ্রেন্ডস কিন্ডারগার্টেন স্কুল, বত্রিশ তাঁতীপাড়া, পশ্চিম তারাপাশা, শ্যামলী রোড, হরিজন কলোনী ও বত্রিশ পশু হাসপাতাল রোড শাখায় পৃথক ১০টি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সতাল মেস্তরী পাড়া, বিন্নগাঁও, লোকনাথ মন্দির, পি.টি.আই গলি এবং তাঁতীপাড়া শাখায় জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক, কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও পুরানথানা পাড়া শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ সাজেদা খানম, তারাপাশায় পাড়া শাখার সভাপতি আফরোজা আক্তার, শ্যামলী রোড পাড়া শাখার সভাপতি কামরুন্নাহার, হরিজন কলোনী শাখার সভাপতি মায়া হরিজন এবং পশু হাসপাতাল শাখার সভাপতি নাজমা আক্তারের সভাপতিত্বে এসব কর্মীসভায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন সংগঠনের জেলা ও পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ। আলোচনা শেষে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত এবং পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন করা হয়। ১০টি কর্মীসভায় ৩৫০ জনের অধিক কর্মী যোগদান করেন।

৩১ অক্টোবর সকাল ১০টায় পাকুন্দিয়া উপজেলা শাখায় সাংগঠনিক সফর ও কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক, সহসাধারণ সম্পাদক বিলকিছ বেগম, হাসিনা হায়দার চামেলী ও লিপি আক্তার এ সফর করেন।

৩১ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় সংগঠন কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম, সহসাধারণ সম্পাদক বিলকিছ

বেগম, অ্যাড. হামিদা বেগম, অ্যাড. প্রতিভা শীল, হাসিনা হায়দার চামেলী, মাছুমা আক্তার, সাজিদা ইয়াছমিন, তাহমিনা ইসলাম, মনিকা দাস, অ্যাড. শংকরী সাহা। সঞ্চালনা করেন মাহফুজা আরা পলক। সভায় ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

রায়পুরা

১৭ অক্টোবর বিকালে শ্রীরামপুরে আন্দোলন সম্পাদক লাভলী রানী সাহার বাসায় সাংগঠনিক জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হেলেনা বেগমের নেতৃত্বে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হেলেনা বেগম, আন্দোলন সম্পাদক লাভলী রানী সাহা, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক নাসিমা আক্তার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক নার্গিছ আক্তার, পরিবেশ সম্পাদক ফরিদা বেগম, সদস্য সামিয়া জাহানসহ বিভিন্ন প্রাথমিক শাখার কর্মীবৃন্দ। বক্তাগণ সংগঠনের শক্তি সংহত করা, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারি দক্ষতা জোরদার করা সম্পর্কে আলোচনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৩৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে ২১ অক্টোবর বিকালে জেলা শাখা কার্যালয়ে জেলা শাখার সভাপতি রহিমা আক্তারের সভাপতিত্বে এবং ২২ অক্টোবর বিকালে থানাহাটি তৃণমূল শাখার সাধারণ সম্পাদক আরেফা ফেরদৌস চন্দনার সভাপতিত্বে পৃথক দুটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক সম্পাদক হেলেনা বেগমের সঞ্চালনায় সভায় জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার কর্মীবৃন্দ যোগদান করেন। দুটি সভায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর রায়পুরা পশ্চিম পাড়ায় প্রাথমিক শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা শাখার আন্দোলন সম্পাদক লাভলী রানী সাহার সভাপতিত্বে এবং ১ নভেম্বর রাজপ্রসাদ তৃণমূল শাখায় শাখা সভাপতি ফরিদা বেগমের সভাপতিত্বে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রায়পুরা: কর্মীসভায় উপস্থিত জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

৪ নভেম্বর বিকালে জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার পরিবেশ সম্পাদক ফরিদা বেগম। সঞ্চালনা করেন আন্দোলন সম্পাদক লাভলী রানী সাহা। বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক হেলেনা বেগম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক নার্গিস আক্তার, সদস্য সামিয়া জাহান প্রমুখ। সভায় মোট উপস্থিত ছিলেন ২৬ জন।

মাগুরা

১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় সৈয়দ আতর আলী গণগ্রন্থাগার মিলনায়তনে সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ বেগম। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া খন্দকারসহ সংগঠনের অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা বলেন, এই কর্মীসভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের সূচনা হলো। সাংগঠনিক পক্ষ পালনের মাধ্যমে সংগঠনে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা আরো সংহত হবে। সভা শেষে নতুন সদস্য সংগ্রহ এবং পুরাতনদের সদস্যপদ নবায়ন করা হয়। সভায় ৭৩ জন সদস্য ও সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

উঠান বৈঠক: জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ বেগমের সভাপতিত্বে ২৩ অক্টোবর আসনপাড়া শাখায় এবং ২৭ অক্টোবর সাজিয়ারা পাড়া শাখায় দুটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, বাল্যবিবাহ এবং নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা ও পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ। আলোচনা শেষে নতুন সদস্য সংগ্রহ এবং পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন করা হয়। দুটি বৈঠকে যথাক্রমে ৪২ জন ও ৫৫ জন কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী: ৩১ অক্টোবর সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী উপলক্ষে জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকাল সাড়ে ৩টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ বেগম। আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিপিকা দত্ত, জেলা শাখার সহসভাপতি অ্যাড. সুরাইয়া পারভীন, সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া খন্দকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক কৃষ্ণা সরকার, পরিবেশ সম্পাদক কাজী মাহফুজা খানম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক খালেদা হাশিম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক লিপি জোয়ার্দার, আন্দোলন সম্পাদক রেহেনা পারভীন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সাংগঠনিক পক্ষ পালনের মাধ্যমে সংগঠকদের নতুন উদ্যমে কাজ করার স্পৃহা তৈরি হয় এবং কর্মী-সদস্যদের মধ্যে সংগঠনের আদর্শ ও নীতির চর্চা জোরদার হয়।

চাঁদপুর: পেশাজীবীদের সাথে আলোচনা সভায় উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিসহ জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

বরগুনা

১৭ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। এ উপলক্ষে বিকাল ৪টায় জেলা শাখার সভাপতি নাজমা বেগমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন কামাল। বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সহসভাপতি শিখা চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক সেলিনা আকতার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক খালেদা ইসলাম সুইটি, সংগঠন উপপরিষদের সদস্য বিথী হাওলাদার পূজা প্রমুখ।

প্রাথমিক শাখা গঠন: সাংগঠনিক পক্ষে নাথপট্টি, গৌরিচন্না ইউনিয়ন এবং পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের কড়ইতলা কালিমন্দির শাখায় পৃথক তিনটি শাখা কমিটি গঠন করা হয়। জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের উপস্থিতিতে এসব শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শেষে নাথপট্টিতে সবিতা কর্মকারকে সভাপতি ও লিপি দাসকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি, গৌরিচন্না ইউনিয়নে মঞ্জু চক্রবর্তীকে সভাপতি ও সবিতা রানীকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি এবং কড়ইতলায় সবিতা রানী দাসকে সভাপতি ও সিমা রানীকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট গ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। তিনটি সম্মেলনে যথাক্রমে ৩৫ জন, ২৬ জন ও ৪৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আহ্বায়ক কমিটি গঠন: ২১ অক্টোবর বড় বালিয়াতলী রাখাইন পাড়ায় এবং ২২ অক্টোবর দক্ষিণ চর খেজুরতলা জাপানি ব্র্যাক আবাসন এলাকায় দুটি উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে রাখাইন পাড়ায় ইলিচানকে আহ্বায়ক এবং মেয়ী ও এএ চানকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে এবং খেজুরতলায় রেনু বেগমকে আহ্বায়ক এবং সুইটি বেগম ও মেরিনা বেগমকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে উভয়স্থানে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

মতবিনিময় সভা: ২১ অক্টোবর সদর উপজেলার ৯নং এম. বালিয়াতলী ইউনিয়নের বড় বালিয়াতলী রাখাইন পাড়ায় আদিবাসী নারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বড় বালিয়াতলী রাখাইন কমিউনিটির নেতা ইলিচান।

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ: তৃণমূল শাখার সংগঠকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫ অক্টোবর আমতলী উপজেলা শাখার সদস্যদের নিয়ে আমতলী পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে এবং ৩০ অক্টোবর আমতলাপাড় পাড়া শাখায়, শাখার সদস্যদের নিয়ে দুটি পৃথক সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাপনী: ৩১ অক্টোবর জেলা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনীতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি নাজমা বেগম। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক মাসের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

টাঙ্গাইল

১৭ অক্টোবর সকাল ১০টায় আকুর-টাকুর পাড়া সংগঠন কার্যালয়ে সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন হয়। পরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি বেগম শামসুন নাহার। সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র নিয়ে আলোচনা করেন আন্দোলন সম্পাদক ডলি সিদ্দিকী, অর্থ সম্পাদক মালতী বসাক, সাবেক সমাজকল্যাণ সম্পাদক মনজুলা সাঈদ, সাংগঠনিক সম্পাদক রহিমা খাতুন রুবী প্রমুখ। সভায় কার্যকরী কমিটির সদস্য ও অন্যান্যসহ মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

২৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় বিশ্বাস বেতকা পাড়া শাখায় কর্মীসভ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত পাড়া শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনজুলা সাঈদ। সভায় আলোচনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মালতী বসাক, আন্দোলন সম্পাদক ডলি সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক রহিমা খাতুন রুবী, সদস্য লাকী আক্তার, রাশেদা খানম প্রমুখ।

৩১ অক্টোবর সকাল ১০টায় জেলা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি খালেদা বেগম সীমার সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক রহিমা খাতুন রুবীর সঞ্চালনায় সভায় সাংগঠনিক পক্ষে পালিত কর্মসূচির মূল্যায়ন, অর্জন ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোচনা করেন প্রাক্তন সভাপতি ও কার্যকরী কমিটির সদস্য বেগম শামসুন নাহার, সভাপতি খালেদা বেগম সীমা প্রমুখ।

বক্তারা সংগঠনের কার্যক্রম শক্তিশালী করা, নতুন পাড়া কমিটি গঠন করা, তরুণীদের সম্পৃক্ত করা, নতুন নেতৃত্ব তৈরিতে করণীয় সর্ম্পর্কে আলোচনা করেন।

জেলা শাখায় সুফিয়া কামালের প্রয়াণ দিবস পালন

৭১-এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম,স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পুনর্গঠন এবং স্বাধীনতার চেতনায় অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ দেশ গড়ার অন্যতম কারিগর, নারীমুক্তি আন্দোলনের সংগ্রামী নেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি শ্রদ্ধেয় কবি সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা শাখার কর্মসূচি–

রাজশাহী: সুফিয়া কামালের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

রাজশাহী

নারীমুক্তি, গণতন্ত্র ও সামাজিক আন্দোলনের অগ্রদূত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২০ নভেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৪টায় স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সুফিয়া কামালের স্মরণে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন এবং মোমবাতি প্রজ্বালন করা হয় এবং এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়ের সভাপতিতে সহসাধারণ সম্পাদক নিলুফার আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলিমা খাতুন, এইড সম্পাদক শিখা রায়, সদস্য তাহেরা খাতুন ও দ্বীপ আলোচনা করেন। বক্তাগণ বলেন সুফিয়া কামাল বলেছেন, নারীমুক্তিই মানবমুক্তি। সভায় ২৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল

২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে জননী সাহসিকা সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাছিনা বেগম নীলা, সহসভাপতি জাহানারা বেগম বিএম স্কুল রোড শাখার সভাপতি চিত্রা গাইন প্রমুখ।

নেত্রীবৃন্দ কবির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তার বলেন, রোকেয়ার উত্তরসূরী সুফিয়া কামাল ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আজীবন শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার আন্দোলন করে গেছেন। সভায় জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্যবৃন্দসহ ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা সঞ্চালনা করেন কার্যকরী কমিটির সদস্য প্লাবনী ইয়াসমিন।

কুমারখালী

২০ নভেম্বর নারী জাগরণের অগ্রদূত মহিয়সী কবি সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কুমারখালী শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৩টায় সুফিয়া কামাল স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শাখার সভাপতি হোসনেয়ারা রুবী।

কবির কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন কুমার রায়, বীর মুক্তিযোদ্ধা এটিএম আবুল মনসুর মজনু, ক্রীড়াব্যক্তিত্ব আকরাম হোসেন, জেলা শাখার সহসভাপতি রওশন আরা ও সাধারণ সম্পাদক ইশরাত জাহান। বক্তারা বলেন সুফিয়া কামাল ছিলেন রোমান্টিক ঘরানার কবি; মানে সুন্দরের, প্রেমের, বিরহের, কল্পনার, আবেগের গীতিকবি। আর বাস্তব জীবনে তিনি মহীয়সী নারী। তিনি আমাদের চেতনায় চিরঞ্জীব।

সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরা হোসেন মেরী। সভায় ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর

জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৪ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ

রংপুর: আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাবিত্রি রানী। উপস্থিত আছেন জেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

কাউকালী: আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক

সম্পাদক রুম্মানা জামান, সহসাধারণ সম্পাদক মাহমুদা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক শারমিন আক্তার, আন্দোলন সম্পাদক ফারজানা সরকার ও নরসুন্দর পাড়া শাখার তরুণ সদস্য বীথি শর্মা।

বক্তারা বলেন সুফিয়া কামাল নারী আন্দোলন ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্বই শুধু নন সাহিত্যিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নারীর বিকাশকে বড় করে দেখেছেন। পুরুষতন্ত্রকে উপেক্ষা করে তার সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে নারীকে মুক্তির পথে নিয়ে গেছেন। তিনি আমাদের শক্তির প্রতীক। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তাঁর দেখানো পথই অনুসরণ করে। সহসভাপতি মাহবুবা আরা বেগমের সভাপতিত্বে এবং সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাবিত্রী রানীর সঞ্চালনায় সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

কাউখালী

২০ নভেম্বর বিকেল ৩টায় কাউখালী শাখা কার্যলয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা শাখার সহসভাপতি জাহানারা হাবীব। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন। বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক হাফেজ মাসুম বিল্লাহ, সমাজসেবক মাহফুজুর রহমান, প্রেসক্লাবের সভাপতি রিয়াদ মাহমুদ সিকদার, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক, সহসধারণ সম্পাদক সবিতা ঘোষ ও কার্যকরী কমিটি সদস্য রিপা আক্তার। বক্তাগণ বলেন, সুফিয়া কামাল নারী আন্দোলনের পথিকৃত। তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং দেশ ও দেশের মানুষের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। সভায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

টঙ্গী

২০ নভেম্বর টঙ্গী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৩টায় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রীতা ব্রহ্ম, সহসাধারণ সম্পাদক নুরজাহান, শিক্ষক নিজামউদ্দিন ও প্রদীপ অধিকারী। তাঁরা বলেন, কবি সুফিয়া কামালকে আমরা স্মরণ করি কারণ তিনি নির্লোভ, জ্ঞানী, নিঃস্বার্থ ছিলেন এবং সমাজের অবহেলিত ও সাধারণ মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর ত্যাগ, দেশপ্রেম, ও সততা অনুসরণীয়। সভা পরিচালনা করেন সংগঠন সম্পাদক মেহেরুন্নেছা সিমা। আলোচনা সভায় জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সংগঠনের ব্যক্তিবর্গসহ ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

বরগুনা

২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বরগুনা জেলা শাখার সভাপতি নাজমা বেগম। সভায় উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি বেবী দাস, শিখা চক্রবর্তী, সংগঠন সম্পাদক কাজল রানী দাস, অর্থ সম্পাদক আরতি রায়, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফেরদৌসি বেগমসহ জেলা ও তৃণমূল শাখার সদস্য ও সংগঠকবৃন্দ। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সুফিয়া কামাল নারীমুক্তির জন্য যে পথ তৈরি করে গেছে, প্রান্তিক নারীগোষ্ঠীকে সেই পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আমাদের আরও

দৃঢ় প্রত্যয়ে অবহেলিত ও শোষিত নারীদের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

কুষ্টিয়া

২০ নভেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৩টায় কবি সুফিয়া কামালের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি শিপ্রা নন্দী। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক নিলুফ বেগম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাঈদা হক, আন্দোলন সম্পাদক নাজমা আক্তার, অর্থ সম্পাদক শেখ শামসুন্নাহার এবং বিভিন্ন পাড়া কমিটির সদস্যবৃন্দ।

কুষ্টিয়া: সুফিয়া কামালের ২৩তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

নাটোর

২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অগ্রপথিক জননী সাহসিকা সুফিয়া কামালের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্যামা বসাক। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক সীমা ইসলাম, সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক বিজলী রেজা, আন্দোলন সম্পাদক নাসিম ই গুলশান, অর্থ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক সম্পাদক হীরা দাশগুপ্ত, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক শেফালী পাল, প্রশিকার সিনিয়র সহকারী পরিচালক প্রবীর কুমার সাহা ও বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মো. মোতাহার হোসেন। সুফিয়া কামালের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পনের মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। বক্তারা কবি সুফিয়া কামালের জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন। সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাটোর: আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্যামা বসাক

কুড়িগ্রাম

নারীমুক্তি তথা মানবমুক্তি, গণতন্ত্র, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের ২৩তম প্রয়াণদিবস উপলক্ষ্যে জেলা শাখা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী। সুফিয়া কামালের জীবনী তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, সহসাধারণ সম্পাদক সুব্রতা রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদা আনাম লাজ প্রমুখ। বক্তারা সবাই সুফিয়া কামালের অসাম্প্রদায়িক চেতনা অনুসরণ করার আহ্বান জানান।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

২০ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে জেলা শাখায় সভাপতি শোভা পালের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা সিকদার দীনার পরিচালনায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতেই জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর কবির জীবন ও

ফরিদপুর: কবি সুফিয়া কামাল স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন সভাপতি শিপ্রা রায়

কর্ম এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুফিয়া কামাল চর্চার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন শ্যামলী মিয়াজী, নুরুন নাহার বেগম ও শিউলি দাস। সভায় মোট ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ফরিদপুর

জেলা শাখা কার্যালয়ে ২০ নভেম্বর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক শিপ্রা রায়ের সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবী শিকদার। সুফিয়া কামাল স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন শেষে আলোচনা সভায় তাঁকে স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম, সহসভাপতি খাদিজা বেগম মণি, সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জেসমিন কবীর, আন্দোলন সম্পাদক আনোয়ারা বেগম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অ্যাড. প্রীতিকনা রাহা, পরিবেশ সম্পাদক খুশি খন্দকার, রাসিনের নির্বাহী পরিচালক আসমা আক্তার মুক্তা ও সেবার পরিচালক ফারজানা। বক্তারা কবি সুফিয়া কামালের আদর্শ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ, নারী আন্দোলন ও সাহিত্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় ৩১ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাভার

জেলা শাখা কার্যালয়ে কবি সুফিয়া কামালের ২৩তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে ২২ নভেম্বর বিকেল ৩টায় স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবেশ সম্পাদক ও জেলা শাখার সভাপতি পারভীন ইসলাম। আলোচনা করেন সহসভাপতি জাহানারা বেগম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক নাসরিম মহল, তরুণী সদস্য মেহেজাবিন আফরোজ প্রমুখ। সুফিয়া কামাল স্মরণে আবৃত্তি করেন নার্গিস আক্তার রুমা, মাহফুজা আক্তার মুন্নি, মনিদীপা ও কুলসুমা আক্তার এবং সংগীত পরিবেশন করেন সভাপতি পারভীন ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার লিপি। সভায় বিভিন্ন পাড়া শাখার নেত্রী ও সদস্যসহ ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মধুখালী

২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে সহসভাপতি খুকু বেগমের সভাপতিত্বে কবি সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে কবি স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার, সহসাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রেবেকা সুলতানা, সদস্য রুবিনা খন্দকার, শিমু রহমান প্রমুখ। বক্তারা বলেন সুফিয়া কামাল বিশ্বাস করতেন নারী কোনো অবলা জীব নয়, তাঁরা পুরুষের সমকক্ষ। নারীর মধ্যে আছে অনন্ত শক্তি। সুযোগ পেলে সেও দেখাতে পারে বিশ্বজয়ী রূপ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে সমসময় দমিয়ে রাখে। তাই তিনি চেয়েছিলেন নারীর মুক্তি।

চট্টগ্রাম

২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির। আলোচনা করেন সহসভাপতি শেলী দেওয়ানজী, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, অর্থ সম্পাদক পূর্বা দাশ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সুলেখা পাল, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক মৃণালিনী চক্রবর্তী, ভারপ্রাপ্ত লিগ্যাল এইড সম্পাদক রীতা মণ্ডল, সদস্য রিনা দাশ, চিন্ময়ী ঘোষ, মুনমুন দে, নেলী দে, গোপা দে, শুভ্রা চক্রবর্তী প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা কবি, লেখক ও নারী প্রগতি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন বেগম পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। নারীসমাজকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর আদর্শ নারীদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

সভার শুরুতে সুফিয়া কামাল স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক স্বাতী পাল।

পাবনা

সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখার সহসভাপতি রওশন আকতার মিন্টুর সভাপতিত্বে জেলা শাখা কার্যালয়ে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহার জলি, সহসাধারণ সম্পাদক রোজী খাতুন, অর্থ সম্পাদক রেহানা করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনা, লিগ্যাল

এইড সম্পাদক শরিফা খাতুন সুখী, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক চামেলী রিতা কস্তা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক রোজিনা আক্তার প্রমুখ। এছাড়াও কার্যকরী কমিটির সদস্য আফরোজা পারভীন, মরিয়ম খাতুন, সাহারা খাতুনসহ জেলা ও বিভিন্ন পাড়ার ২৪ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

বক্তাগণ বলেন, সুফিয়া কামাল ছিলেন নারী জাগরণের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। পারিবারিক আইন সংস্কার, নারী-পুরুষের সমধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী শিক্ষা ইত্যাদি আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখে গেছেন।

বেলাব

সুফিয়া কামালের ২৩তম প্রয়াণদিবস উপলক্ষ্যে বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে ২০ নভেম্বর দেওয়ানেরচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তির সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নাজরীন হক হেনার সঞ্চালনায় সভায় আলোচনা করেন সহসাধারণ সম্পাদক আসপিয়া আক্তার হেনা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক খালেদা শারমিন, আন্দোলন সম্পাদক নাছিমা বেগম, রায়পুরা সরকারি কলেজের প্রভাষক রোকন উদ্দিন, দেওয়ানেরচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক কামরুন্নাহার বেগম প্রমুখ। বক্তাগণ সংগঠক হিসেবে, আদর্শ মা হিসেবে, নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে সুফিয়া কামালকে বিভিন্নভাবে মূল্যায়ণ করেন। সভার শুরুতে সুফিয়া কামাল স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সুনামগঞ্জ

২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন সহসভাপতি সঞ্চিতা চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক শরীফা আশ্রাফী সম্পা, সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রাশিদা বেগম, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক মিনা পাল, ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পাদক সবিতা বীর প্রমুখ।

দিনাজপুর: আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান

আলোচকগণ বলেন, সুফিয়া কামাল আমাদের দীক্ষাগুরু। আমাদের অন্তরের সাহস ও শক্তি। তাঁর আদর্শ বুকে ধারণ করে মহিলা পরিষদ এগিয়ে যাচ্ছে। সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরীর সঞ্চালনায় সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুর

কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে এক অকুতোভয় যোদ্ধা। পিছিয়ে পড়া নারীসমাজের শিক্ষা ও অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে গড়ে তুলেছেন মহিলা পরিষদ। তিনি যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালী নারীদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় কালিতলাস্থ সূর্যোদয় ভবনে দিনাজপুর জেলা শাখা আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তাগণ এ কথা বলেন।

জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমানের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সদস্য আকতার কোহিনুর ইসলাম, সহসভাপতি মাহবুবা খাতুন ও সুমিত্রা বেসরা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক জিন্নুরাইন পারু, সমাজকল্যাণ সম্পাদক শাহনাজ পারভীন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রাজিয়া সুলতানা পলি, সদস্য গোলেনুর বেগম, শিবানী উড়াও, মিতালী প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক রুবিনা আকতার।

নারায়ণগঞ্জ

২১ নভেম্বর বিকেল ৫টায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা সংগঠন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী। আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্য সম্পাদক ডা. দীপা ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য উপপরিষদের সদস্য ডা. রোকাইয়া খাতুন রেখা, ডা. শায়লা ইমাম ও জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক হাসিনা পারভীন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সুফিয়া কামাল ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সকল আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে স্বাধীন দেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। তিনি সবসময় নারী-পুরুষের সমতার কথা, অসাম্প্রদায়িক ও বিভেদহীন সমাজের কথা ভাবতেন।

নারায়ণগঞ্জ: সুফিয়া কামালের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

নেত্রকোণা: সুফিয়া কামালের মৃত্যুবার্ষিকীতে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা নেলী বড়ুয়া

রাজবাড়ী

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুফিয়া কামালের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে জেলা শাখার সভাপতি ডা. পূর্ণিমা দত্তের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক ক্রিষ্টিনা মারিও রেখা, আন্তর্জাতিক সম্পাদক মুর্শিদা আক্তার, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক হুসনে নাহিদ, সদস্য নাজমা সুলতানা, ফাজানা সেখ মহুয়া, সদর উপজেলা শাখার সভাপতি নূরতাজ তার্জিয়া প্রমুখ। আবৃত্তি করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ফারহানা জাহান মিনি, সদস্য হাচিনা বেগম ও উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য জুলিয়া ইসলাম। সংগীত পরিবেশন করেন অর্থ সম্পাদক শ্বাশতী চক্রবর্তী, সদর উপজেলা শাখার সহসভাপতি বিথীকা চক্রবর্তী, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা বেবী ও সদর উপজেলা শাখার সদস্য আকলিমা সাইদ।

কিশোরগঞ্জ

২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, অ্যাড. হামিদা বেগম, হাসিনা হায়দার চামেলী, সাজিদা ইয়াছমিন, মাছুমা আক্তার প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন মাহফুজা আরা পলক। সভায় ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট

২০ নভেম্বর জননী সাহসিকা সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য রুমা চক্রবর্তী। সভায় আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল, আন্দোলন সম্পাদক রমলা তালুকদার, অর্থ সম্পাদক কৃষ্ণা ঘোষ অধিকারী, কার্যকরী কমিটির সদস্য অপর্না গুণ সেবা প্রমুখ। সভায় বক্তাগণ বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুফিয়া কামালের কর্মজীবন, বিভিন্ন সামাজিক ও নারী আন্দোলনে সুফিয়া কামালের অবদান ও নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। শেষে সুফিয়া কামাল স্মরণে প্রদীপ প্রজ্বালন করা হয়। সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রকোণা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জেলা শাখা কার্যালয়ে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি পারভিন সুলতানা। উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি সাফিয়া লায়েছ, সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম এ্যানি, অর্থ সম্পাদক আফরোজা চৌধুরী, আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা শামসুন্নাহার বিউটি, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মঞ্জু সরকার প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সুফিয়া কামাল এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রপথিক। তাঁর চিন্তা, সাহস সব সঞ্চারিত করে গেছেন এ দেশের নারী সমাজের মধ্যে। তিনি আমাদের সাহস, অনুপ্রেরণা ও শক্তি।

জেলা শাখায় সাংগঠনিক কার্যক্রম

সাতক্ষীরা: ফুলবাড়ী শাখা সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জলা শাখার সহসভানেত্রী সালেকা হক কেয়া

কাউখালী: গান্ডতা গ্রাম শাখা সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমদ্দার

সাতক্ষীরা

প্রাথমিক শাখা গঠন: ১৯ অক্টোবর বিকেল ৪টায় উত্তর কাটিয়া ফুলবাড়ি শাখায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নাজমা আক্তারকে সভাপতি ও আরিফা খাতুনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনের প্রথমে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি সালেকা হক কেয়া। আলোচনা করেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রুপা মিত্র, ফরিদা বেগমসহ জেলা ও পাড়া কমিটির নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা বলেন, পরিবার ও সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে মহিলা পরিষদ সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে।

কাউখালী

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ: ১৮ নভেম্বর বিকেল ৩টায় কাউখালী শাখা কার্যালয়ে বিভিন্ন গ্রাম শাখার সংগঠক, কর্মী ও তরুণীদের নিয়ে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার, সাংগঠনিক সম্পাদক ছায়া সমাদ্দার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক প্রভাতী মৃধা, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন এবং কার্যকরী কমিটির জাহানূর বেগম। প্রশিক্ষকগণ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে সদস্য, কর্মী ও সংগঠকদের ভূমিকা ও দক্ষ সংগঠকের বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মূলনীতি ও কার্যক্রম এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করেন। প্রশিক্ষণের শেষভাগে প্রশিক্ষণার্থীগণ দলীয় কাজ সম্পন্ন করেন এবং উপস্থাপন করেন। দলীয় কাজ পরিচালনা করেন জেলা কার্যকরী কমিটি সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন। প্রশিক্ষণে ৪০ জন সংগঠক, কর্মী ও তরুণী উপস্থিত ছিলেন।

শাখা সম্মেলন: ১২ নভেম্বর গান্ডতা গ্রাম শাখায় ৩য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গান্ডতা গ্রাম শাখার সভাপতি পুষ্প রায়। উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার, সাংগঠনিক সম্পাদক ছায়া সমাদ্দার, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন, কার্যকরী কমিটির সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন, গ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক মলিনা ঘরামী প্রমুখ। বক্তারা সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুসরণ করা এবং সংগঠন শক্তিশালী করতে তৃণমূল সংগঠকদের সক্রিয় থাকার আহ্বান জানান। সম্মেলনে পুষ্প রায়কে সভাপতি ও মলিনা ঘরামীকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ও সংগঠনের কর্মী সদস্যসহ ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কর্মীসভা: ২৩ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় কাউখালী শাখা কার্যালয়ে তৃণমূল শাখার সংগঠক, কর্মী ও তরুণীদের নিয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার। সভায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে সদস্য, কর্মী ও সংগঠকদের

নাটোর: জেলা শাখার সভাপতি বিশিষ্ট নারীনেত্রী দিলারা বেগম পারুলের মৃত্যুতে অনুষ্ঠিত শোকসভায় বক্তব্য রাখছেন প্রয়াত দিলারা বেগমের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ শাহানা আক্তার মহুয়া

ভূমিকা, দক্ষ সংগঠকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ছায়া সমাদ্দার, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন, কার্যকরী কমিটির সদস্য জাহানূর বেগম প্রমুখ। সহসাধারণ সম্পাদক সবিতা ঘোষের সঞ্চালনায় সভায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

১৪ অক্টোবর ধাবড়ী বান্নকান্দা শাখার সদস্যদের নিয়ে বান্নকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। রঘুনাথ পুর গ্রাম শাখার সভাপতি মমতা সিকদারের সভাপতিত্বে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠন সংহতকরণে সদস্যদের ভূমিকা এবং নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সম্পর্কে জেলা শাখা নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাটোর

দিলারা বেগম পারুলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, শোক প্রকাশ ও স্মরণসভা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নাটোর জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দিলারা বেগম পারুল ১২ ডিসেম্বর প্রয়াত হন। শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ঐ দিন বিকেল ৩টায় তাঁর মরদেহ জেলা শাখা কার্যালয়ে আনা হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি ও নাটোর জেলা শাখার পক্ষ থেকে দিলার বেগম পারুলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।

পাশাপাশি, ২০ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে দিলারা বেগম পারুলের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্যামা বসাকের সভাপতিত্বে স্মরণসভায় আলোচনা করেন রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায় ও সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মোবা্ররা সিদ্দিকা, মুক্তিযুদ্ধ'৭১-এর সেক্টর কমান্ডার ফোরামের সভাপতি রেজাউল করিম খান, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মো. জামিল আলী, সংগঠনের প্যানেল আইনজীবী আব্বাস আলী ও খগেন্দ্র নাথ রায়, নাটোর সদর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শেখ কামরুননাহার কাজল, সাংবাদিক বুলবুল আহমেদ, ইউনাইটেড প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুফি সান্টু ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসনে, প্রয়াত সভাপতি দিলারা বেগমের কনিষ্ঠ পুত্র আলী আশরাফ নতুন ও পুত্রবধূ শাহানা আকতার মহুয়া। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সীমা ইসলাম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক বিজলী রেজা, সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন, অর্থ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, আন্দোলন সম্পাদক নাসিম ই গুলশান, পরিবেশ সম্পাদক তসলিমা খান বেবী, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক শেফালী পাল, নির্বাহী সদস্য প্রভাতী রানী বসাক, রুবিয়া বেগম, স্নিগ্ধা রায় ও হোসনেয়ারা বেবী।

বক্তাগণ বলেন, দিলারা বেগম পারুল রোকেয়া ও সুফিয়া কামালের আদর্শে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজসেবা ও নারী অধিকার আদায়ে আজীবন কাজ করে গেছেন। ১৯৮৮ সাল থেকে দীর্ঘ ৩৪ বছর তিনি মহিলা পরিষদ নাটোর শাখার দায়িত্বে ছিলেন। সভাপতি হিসেবে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে গেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় নাটোরে অনেক নারীনেত্রী তৈরি হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে নাটোরের নারীআন্দোলন এক অকৃত্রিম অভিভাবককে হারালো। সদালাপী, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন, গুণী এই মানুষটি এক বর্ণাঢ্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। সভার শুরুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কুড়িগ্রাম

উঠান বৈঠক: ১৩ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় ট্যানারী পাড়া শাখায় শাখা সহসভাপতি রেজিয়া বেগমের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, জেলা শাখার সদস্য মালুফা মোশেদা নয়ন ও অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা বলেন সংগঠনের কাজে জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে হবে। সভায় ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক শাখা গঠন: ১৮ নভেম্বর দাদামোড় ব্যাপারী পাড়ায় সম্মেলনের মাধ্যমে প্রাথমিক শাখা গঠন করা হয়। জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের উপস্থিতিতে রহিমা বেগমকে সভাপতি, জেসমিন আরা লাকীকে সাধারণ সম্পাদক, কামরুন নাহার কবিতাকে সাংগঠনিক সম্পাদক, শেলি রানীকে অর্থ সম্পাদক, বন্ধনা রানীকে লিগ্যাল এইড সম্পাদক, জয়ন্তী রানীকে আন্দোলন সম্পাদক,

বনি বেগমকে সমাজকল্যাণ সম্পাদক, মেরী বেগমকে প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং গোলাপি বেগমকে শিক্ষাও সংস্কৃতি সম্পাদক করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৬০ জন।

আলোচনা সভা: ২৮ ডিসেম্বর পুরাতন ডাকঘর পাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে সাংগঠনিক দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী। সভায়, নারীর মানবাধিকার, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন সহসভাপতি মধুবালা দেব ও সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদা আনাম লাজ। সভায় ৬৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম: ট্যানারীপাড়া শাখায় উঠান বৈঠকে আলোচনা করছেন জেলা শাখার সমাজকল্যাণ সম্পাদক মালা দেব

মধুখালী

উদ্বুদ্ধকরণ সভা: পাঁচই গ্রাম শাখায় ১১ অক্টোবর বিকেল ৩টায় সহসভাপতি রেহেনা আলমগীরের সভাপতিত্বে তৃণমূল নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, বাস্তবকাজের ধারা, সাংগঠনিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার, সদস্য রুবিনা খন্দকার প্রমুখ। সভায় ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা: বৈকণ্ঠপুর শাখায় ১৩ অক্টোবর সকাল ১১টায় সহসভাপতি নাসরিন কালামের সভাপতিত্বে কর্মীদের দক্ষতা অর্জন সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তৃণমূল শাখায় পাঠচক্র, প্রশিক্ষণ, বিশ্বায়ন, সিডও সনদ ইত্যাদি বিষয়ে তৃণমূল কর্মীদের ধারণা দিতে আলোচনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহার ও সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া। সভায় উপস্থিত সদস্যসংখ্যা ছিল ৩০ জন।

উঠান বৈঠক: ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, বাস্তবকাজের ধারা, সাংগঠনিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতি, সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, সাংগঠনিক শৃঙ্খলারক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে ৭ নভেম্বর বিকেল ৩টায় পশ্চিম গাড়াখোলা গ্রাম শাখায় সহসভাপতি খুকু বেগমের সভাপতিত্বে

কুমারখালী: উঠানবৈঠকে বক্তব্য রাখছেন সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া

এবং ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় মথুরাপুর গ্রাম শাখায় সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে তৃণমূল নারীদের নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন সহসভাপতি খুকু বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া, আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক শুক্লা ভৌমিক। দুটি সভায় ৩০ জন করে ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা: পূর্ব গাড়াখোলা গ্রাম শাখায় সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আক্তারের সভাপতিত্বে ১০ নভেম্বর বিকেল ৩টায় তৃণমূল নারীদের সাথে নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নের আন্দোলনে সংগঠকদের করণীয় সম্পর্কে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন সহসাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহার, সদস্য রুবিনা খন্দকার প্রমুখ। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কর্মীসভা: খোদাবাঁশপুর গ্রাম শাখায় সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে ৫ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাংগঠনিক জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সংগঠকদের সাথে তৃণমূল

ময়মনসিংহ: ঝাউগড়া পাড়া শাখায় বক্তব্য রাখছে কেন্দ্রিয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন

বরিশাল: শীতলাখোলা শাখায় আহ্বায়ক কমিটি গঠনের পর কমিটির সদস্যদের সাথে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

কর্মীদের নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা, পাঠচক্র ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণীদের সংগঠনে সম্পৃক্ত করা, সংগঠকদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় ৩০ জন তৃণমূল কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল

আহ্বায়ক কমিটি গঠন: ২৬ ডিসেম্বর শীতলাখোলা এলাকায় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এ দিন বিকেল ৩টায় উক্ত এলাকার সদস্য হেলেনা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক শিউলী সাহা, কার্যকরী কমিটির সদস্য সোনিয়া ইসলাম প্রমুখ। সভায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং বাস্তব কাজের ধারা সম্পর্কে আলোচনা শেষে ১২ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে। সভায় ৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

কর্মীসভা: ২৮ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সদস্য পপি আনোয়ারের সভাপতিত্বে নেত্রীবৃন্দ সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার ও সিডও সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় ২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ

মতবিনিময় সভা: ১৯ নভেম্বর সকাল ১০টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে বিভিন্ন পেশাজীবী নারীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ উপপরিষদ নির্দেশিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে নারীর ওপর প্রভাববিষয়ক সমীক্ষা জরিপের অংশ হিসেবে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম অফিসার মৌসুমী আক্তার। সভায় বিভিন্ন পেশার নারী, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মতামত নির্দিষ্ট ফর্মে লিপিবদ্ধ করেন।

পাবনা

এনজিও সমন্বয় সভা: পাবনার জেলা প্রশাসক বিশ্বাস রাসেল হোসেনের সভাপতিত্বে বিভিন্ন এনজিওর অংশগ্রহণে অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তিনটি এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি এ সভায় অংশগ্রহণ করেন পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং করণীয়গুলোর বাস্তবায়ন সম্পর্কে পরবর্তী সভায় আলোচনা করেন।

সুনামগঞ্জ

শাখা সম্মেলন: ৩০ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় জামালগঞ্জ উপজেলা শাখার ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা শাখার সভাপতি শেখ আয়শা বেগম। জেলা নেত্রীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য, সাধারণ সম্পাদক শরীফা আশ্রাফী সম্পা ও সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী। সম্মেলনে শেখ আয়শা বেগমকে সভাপতি ও হীরামণ আক্তারকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

ধারাবাহিক আলোচনা সভা: 'এসো ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র পাঠ করি, নারী আন্দোলনকে শক্তিশালী করি'– এই আহ্বানে সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে সপ্তাহের প্রতি সোমবারে জেলা ও তৃণমূল সংগঠকদের নিয়ে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মসূচির উদ্বোধনী সভা ২২ আগস্ট বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী সভায় ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন। আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে পাঁচটি সভা হয়েছে।

কর্মীসভা: জেলা শাখার কার্যালয়ে ১৭ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য। বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক রাশিদা বেগম ও অন্যান্য নেত্রীবৃন্দসহ ২৫ জন।

উদ্বুদ্ধকরণ সভা: ষোলঘর পাড়ায় ২০ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাবিয়া বেগমের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রাশিদা বেগম, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক মিনা পাল প্রমুখ। সভায় উপস্থিতির সংখ্যা ১২২ জন।

সুনামগঞ্জ: জেলা শাখার কার্যালয়ে কর্মীসভায় উপস্থিত তৃণমূল নেতৃবৃন্দের একাংশ

নওগাঁ: উঠান বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন সাংগঠনিক সম্পাদক পারভিন আকতার

নওগাঁ

তিনটি প্রাথমিক শাখা গঠন: প্রথম সম্মেলনের মাধ্যমে ৭ নভেম্বর রানিনগর মাঝিপাড়া, ১৭ নভেম্বর পানিরট্যাঙ্কি এবং ১২ ডিসেম্বর পিরোজপুরের ফকির পাড়ায় প্রাথমিক শাখা গঠন করা হয়। রানিনগরে সম্পা বেগমকে সভাপতি ও দুলালী বেগমকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি, পানিরট্যাঙ্কি এবং ফকির পাড়ায় যথাক্রমে ইতি বেগমকে সভাপতি ও আমেনা সুলতানাকে সাধারণ সম্পাদক করে এবং রেখা বেগমকে সভাপতি ও তাসলিমা বেগমকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এসব সম্মেলনে জেলা শাখার সভাপতি জহুরা ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক পারভীন আকতার, সহসাধারণ সম্পাদক গুলশান আরা, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক ফেরদৌসী আকতার, আন্দোলন সম্পাদক পারভীন রেজাসহ স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মুন্সিগঞ্জ

সাংগঠনিক সফর: জেলা শাখার সহসভাপতি হামিদা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক সালমা আক্তার, ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমা আক্তার ময়না ও কার্যকরী কমিটির সদস্য জাহানারা খানম দক্ষিণ কোর্টগাঁও শাখা সফর করেন। এ সময় নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত সংগঠক ও কর্মীদের সাথে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করেন।

মুক্তাগাছা

কর্মীসভা: মুক্তাগাছা থানা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড কার্যালয়ে ১৩ ডিসেম্বর সকালে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুক্তাগাছা সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি রুমি দাস। সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত

দিনাজপুর: বালুয়াডাঙ্গা পাড়া শাখায় কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন সদস্য লাবণী কুণ্ডু

ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি মুনিরা বেগম অনু ও ময়মনসিংহ জেলা শাখার সদস্য হোসনেয়ারা বেগম। সভায় প্রতিনিধিবৃন্দ মুক্তাগাছা সাংগঠনিক শাখার কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা করেন এবং বেশকিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাধারণ সম্পাদকের নিষ্ক্রিয়তা ও অনুপস্থিতির কারণে পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত না-হওয়া পর্যন্ত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চায়না পাল সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তাগাছা সাংগঠনিক জেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, সাংগঠনিক জেলা শাখার সম্মেলনের পূর্বে প্রতিটি পাড়া শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রয়োজনে সম্মেলন করে পাড়া কমিটিগুলো পুনর্গঠন করা হবে, সংগঠনের কার্যক্রমের প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে কেন্দ্রে পাঠানো হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

দিনাজপুর

কর্মীসভা: বালুয়াডাঙ্গা, শেখপুরা ও বাঙ্গীবেচা পাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে ২৬ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় বালুয়াডাঙ্গা পাড়ায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন বালুয়াডাঙ্গা পাড়া শাখার সভাপতি রেহেনা বেগম। সভায় 'ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র' সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার সহসভাপতি মিনতি ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম, সহসাধারণ সম্পাদক মনোয়ারা সানু, কার্যকরী কমিটির সদস্য রোকসানা বিলকিস, তরুণী সদস্য লোপা কুণ্ডু, প্রিয়তি, বর্ষাসহ পাড়া কমিটির সদস্যবৃন্দ। বক্তারা বলেন, দক্ষ ও সচেতন কর্মী একটা সংগঠনের শক্তি। সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলতে হলে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র নিয়মিত চর্চা করতে হবে। কর্মীসভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ: উৎসব কমিউনিটি সেন্টারে জেলা ও পাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে ২৮ ডিসেম্বর দিনব্যাপী সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি মিনতি ঘোষ। প্রশিক্ষণে 'ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র', 'সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা' এবং 'নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যথ াক্রমে সাংগঠনিক সম্পাদক রুবিনা আকতার, সদস্য রোকসানা বিলকিস ও সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম। প্রশিক্ষণে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বাগেরহাট

কর্মীসভা: জেলার সক্রিয় সংগঠকদের উপস্থিতিতে ৩০ ডিসেম্বর সংগঠন কার্যালয়ে বিকেল ৪টায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি তহমিনা বেগম মিনু ও সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীন। বক্তাগণ ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং মহিলা পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক হেনা চৌধুরী। সভায় ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ সাংগঠনিক সভা: ২৯ অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দের উপস্থিতিতে জেলা শাখা কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় বিকেল সাড়ে ৫টায়। জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, আন্দোলন সম্পাদক রেখা সাহা এবং ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি ও লবি অ্যাড. দিপ্তী শিকদার উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দ ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানান। জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩৫ জন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

কর্মীসভা: ২১ নভেম্বর বিকেল ৪টায় দাড়িয়াপুর পাড়া শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে মহিলা পরিষদের কার্যক্রম, যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি শোভা পাল, আন্দোলন সম্পাদক শ্যামলী মিয়াজী ও কার্যকরী কমিটির সদস্য শিউলি দাস।

সভায় মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট

উদ্বুদ্ধকরণ সভা: ৮ অক্টোবর কানাইঘাট উপজেলার পূর্ব দিঘিরপার এলাকায় আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে, ৩ নভেম্বর শেখঘাট জিতুমিয়ার পয়েন্ট এলাকায় সংগঠনের সদস্য সারজানা আক্তার এমির সভাপতিত্বে, ২৮ নভেম্বর বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা এলাকায় নীলতারা বেগমের সভাপতিত্বে, ৪ ডিসেম্বর জকিগঞ্জ উপজেলার সুলতানপুর এলাকায় সদস্য লুবনা আক্তারের সভাপতিত্বে এবং ২৯ ডিসেম্বর করের পাড়া এলাকায় সংগঠনের সদস্য খুশি রানী করের সভাপতিত্বে তৃণমূলের নারীদের নিয়ে পৃথক পাঁচটি উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় বক্তারা সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, নারীআন্দোলন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক নিরোধ, ধর্ষণ প্রতিরোধ এবং ধর্ষণ-পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহনাজ চৌধুরী লাকি, আন্দোলন সম্পাদক রমলা আক্তার, কার্যকরী কমিটির সদস্য অপর্ণা গুণ সেবা প্রমুখ। পাঁচটি সভায় ১২৫ জন নারী উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১১ জন সংগঠনের সদস্য হন।

মতবিনিময় সভা: ১৬ অক্টোবর জকিগঞ্জ উপজেলার মাণিকপুর এলাকায় শিপ্রা রানী নাথের সভাপতিত্বে, ১ ডিসেম্বর গোলাপগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ী এলাকায় লাভলি রানী দাসের সভাপতিত্বে এবং ১৫ ডিসেম্বর গোয়াইনঘাট উপজেলার ফতেপুর এলাকায় লিজা তালুকদারের সভাপতিত্বে তৃণমূলের নারীদের সাথে তিনটি পৃথক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠনের কার্যাবলি, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও ধর্ষণ প্রতিরোধ এবং ধর্ষণ-পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে তৃণমূল নারীদের সাথে মতবিনিময় হয়। তিনটি সভায় ৭৫ জন নারী উপস্থিত ছিলেন।

কর্মীসভা: ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে ৮ নভেম্বর ও ২৮ ডিসেম্বর সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে জেলা শাখা কার্যালয়ে দুটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য অপর্ণা গুণ সেবার সভাপতিত্বে দুটি সভায় ৫২ উপস্থিত ছিলেন।

বরগুনা: দক্ষিণ চর খেজুরতলা জাপানি ব্রাক আবাসনে আয়োজিত কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সভাপতি নাজমা বেগম

কিশোরগঞ্জ: কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক বিলকিছ বেগম

কিশোরগঞ্জ

কর্মীসভা: ৮ অক্টোবর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে, ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় খরমপট্টি এলাকায় জোড়াপুকুর গলি এবং ১৪ ডিসেম্বর উকিলপাড়া পাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে পৃথক তিনটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিকের সভাপতিত্বে জেলা শাখার সভায় সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলামকে আহ্বায়ক করে সাংগঠনিক পক্ষ বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। জোড়াপুকুর ও উকিলপাড়া পাড়া শাখায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম, অ্যাড. হামিদা বেগম, জোড়াপুকুর শাখার সভাপতি মনিকা দাস। শেষ দুটি সভায় ৩৫ ও ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা

সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ: নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও উপজেলা নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের ভূমিকা

২ ডিসেম্বর'২২ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সুফিয়া কামাল ভবনের আনোয়ারা বেগম-মুনিরা খান মিলনায়তনে ঢাকা বিভাগের উপজেলার নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের সঙ্গে 'সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ: নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও উপজেলা নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের ভূমিকা' বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু। মহিলা পরিষদের পক্ষে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য শিরীন আখতার এমপি এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য সেলিমা আহমেদ এমপি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নাসিম আক্তার হোসাইন। সম্মানিত বক্তা ছিলেন মধুখালী উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুরাইয়া সালাম।

সভায় ৯টি জেলা (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, নরসিংদী, মাদারীপুর) থেকে মোট ২৮ জন নারী ভাইস চেয়ারম্যান এবং একজন নারী চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ঢাকা বিভাগীয় জেলা শাখা থেকে মোট ১২ জন সংগঠক, কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক এবং কর্মকর্তাবৃন্দসহ প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের অ্যাডভোকেসি ও লবি পরিচালক জনা গোস্বামী।

স্বাগত বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, দীর্ঘদিনের নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের আন্দোলন হিসেবে আজ রাজনীতিতে নারীদের উপস্থিতি দৃশ্যমান হয়েছে। রাষ্ট্রপরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত (বাঁ থেকে) সেলিমা আহমেদ এমপি, আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি, শিরীন আখতার এমপি, সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নাসিম আক্তার হোসাইন

সভায় উপস্থিত উপজেলা নারী ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মনে করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে কেবল পদে অধিষ্ঠিত হওয়া নয়। নিজ প্রত্যাশা অনুযায়ী নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিরা কাজ করতে পারছেন কি না, নারীর জন্য নির্ধারিত সামাজিক ছক থেকে বেরিয়ে কাঠামোগত বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজেকে এজেন্সি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন কি না, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামগ্রিকভাবে নারীর উপস্থিতি, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালন করতে পারছেন কি না এ সব বিষয়ে নারী জনপ্রতিনিধিদের সচেতন থাকতে হবে।

উপস্থিত ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে কয়েকজন মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তারা বলেন–

তাপসী রাবেয়া, শিবপুর, নরসিংদী: নারীরা কেবল নামমাত্রই ভাইস চেয়ারম্যান। পুরুষ প্রার্থীর সাথে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পাওয়া ভাইস চেয়ারম্যান পদের কোনো কার্যকারিতা নেই। কেন এই পদটি তাদের জন্য বহাল রাখা হয়েছে সে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন রাখেন। নারীরা কাজের জন্য কোনো জনবল বা লজিস্টিক সাপোর্ট চাইলে পান না। কোনো প্রশিক্ষণও পান না। সরকারের কাছ থেকে সম্মানী পাওয়া ছাড়া আর অন্য কোনো কাজের সুযোগ তাদের জন্য বরাদ্দ নেই বলে জানান এবং সম্মানীর অঙ্কটাও খুবই কম। তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় উন্নয়নে প্রত্যেক উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানদের জন্য দাপ্তরিক হিসাবে থাকা বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। কাজ সুনির্দিষ্ট করতে হবে; চলমান প্রজ্ঞাপন বাতিল করে নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের জন্য নতুন বরাদ্দ দিতে হবে।

রওশন আরা বেগম, কাপাশিয়া, গাজীপুর: পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলেও নারীদের কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। নারীরা তিনটি এলাকা নিয়ে কাজ করলেও অনেক এলাকায় তাদের জন্য কোনো অফিসও থাকে না।

ইয়াসমিন আক্তার সুমি, সাভার, ঢাকা: নারী ভাইস চেয়ারম্যানরা প্রতিটি পদেই বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। একই ভোটে, একই খরচে নির্বাচিত হবার পরও কোনো ব্যানারে, কার্ডে তাদের নাম দেওয়া হয় না, কোনো সভায় ডাকা হলে তাদেরকে এক কোণায় বসতে দেওয়া হয়। তাদের জন্য কোনো উৎসব বোনাস নেই এবং বরাদ্দকৃত সম্মানীটাও মাঝে মাঝে ঘুষ দিয়ে নিতে হয়। কাজেই বৈষম্যটা একেবারেই দৃশ্যমান।

রোকেয়া বেগম, পাংশা, রাজবাড়ী: ইউএনওর কাছে নারী ভাইস চেয়ারম্যানরা তাদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে অভিযোগ করলেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। প্রতিপদেই নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের নিগ্রহের শিকার হতে হয়।

মাকসুদা আক্তার, সদর, কিশোরগঞ্জ: পুরুষ চেয়ারম্যান ও নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের চাহিদা সমান, তবে কাজের সুযোগ সমান নয়। যেহেতু নারীদের জন্য ভাইস চেয়ারম্যান নামক একটি পদ তৈরি করা হয়েছে সেহেতু তাদের জন্যও কজের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

মোছা: রেখা, বোয়ালমারী, ফরিদপুর: পুরুষ চেয়ারম্যানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চান, কিন্তু' পুরুষরা নারী ভাইস

চেয়ারম্যানদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন। নারী ভাইস চেয়ারম্যানরা বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে চাইলে চেয়ারম্যানরা বিশেষ সুপারিশ করে বিয়ে সম্পন্ন করে দেন।

সামিনা হোসেন, বন্দর উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ: উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউএনও দুজন মিলে উপজেলা প্রশাসন চালান, নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের নিকট হতে কেবল স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। নির্বাচনের সময় জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারায় একজন নারী ভাইস চেয়ারম্যানের দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়াটা খুবই কঠিন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হন।

অ্যাড. রীনা পারভীন, চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা, গাজীপুর: নারীদের নির্বাচন করতে হলে স্বামীর টাকার ওপর নির্ভর করতে হয়। আবার তারা ৩টি উপজেলা নিয়ে নির্বাচন করেন। এরপর নারী ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হলেও বরাদ্দের অভাবে কাজ করতে পারেন না, জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হন। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া কোনোভাবেই নারীরা মূল্যায়িত হবে না। এরপর অধিকারের বিষয়। অধিকার আদায় করতে হলে আগে নিজেদের অধিকারের কথা জানতে হবে। উপজেলা পরিষদের ম্যানুয়ালে সব দায়িত্ব পরিষ্কার করে দেওয়া রয়েছে, এটি দেখে নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের তাদের অধিকার আদায় করে নিতে হবে। এছাড়াও তাদের জন্য গাড়ি, অফিস এবং অফিস পরিচালনার সকল সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের ক্ষমতায়িত করতে হলে তাদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোসহ নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করে সেখানে নারীদের কাজ করার সুযোগ তৈরি করতে হবে।

গুলনাহার, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ: উপজেলা সভাগুলোতে নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের ডাকা হয় না। তাদেরকে কোনো বিষয়ে জানানোও হয় না। কাঠের পুতুলের মতো নারীদের একটি পদ দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

ফাতেমা মনির, সদর, নারায়ণগঞ্জ: আন্দোলন ছাড়া অধিকার আদায় সম্ভব নয়। আমাদের যা প্রয়োজন তার অনেক কিছুই আমরা পাই না।

শারমিন আক্তার, বেলাব, নরসিংদী: আমরা আগামী দিনের জন্য কাজ করতে চাই। নারীরা যেখানে জনসংখ্যার অর্ধেক, সেখানে এত বৈষম্য কেন?

সোহানা জেসমিন, ধামরাই ঢাকা: নারী ভাইস চেয়ারম্যান কেবল একটি পদের নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। উপজেলা পরিষদের যে ফাইল পাস হয় সেখানে তাদের কোনো স্বাক্ষর থাকে না। তারা স্বাক্ষর দেওয়ার ক্ষমতা চান। নারী উন্নয়ন ফোরাম রয়েছে, সেই ফোরামের ৩০% টাকা নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের পাওয়ার কথা, কিন্তু তারা তা পান না।

মধুখালী উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুরাইয়া সালাম বলেন, নারী-পুরুষের জন্য থাকা বরাদ্দ বৈষম্য দূর করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে কেননা নির্বাচনী ব্যয় পুরুষ ও নারী প্রার্থীর জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল যা বহন করা নারীদের পক্ষে সম্ভব না।

মাননীয় সংসদ সদস্য শিরীন আখতার এমপি বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, ক্ষমতায়নের প্রশ্নে নারী ও পুরুষের উভয়ের কথাই বলতে হবে। নারীরা সংগ্রাম করলেও ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে কেবল পুরুষকেই দেখা যায়। রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হলে প্রথমে উপজেলায় গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, জেলা উপজেলার মধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

মাননীয় সংসদ সদস্য সেলিমা আহমেদ এমপি বলেন, আমরা চাই নারী প্রতিনিধিরা যেন একটি সম্মানজনক অবস্থানে থাকেন। নারীদের দায়িত্ব দিলে তা সঠিকভাবে পালন করতে পারে। নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের বরাদ্দ ও দায়িত্ব কেন্দ্র থেকে সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নাসিম আক্তার হোসাইন বলেন, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে দীর্ঘ সংগ্রামের প্রয়োজন হয়েছে। আলোচনায় আসা সমস্যাগুলো সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। নারী জনপ্রতিনিধিদের মর্যাদা ও সম্মান এখনো প্রশ্নবিদ্ধ। ক্ষমতায়ন এখনো হয়নি। নারীর ভূমিকা ও দায়িত্ব উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়ালে ও প্রজ্ঞাপনে অবশ্যই থাকতে হবে। উপজেলা অফিসে থাকা সম্পদের ব্যবহার নারীদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে। ১৭টি স্ট্যান্ডিং কমিটির কাজ ও সিদ্ধান্ত মনিটরিংয়ের দায়িত্ব নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের দিতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য এমপি বলেন, ক্ষমতায়ন বঞ্চনার বিষয়টি সব সময় ছিল, এটা থ াকবে। যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থায় অধিকারকে আদায় করে নিতে হবে। উপজেলা পরিষদে বর্তমান থাকা পরিপত্র পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে সংকট থাকবে না। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে আমলাতান্ত্রিক সংকট আছে। যেটুকু ক্ষমতা পাওয়া গেছে একে কীভাবে কাজে লাগানো যায় সে লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, উপজেলা পর্যায়ে থাকা ৫ স্তরকে কমিয়ে ৩টি স্তরে নিয়ে আসলে সকলে কাজ করার কিছু সুযোগ পাবে।

সভাপতির বক্তব্যে ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, সমতা যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তার স্বীকৃতি আমরা পেয়েছি। মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতার জন্য এখন লড়াই করতে হবে। তিনি নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের উদ্দেশে ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন কাজের প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে, এগুলো জেনে কাজ করতে হবে। নিজ দায়িত্ব বোঝার পাশাপাশি স্থানীয় সরকার কীভাবে কাজ করতে পারে, শক্তিশালী হতে পারে সেদিকটা নিজ বিবেচনায় রাখতে হবে। ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে কীভাবে কাজ করতে হবে তা কাজ করার মাধ্যমেই শিখতে হবে।

আন্দোলন উপপরিষদ থেকে প্রদত্ত বিবৃতি:

- তালেবান সরকার কর্তৃক আফগানিস্তানে নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন বন্ধের ঘোষণায় তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিবৃতি।

জেলা শাখায় আন্দোলন কার্যক্রম

চট্টগ্রাম: নারী নির্যাতন ও ধর্ষকদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দসহ বিভিন্ন তৃণমূল শাখার সদস্যবৃন্দ

যশোর: জেলা শাখা কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক সিডও সম্পর্কে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা, সদস্য খুরশীদা জাহান খান, লিগ্যালএইড সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহার কনা ও আন্দোলন সম্পাদক উম্মে কুলসুম আলো

যশোর

সিডও সম্পর্কে আলোচনা সভা: আন্তর্জাতিক সিডও দিবস উপলক্ষ্যে ১৩ অক্টোবর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সিডও সনদ সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় ও জেলা শাখার সদস্য হাবিবা শেফা। বক্তব্য রাখেন আন্দোলন সম্পাদক উম্মে কুলসুম আলো, লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহার কনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক সম্পাদক সায়েদা বানু শিল্পী, সদস্য খুরশীদা জাহান খাঁন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ সিডও হলো একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দলিল। এটি জাতিসংঘের একটি মৌলিক মানবাধিকার দলিল। ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এই সনদ গৃহীত হয়। ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে এটি কার্যকর হয়। সে হিসেবে ৩ সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বে সিডও দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। সমাজে নারী-পুরুষের সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা না গেলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না বলে বক্তারা অভিমত দেন।

চট্টগ্রাম

শিশু হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে ১১ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ের সামনে আয়াত, বর্ষা ও মাহিয়াসহ দেশের কয়েকটি স্থানে শিশুহত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির। জেলা শাখা ও বিভিন্ন তৃণমূল শাখার সদস্যবৃন্দ এবং শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত নারীরা এ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন।

নারায়ণগঞ্জ

মণ্ডপ পরিদর্শন ও শুভেচ্ছা বিনিময়: ১ ও ২ অক্টোবর শারদীয় দুর্গা পূজায় নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ শহরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন ও বিভিন্ন পূজা কমিটির নেত্রীবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। নেত্রীবৃন্দ রামকৃষ্ণ মিশন, উকিলপাড়া, নতনু পালপাড়া, পুরান পালপাড়া ও নয়ামাটি পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন দলে ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী, সহসভাপতি কৃষ্ণা ঘোষ, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রীতি কণা দাস, লিগ্যাল এইড সম্পাদক সাহানারা বেগম, ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পাদক রওনক রেহানা,

গাইবান্ধা: রিক্তা খাতুনকে নির্যাতনের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত মানব বন্ধন বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ

কাউখালী: বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ক তথ্য উপাত্য পেশ করছেন তরুণী কর্মী শিউলি কর্মকার

মুন্সীগঞ্জ: আলোচনা সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক কানিজ ফাতেমা প্রমুখ।

মধুখালী

আলোচনা সভা: ২৯ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় পশ্চিম গাড়াখোলা গ্রাম শাখায় জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে সিডও সনদের পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন সহসভাপতি নাসরিন কালাম ও খুকু বেগম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শুক্লা ভৌমিক, আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম, নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্য আরিফ আহমেদ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সিডও নারীর মানবাধিকার সংক্রান্ত দলিল। সিডও মূলত রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘের মধ্যে একটি চুক্তি। এ সিডও সনদ অনুমোদনের সার্থকতা নির্ভর করে তা বাস্তবায়নের উপর। এখনো বাংলাদেশ সরকার সিডও সনদের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা ২ এবং ১৬.১ (গ) তে সংরক্ষণ বহাল রেখেছে। এবং যেসব ধারায় অনুমোদন দিয়েছে সেসব ধারার যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটেনি। নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় সিডও সদনের পূর্ণাঙ্গ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন জরুরি। সভায় ৩০ জন তৃণমূল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

গাইবান্ধা

মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ: গাইবান্ধার খ্যাতিমান কবি সরোজ দেবের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে গাইবান্ধার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিককর্মী ব্যানারে ৪ ডিসেম্বর মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের গাইবান্ধা জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং কবি সরোজ দত্তের উপর সন্ত্রাসী হামনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি মাহফুজা খানম মিতাসহ অন্যান্য নেত্রী ও সদস্যবৃন্দ।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণে

জাতীয় কনভেনশন

'নারী ও কন্যা নির্যাতন বন্ধ করি, নতুন সমাজ নির্মাণ করি'– এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ২৮ নভেম্বর'২২ আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের বহুমুখী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আয়োজনে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ ও সামাজিক শক্তিকে সংহত করার লক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, রমনা, ঢাকা-তে জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির চেয়ারপারসন ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম। মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন উক্ত জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। লাভা বিশ্বাস নন্দিনী ও পরিধি মজুমদারের নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে কনভেনশন শুরু হয়।

জাতীয় কনভেনশনে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির পক্ষে 'বর্তমান পরিস্থিতি, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচারের চিত্র' বিষয়ে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও জাতীয় কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার এ. কে. রাশেদুল হক। ঘোষণা পাঠ করেন জাতীয় কমিটির সদস্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু।

এরপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় 'সমাজ মানস ও নারীর মানবাধিকার' বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতীয় কমিটির সদস্য প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক আবুল মোমেন; 'নারী ও কন্যার মানবাধিকার ও অভিন্ন পারিবারিক আইন (ইউএফসি)' বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সিপিডির ডিস্টিংগুইস ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য; 'নারী ও কন্যার নিগ্রহ এবং সাইবার জগৎ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. কাবেরী গায়েন; 'ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ, গণপরিসরে ধর্ষণ বর্তমান সময়ের সামাজিক ব্যাধি' বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমীন।

জাতীয় কনভেনশনে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রখ্যাত লেখক, গবেষক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক; বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. এস এম এ সবুর, মনি সিংহ-ফরহাদ ট্রাস্ট্রের সাধারণ সম্পাদক মুকুল চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা ও তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মাহবুব জামান, সাবেক সাংসদ ছবি বিশ্বাস, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. আব্দুন নূর দুলাল, বিশিষ্ট সাংবাদিক বাসুদেব

জাতীয় কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির চেয়ারপারসন ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম

কনভেনশনে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও উপস্থিতির একাংশ

ধর, আইনজীবী অ্যাড. মো. আমিনুল ইসলাম, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. শামসুদ্দিন আহমেদ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. শাহিদা চৌধুরী, ডা. মেখলা সরকার; নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, শিক্ষক অধ্যাপক ড. তানিয়া হক, ড. মাসুম বিল্লাহ প্রমুখ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ডা. মাখদুমা নার্গিস, রেখা চৌধুরী, আন্‌জুমান আরা আকসির ও লক্ষ্মী চক্রবর্তী; যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম ও অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম, সংগঠন সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা, আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ; প্রকাশনা সম্পাদক সারাবান তহুরা; স্বাস্থ্য সম্পাদক ডা. দীপা ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক খুরশীদা ইমাম, রোকেয়া সদন সম্পাদক নাসরিন মনসুর, পরিবেশ সম্পাদক পারভীন ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হোমায়রা খাতুনসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ। জাতীয় কনভেনশনে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেত্রীবৃন্দ, ৪২টি জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ও নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধি, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং সংগঠনের কর্মকর্তাসহ ৬ শতাধিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির চেয়ারপারসন ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের জন্ম থেকে বৈষম্যের কোনো অবকাশ নেই। সকল নাগরিকের সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার হলো বাংলাদেশের শেকড়। এখানে নারীরা সামষ্টিকভাবে সমাজের জন্য কাজ করছেন। তাদেরকে বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে হবে। জাতি গঠনের জন্য পরিবার, পাঠ্যক্রম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মূল্যবোধ কীভাবে তৈরি করা যায় এ বিষয়ে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের শেকড়, পরিবার, সমাজ ও সংসারকে শক্তিশালী করতে, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে এর বিকল্প নেই।

মডারেটরের বক্তব্যে ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়, বৈশ্বিক সমস্যা। কিন্তু নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার কারণ, প্রকার, প্রতিরোধের পথ সবই দেশ, কাল ভেদে ভিন্ন। এর মূলে রয়েছে সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে থাকা অসম ক্ষমতা কাঠামো। এ থেকে উত্তরণের পথ আমাদের খুঁজতে হবে। তিনি বলেন, নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যে সংকট, প্রতিবন্ধকতাগুলো আছে সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই কনভেনশনের মাধ্যমে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট করণীয় নির্ধারণসহ সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনায়, সমাজ মানস ও নারীর মানবাধিকার বিষয়ে জাতীয় কমিটির সদস্য প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক আবুল মোমেন বলেন, দিন দিন ক্ষমতাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা বাড়ছে। সেসব নারীর ক্ষমতায়নের উদাহরণ। এর বিপরীতে নারীর প্রতি সহিংসতাও অনেক বেশি। এখন নারী নির্যাতনের যে সামাজিক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, সেটা নারীবিদ্বেষী সমাজের। নারীর প্রতি সহিংসতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান রয়েছে চারপাশে। রাজনীতিও এর বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থান নিচ্ছে না। ধর্মের নামে নারী বিদ্বেষ ছড়ানোর বিষয়টিকেও শনাক্ত করা প্রয়োজন। এই পরিস্থিতি উত্তরণে তিনি সকলকে সমাজ মানস পরিবর্তনে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ, গণপরিসরে ধর্ষণ বর্তমান সময়ের সামাজিক ব্যাধি বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমীন বলেন, নতুন সমাজ নির্মাণে একটি বৈষম্যমুক্ত ও পিতৃতন্ত্রমুক্ত আইনি কাঠামো তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত নারীবান্ধব আইনগুলোতেও এখনো পিতৃতন্ত্রের ধারণা প্রবলভাবে রয়ে গেছে। ধর্ষণের ঘটনার বিচারে প্রচলিত আইনের বিষয়ে তিনি বলেন, আইন কাঠামো পরিবর্তন না করে ধর্ষণের সঠিক বিচার সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন, নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধের বিষয়টিতে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য তিনি মনিটরিং মেকানিজম নির্ধারণ এবং অর্থনৈতিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন।

নারী ও কন্যার নিগ্রহ এবং সাইবার জগৎ বিষয়ে অধ্যাপক ড. কাবেরী গায়েন বলেন, সাইবার জগতেও এখন নারীর প্রতি

সব ধরনের নির্যাতন চলে। প্রতি ১০ জনে একজন নারী সাইবার অপরাধের শিকার হচ্ছেন। ডিজিটাল মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি, যৌন হয়রানি, সাইবার বুলিংয়ের ঘটনা ঘটলেও সাইবার হ্যারাসমেন্ট বিষয়ে এখনো অনেক নারী অবগত নন। তিনি বলেন, সাইবার অপরাধ ঠেকাতে আইন প্রয়োগসহ দোষীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সচেতনতা সৃষ্টিসহ সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। শুধুমাত্র আইনের মাধ্যমে এটা বন্ধ করা সম্ভব নয়।

নারী ও কন্যার মানবাধিকার ও অভিন্ন পারিবারিক আইন (ইউএফসি) বিষয়ে অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সাধারণভাবে বলা হয় যে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের কারণে নির্যাতন বেশি হয়। উল্টোভাবে নির্যাতনের ধারাবাহিকতার কারণে আরও বেশি বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। দেশ এখন নিম্নমধ্যম আয়ের। কোনো দেশ নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত না করে উচ্চ আয়ের দেশে উত্তরণ ঘটাতে পারেনি। করোনায় বাল্যবিয়ে বেড়েছে, ১০-২০% শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় বাড়লে নারীর প্রতি অভিঘাত বাড়ে। নতুন উন্নতির অংশীদারিত্বে নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি না পেলে বৈষম্য বাড়বে। নারীর প্রতি সাংস্কৃতিক, আইনি, রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যেন দলগুলো আগামী নির্বাচন ঘিরে তৈরি নির্বাচনী ইশতেহারে অভিন্ন পারিবারিক আইনের বিষয়টি যুক্ত করে। অভিন্ন পারিবারিক আইনের মাধ্যমে বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক ও অভিভাবকত্বের বিষয়ে বৈষম্য দূর করতে হবে। তিনি কনভেনশনে উত্থাপিত সুপারিশসমূহের আলোকে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

অন্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন লেখক, গবেষক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক; বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. এস এম এ সবুর, নারী সাংসদ লুৎফুন্নেসা খান, শিক্ষক ড. মাসুম বিল্লাহসহ বিভিন্ন জেলার নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ।

জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ:

- জাতিসংঘ সিডও সনদের আলোকে বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার করতে হবে। পাশাপাশি জাতিসংঘ সিডও সনদের অনুচ্ছেদ-২ এবং অনুচ্ছেদ-১৬ (১)(গ) হতে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করতে হবে।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করতে হবে। নারী নির্যাতনের সংস্কৃতিকে সমর্থন করে, এমন সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন রোধে পৃথক আইন করতে হবে এবং অপরাধগুলো আলাদাভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং দণ্ডবিধিতে সংযোজন করতে হবে। শিক্ষা ও কর্ম প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অভিযোগ কমিটি গঠন নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।
- বিদ্যমান 'ধর্ষণ'-এর সংজ্ঞা সময়োপযোগী করাসহ ধর্ষণের ঘটনার দ্রুত বিচার নিশ্চিতকল্পে এ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ও সাক্ষীর সুরক্ষা নিশ্চিত করাসহ সাক্ষী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০-এর প্রচার ও বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ধর্ষকের সাথে ধর্ষণের শিকার নারীর বিবাহ প্রদানের প্রবণতা এবং আইন বহির্ভূতভাবে নারী নির্যাতনের মামলার আপসের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।
- ধর্ষণের শিকার নারীর মেডিকেল পরীক্ষা যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা মনিটরিং-এর ব্যবস্থাসহ ডিএনএ ল্যাবের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
- ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- ধর্ষণের ঘটনার মামলায় তদন্ত রিপোর্ট দ্রুত প্রদানের বিষয়ে মনিটরিং-এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার জন্য শেল্টার হোম দেশব্যাপী বৃদ্ধি ও পরিবেশ মানসম্মত করতে হবে।
- সাইবার ক্রাইম বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নারী ও কন্যা নির্যাতন বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান সাপেক্ষে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম সক্রিয় করতে হবে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারী ও কন্যা শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, উপবৃত্তি বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যসূচিতে জেন্ডার ধারণার বিষয় যুক্ত করতে হবে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ছাত্রীদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে স্থানীয় পর্যায়ের সকল কমিটি কার্যকর করতে হবে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটিগুলোকে সক্রিয় করতে হবে।
- বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গণমাধ্যমে ধারাবাহিক প্রচারণা চালাতে হবে।
- মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রামের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মনিটরিং করতে হবে।
- বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে আইনে স্বীকৃতি দিতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার নারীরা যাতে পরবর্তী সময়ে সামাজিক বৈষম্যের শিকার না হয় সে জন্য তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনতে হবে।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন

১৯৮১ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারী অধিকার কর্মীরা ২৫ নভেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালন করে আসছে। ১৯৯৩ সালে ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলনে দিবসটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৯৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নারী নির্যাতন দূরীকরণ বিষয়ক ঘোষণা গ্রহণ করে এবং ২০০০ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে ২৫ শে নভেম্বরকে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তীতে ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পর্যন্ত ১৬ দিনের প্রচারণা কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশ্বের দেশে দেশে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে নারী নির্যাতন দূরীকরণ দিবস পালনসহ ১৬ দিনের প্রচারণায় নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিবছর এই পক্ষকালে নানা কর্মসূচি পালন করে। এ বছর 'নারী ও কন্যা নির্যাতন বন্ধ করি, নতুন সমাজ নির্মাণ করি' এই স্লোগানকে সামনে রেখে কেন্দ্র থেকে জেলা পর্যন্ত নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচার প্রচারণাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই পক্ষ পালনের মধ্য দিয়ে নারী ও কন্যার প্রতি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নানা মাত্রার সহিংসতা ও এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি এবং সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এবারে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। কেন্দ্র ও জেলা পর্যায়ে সংবাদ সম্মেলন: ২৪ নভেম্বর'২২; নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ ও সামাজিক শক্তিকে সংহত করার লক্ষ্যে জাতীয় কনভেনশন: ২৮ নভেম্বর'২২; গণপরিসরে ও গণপরিবহনে যৌন নিপীড়নের ঘটনায় করণীয় বিষয়ে প্রশাসন, পরিবহন মালিক ও শ্রমিক, জনপ্রতিনিধি এবং আইনজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভা: ৫ নভেম্বর'২২; যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনা প্রতিরোধে বিভিন্ন পাড়া, মহল্লায় তৃণমূলের নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণীদের সাথে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা; নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার প্রতিরোধ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পোস্টার প্রতিযোগিতা: ৭ নভেম্বর'২২।

বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় টকশো-তে অংশগ্রহণ

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষকালীন সময় সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম ও অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় টকশো-তে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে সাক্ষাৎকার প্রদান এবং দৈনিক বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

সংবাদ সম্মেলন

নারী ও কন্যার প্রতি যৌন সহিংসতা ও তরুণ প্রজন্মের সম্পৃক্ততা বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন

২৪ নভেম্বর'২২ রিপোর্টার্স ইউনিট, ঢাকা-এর নসরুল হামিদ মিলনায়তনে,'নারী ও কন্যা নির্যাতন বন্ধ করি, নতুন সমাজ নির্মাণ করি'–প্রতিপাদ্যটির আলোকে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর) ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস'২২ পালন উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচি ঘোষণা এবং 'নারী ও কন্যার প্রতি যৌন সহিংসতা (ধর্ষণ) ও তরুণ প্রজন্মের সম্পৃক্ততা বিষয়ক' গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। সংবাদ সম্মেলনের উদ্দেশ্য এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের কর্মসূচি উপস্থাপন করেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা। 'নারী ও কন্যার প্রতি যৌন সহিংসতা (ধর্ষণ) ও তরুণ প্রজন্মের সম্পৃক্ততা' বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারপারসন খন্দকার ফারজানা রহমান।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, উপস্থিত আছেন (বাঁ থেকে) লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারপারসন খন্দকার ফারজানা রহমান

লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, বর্তমানে এই পটভূমির ধারাবাহিকতায় ১৬ দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন করা হয়। বাংলাদেশে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা উদ্বেকজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সহিংসতার ঘটনায় তরুণদের সম্পৃক্ততাও সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে নারী ও কন্যার প্রতি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নানা মাত্রার সহিংসতা ও এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি এবং সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গবেষণা প্রতিবেদনে অধ্যাপক খন্দকার ফারজানা রহমান উল্লেখ করেন, করোনার পরে মাত্র ১০ মাসে ৬৪৩টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এত অল্প সময়ে অধিকসংখ্যক ধর্ষণের ঘটনা নারীর সমতা ও ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্বেগ তৈরি করেছে। এমন পরিস্থিতিতে গবেষণার জন্য ৩৮৪ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছ থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল কেন যুব জনগোষ্ঠী ধর্ষক এবং ধর্ষণের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং যৌন সহিংসতা সম্পর্কিত মামলাগুলোর বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে আসা বাধাগুলো চিহ্নিত করা এবং তার সমাধানের জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা। তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ৮২% ধর্ষণের শিকার নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮২.৩% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যুব জনগোষ্ঠীর যৌন সহিংসতার শিকার হওয়ার প্রবণতা বেশি; এবং ৫৯.৪% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যুব জনগোষ্ঠীর যৌন সহিংসতার অপরাধী হওয়ার প্রবণতা বেশি। যুব জনগোষ্ঠীর যৌন সহিংসতার ঘটনায় অপরাধী হয়ে ওঠার জন্য সমীক্ষায় আর্থ-সামাজিক পটভূমি এবং অপরাধীদের পারিবারিক অবস্থা, অভিভাবকদের যথাযথ সুপারভিশনের অভাব; অপরাধীদের অতীতে অন্যান্য অপরাধের সাথে যুক্ত থাকা এবং উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত না হওয়াকে শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি ধর্ষণের ঘটনায় ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে ভিকটিমকে দোষারোপ করা এবং সেকেন্ডারি ভিকটিমাইজেশন; তদন্ত কর্মকর্তাদের অজ্ঞতা, প্রসিকিউটরদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থতা, তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার বিলম্ব; ভিকটিম এবং মামলার সাক্ষীদের সুরক্ষা প্রদান সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতাসহ আরো কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা তিনি তুলে ধরেন। এ সময় তিনি ধর্ষণের ঘটনার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিতে এবং তরুণদের যৌন সহিংসতার ঘটনায় সম্পৃক্ততা কমাতে কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরেন। তিনি বলেন ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের সকল সুবিধা এক জায়গায় নিয়ে আসতে হবে; যুবকদের জন্য সৃজনশীল জীবনমুখী কর্মপ্রক্রিয়া চালু করতে হবে, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের নিরসন করতে হবে। কমিউনিটি সালিশি ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে; নীতিমালা আধুনিকায়নের জন্য নিয়মিত গবেষণা করতে হবে; অভিযুক্তদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে কাজ করতে হবে; মামলা পরিচালনায় জেন্ডার জাস্টিস নিশ্চিত করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, মূলত গণমাধ্যমে আসা তথ্য নিয়ে সংগঠন সমীক্ষার কাজ করেছে। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ১৬ দিনের এই প্রচারণামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে আসা তথ্যের মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য নির্ধারণ করি। আন্তর্জাতিক নারীআন্দোলন গবেষণার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহকে এখন গুরুত্ব দিচ্ছে।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির ১৬ জন নেত্রীবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিদ্যা বিভাগের ৪ জন শিক্ষার্থীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৪৯ জন সাংবাদিক এবং সংগঠনের কর্মকর্তা ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মহানগর

মতবিনিময় সভা

গণপরিসর ও গণপরিবহনে নারী ও কন্যার নিরাপত্তা চাই

৫ ডিসেম্বর '২২ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখার আয়োজনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সুফিয়া কামাল ভবনের আনোয়ারা বেগম মুনিরা খান মিলনায়তনে (সুফিয়া কামাল ভবন, ১০/বি/১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা) গণপরিসর ও গণপরিবহনে নারী ও কন্যাদের প্রতি সংঘটিত সহিংসতা, নির্যাতন ও নিপীড়ন বন্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে 'গণপরিসর ও গণপরিবহনে নারী ও কন্যার নিরাপত্তা চাই' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এবিএম আমিন উল্লাহ নুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম; 'নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)' আন্দোলনের চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাস গুপ্ত; বিআরটিএ-এর পরিচালক (অপারেশন) মো. লোকমান হোসেন; শ্যামলী পরিবহনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রমেশ চন্দ্র ঘোষ; রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান; '৭১ টিভির সিনিয়র রিপোর্টার নাদিয়া শারমিন। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস। লিখিত বক্তব্য রাখেন আন্দোলন সম্পাদক জুয়েলা জেবুননেসা খান। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি মাহাতাবুন নেসা।

স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস বলেন, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের আন্দোলনকে অগ্রসর করতে হলে তরুণসমাজসহ সকল মানুষের অংশগ্রহণ ও অংশীদার একান্ত আবশ্যক বলে জানিয়েছেন।

প্রধান অতিথি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সচিব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দাবির প্রতি সমর্থন জানাতে এখানে উপস্থিত হয়েছি। অসংখ্য মা-বোন গণপরিবহনে সহিংসতার শিকার হন, কিন্তু সামাজিকভাবে তা প্রকাশ করেন না। আপনাদের সুপারিশগুলো থেকে যতগুলো সম্ভব বাস্তবায়ন করার চেষ্টা থাকবে। ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। গাড়িতে স্টিকার লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে, সারাদেশে এটা করা হবে।

ডা. ফওজিয়া মোসলেম বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে নারীরা বহুমুখী অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও সকল বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলছেন। সমাজের অসম ক্ষমতায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গি নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ বলে তিনি মনে করেন। এ জন্য প্রশাসনের সকল স্তরে নারীবান্ধব পরিবেশের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাহলে হয়তো মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত দেশের নারীরা স্বাধীনতার সুফল পেতে পারে।

৭১ টিভির সিনিয়র রিপোর্টার নাদিয়া শারমিন বলেন, সবাই আসলে গণপরিবহনে হয়রানির শিকার হন। বলা হয়েছিল বাসে দুই পাশে গেট থাকবে। কিন্তু অধিকাংশ বাসেই ওঠানামার একটিমাত্র গেট যার ফলে বাসে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, মঞ্চে উপস্থিত (বাঁ থেকে) বিআরটিএ এর পরিচালক (অপারেশন) মো. লোকমান হোসেন, নিরাপদ সড়ক চাই'র চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সচিব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি মাহাতাবুন নেসা, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাশগুপ্ত

গণপরিসর ও গণপরিবহনে নারী ও কন্যাদের প্রতি সংঘটিত সহিংসতা, নির্যাতন ও নিপীড়ন বন্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে 'গণপরিসর ও গণপরিবহনে নারী ও কন্যার নিরাপত্তা চাই' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় উপস্থিতির একাংশ

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাস গুপ্ত মনে করেন, আজকের সভায় উত্থাপিত সুপারিশ গুলোকার্যকর করতে পারলে সংকট থাকবে না।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের গণপরিবহন নারীবান্ধব নয়। দূরপাল্লার বা অভ্যন্তরীণ স্বল্পদূরত্ব পরিবহনে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। নগর পরিবহনে নারী ও শিশুর জন্য ৯টি সিট বরাদ্দ থাকলেও সিটে পুরুষ যাত্রীরা বসে থাকে। যাত্রী ছাউনিগুলো দখলে থাকার কারণে নারীদের রোদে পুড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বাসসহ সকল পরিবহনে সিসি ক্যামেরা বাধ্যতামূলক করতে হবে। বাসের শ্রমিকদের পোশাক নিশ্চিত করতে হবে। কাউন্সিলিং করতে হবে। নারীদের আগে নামতে দিতে হবে।

নিরাপদ সড়ক চাই-এর (নিসচা) চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, পরিবারে ও সমাজে মানবিক মূল্যবোধের জায়গাগুলো ঠিক করতে হবে। পরিবহন শ্রমিক ও ড্রাইভারদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

বিআরটিএ-এর পরিচালক (অপারেশন) মো. লোকমান হোসেন বলেন, সুপারিশগুলোর মধ্যে যেগুলো বিআরটিএ-সংশ্লিষ্ট তা আমরা বাস্তবায়নের চেষ্টা করব। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সুপারিশগুলো আমাদের কাছে দিলে আমরা তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেব।

শ্যামলী পরিবহনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ বাস ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি রমেশ চন্দ ঘোষ বলেন, আজকের যে বিষয়ে সভা তার বেশিরভাগ দায়িত্ব আমাদের ওপর। কর্মজীবী মহিলাদের জন্য আমরা সিট সংরক্ষিত রেখেছি। পরিবহন পরিসেবা নিয়ে আমরা কাজ করি। বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা আনতে গেলে কতরকম কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যাতায়াতের ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করি। আপনারা যে একটি মহৎকাজ হাতে নিয়েছেন তার সাথে আমরা সহমত পোষণ করি। আপনাদের কাছে আরও ভালো পরামর্শ থাকলে আমাদেরক দেবেন, আমরা চেষ্টা করব।

মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দ, ঢাকা মহানগর কমিটির নেত্রীবৃন্দ, মহানগর পাড়া কমিটির সদস্য সংগঠনের সদস্যবৃন্দ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ প্রায় শতাধিক উপস্থিত ছিলেন। সভা সঞ্চালনায় ছিলেন ঢাকা মহানগরের লিগ্যাল এইড সম্পাদক শামীমা আফরোজ আইরিন।

সুপারিশসমূহ

- গণপরিবহনে নারী ও কন্যা শিশুকে নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে সরকারকে কঠোর ও সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নিপীড়নকারী ধর্ষক, সহযাত্রী, চালক, কন্ডাক্টর, হেল্পার, সুপারভাইজার, এমনকি মালিক যিনিই হোন না কেন তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। প্রয়োজনে রুট পারমিট বাতিল করতে হবে।
- গণপরিবহনে আচরণ বিধিমালা এবং জেন্ডার সংবেদনশীল সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন সম্বলিত স্টিকার থাকতে হবে।
- জনপরিসরে, টিকিট কাউন্টারে, যাত্রী ছাউনিতে এবং গণপরিবহনে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এবং প্রতিটিতে সিসি টিভি ক্যামেরা প্রতিস্থাপন করতে হবে। কালো গ্লাস নিষিদ্ধ করতে হবে।
- গণপরিবহনে পরিবহন শ্রমিকদের মাদক গ্রহণের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সম্পৃক্তদের গাড়ি চালানোর পূর্বে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট-এর

সামনে 'ডোপ টেস্ট' বাধ্যতামূলক করতে হবে।

- গণপরিসরে নারীর অশালীন চিত্র সম্বলিত বিলবোর্ড নিষিদ্ধ করতে হবে। চালক, হেল্পার, কন্ডাক্টরকে গণপরিবহনে স্মার্ট ফোনের ব্যবহার এবং আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।
- গণপরিবহনে উন্নত বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো নারী, শিশু, গর্ভবতী নারী, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে চালক বা সুপারভাইজারকে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পূর্বে নির্দেশনা দিতে হবে।
- নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং বাকি সিটগুলো নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য গণপরিবহনে লেখা থাকতে হবে।
- গণপরিবহনে মালিক, চালক ও কন্ডাক্টরের আইডি কার্ড এবং বাসের নম্বর সামনে পেছনে লাগাতে হবে।
- নারীদের জন্য বাসের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং সিটিং সার্ভিস চালু করে ডাবল গেটের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এক গেট দিয়ে প্রবেশ এবং অন্য গেট দিয়ে গমনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- গণপরিবহনে গান, ওয়াজ প্রচারণা বন্ধ করতে হবে এবং ভিক্ষুক, ফেরিওয়ালা, ভাসমান তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকদের যত্রতত্র ওঠানামা নিষিদ্ধ করতে হবে।
- গণপরিবহনে চালক ও শ্রমিকদের পরিবহন নীতিমালার পাশাপাশি জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়ে পুনঃপুনঃ প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- নারী-পুরুষের সমতা বিধানের জন্য রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হতে হবে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় মনিটরিং করতে হবে।
- গণপরিবহনে নিয়োগকর্তাকে চালক, হেল্পার ও কন্ডাক্টরকে নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক কি না, অষ্টম শ্রেণির পাসের সনদ, ভোটার আইডি এবং চালকদের লাইসেন্স যাচাই করে নিতে হবে।
- ধর্ষণ প্রতিরোধে আইন পরিবর্তন করতে হবে, ধর্ষককেই প্রমাণ করতে হবে সে ধর্ষণ করেনি। সেক্ষেত্রে বিচারকমণ্ডলী সঠিকভাবে কাজ করছেন কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে।
- গণপরিবহনে অব্যাহত কর্মজীবী নারী, নির্মাণ শ্রমিক, পোশাক শ্রমিকসহ সর্বস্তরের নারীরপ্রতি নিপীড়ন ও সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারকে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে।
- গণপরিবহনকে আধুনিকায়ন অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করতে হবে যাতে করে হেল্পার, কন্ডাক্টর, চালক ছাড়াই গাড়ি চলতে পারে।
- গণপরিবহনে চালক, হেল্পার, কন্ডাক্টরদের পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে এবং টাইম শিডিউল মানতে বাধ্য করতে হবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা ও প্রতিকার বিষয়ে পোস্টার প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস (২৫ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর) পালন উপলক্ষে ৭ ডিসেম্বর'২২ 'নারী ও কন্যা নির্যাতন বন্ধ করি, নতুন সমাজ নির্মাণ করি'– প্রতিপাদ্যের আলোকে সংগঠনের আনোয়ারা বেগম-মুনিরা খান মিলনায়তনে (সুফিয়া কামাল ভবন, ১০/বি/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা) 'নারীর প্রতি সহিংসতা ও তার প্রতিকার' বিষয়ক পোস্টার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। পোস্টার প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী সাঈদা কামাল এবং দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার প্রধান শিল্পনির্দেশক বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অশোক কর্মকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম।

অনুষ্ঠানে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ সায়েদ কবির

চিত্রশিল্পী অশোক কর্মকার বলেন, পোস্টারগুলো থেকে নারী ও শিশুসহ সমাজের বিভিন্ন ধরনের নিপীড়িত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ ও বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠেছে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিদের সাথে (বাঁ থেকে) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম, প্রধান অতিথি প্রথম আলোর প্রধান শিল্প নির্দেশক অশোক কর্মকার, সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ

আজকে যারা পোস্টারগুলোর মাধ্যমে এমন কাজ করতে পেরেছেন তারা নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনকে প্রতিহত করতে ভবিষ্যতে অনেক বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন ।

সভাপতির বক্তব্যে ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, আমরা দেখেছি সমাজে যেসকল ঘটনা বার-বার ঘটে তা মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সময় তিনি বলেন, মহিলা পরিষদের একটা অভিজ্ঞতা হলো নারী আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে নারী নির্যাতনের বিষয়টিতে সকলকে সচেতন ও সোচ্চার করে তোলার কাজটি সংগঠন যে দীর্ঘদিন ধরে করছে তা পোস্টারের মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়েছে। একইসঙ্গে নারীর প্রতি সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে যা নারী আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আসলে একজন পুরুষ ও নারী উভয়ই পরিবার ও সমাজ থেকে প্রাপ্ত রীতিনীতি ও শিক্ষা থেকে নারী নির্যাতনকারী হয়ে উঠতে পারে সেদিকে আমাদের সচেতন হতে হবে। তিনি এ সময় দেশের উন্নতির জন্য মানুষের মুক্তির জন্য সূর্যের শক্তির মতো সকলকে সম্মিলিত শক্তিকে বুকে ধারণ করে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান।

স্বাগত বক্তব্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের কর্মসূচি হিসেবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা সারা বিশ্বে ক্রমশ উদ্বেগে পরিণত হচ্ছে। ফলে নারীকে সহিংসতামুক্ত করার জন্য বিশ্ব নানা উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের আন্দোলনে তরুণ সমাজকে আরো সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রথমবার পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজনে অনেক তরুণ সাড়া দিয়েছেন, এতে নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সমষ্টিগত ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে, যা নারী আন্দোলনের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে থাকবে।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম বলেন, নারীরা যত অগ্রসর হচ্ছে তত সহিংসতা বাড়ছে। প্রযুক্তিগত ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নের কথা বলা হলেও এর অপব্যবহারের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে। পোস্টার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পোস্টারের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের বিষয়ে মনোজগতের ভাবনা ফুটে উঠেছে যা সংগঠনের কর্মসূচি প্রণয়নে নতুনমাত্রা যুক্ত করবে।

অনুষ্ঠানে প্রথম পুরস্কার পান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ সায়েদ কবির; দ্বিতীয় পুরস্কার পান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থী ঐশী মিত্র এবং তৃতীয় পুরস্কার পান সিদরাতুল আফিয়া। প্রত্যেককে এ সময় সনদ, ক্রেস্ট ও বই প্রদান করা হয়। বিশেষ পুরস্কার পান সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের শিক্ষার্থী উম্মে হাবিবা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মধুরিমা নিয়োগী ও মৌমিতা দাস মেঘলা। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দ, পাড়াকমিটির সদস্য, পাঠচক্রের সদস্য, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ও সংগঠনের কর্মকর্তাসহ প্রায় শতাধিক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের গবেষণা কর্মকর্তা আফরুজা আরমান।

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা

২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে এবং ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশিওলজি ক্লাবের আয়োজনে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক মামুন। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এয়ার কমোডর (অব.) এশফাক এলাহী চৌধুরী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও জাতীয় পরিষদ সদস্য অ্যাড. মাকছুদা আক্তার লাইলী, মহিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবি পরিচালক অ্যাড. দীপ্তি সিকদার, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশিওলজি ক্লাবের মডারেটর মানজুমা আহসান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট অব সোশিওলজি ক্লাব আনিকা ইবনে নওশীন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মডারেটর, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি সোশিওলজি ক্লাব অ্যান্ড সিনিয়র লেকচারার অব দি ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি এস. এম আনোয়ারুল কায়েস শিমুল। তিনি বলেন, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশিওলজি ক্লাব সব সময় শিক্ষার্থীদের সাথে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচি করে আসছে। তিনি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে এবং তরুণদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা সহিংসতা মুক্ত ও ক্যাম্পাস গড়ে তুলবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

যৌন নিপীড়ন ও উত্ত্যক্তকরণ বন্ধে এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের দিকনির্দেশনামূলক রায় সম্পর্কে আলোচনা করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মাকসুদা আক্তার লাইলী। তিনি বলেন, মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে যৌন হয়রানিকে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যৌন হয়রানি বন্ধে কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যতদিন এ বিষয়ে কোনো আইন হবে না ততদিন এই নির্দেশনামূলক রায় সংবিধানের ১১১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবশ্য পালনীয়। তিনি বলেন, এ নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো আলাদা আইন নেই এবং এই রায় অনুযায়ী যে কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে সেগুলোও বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে করা হয়নি। তিনি নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত রূপ হিসেবে যৌন সহিংসতাকে নির্দেশ করেন। তিনি আরো বলেন যে, থানাতে নির্যাতনের শিকার নারীর মামলা নেওয়া, পরীক্ষা ও সুরক্ষা প্রদানের বিষয়গুলোতে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে তরুণসমাজের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবি অ্যাড. দীপ্তি সিকদার। তিনি বলেন, নারী-পুরুষের সমতার ব্যাপারগুলো আমাদের যথাযথ ভাবে জানতে ও চর্চা করতে হবে। সচেতনতার জায়গা সৃষ্টি খুবই জরুরি এবং তার শুরুটা পরিবার থেকেই করা উচিত।

সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম বলেন, কন্যাশিশুরা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জেন্ডার বৈষম্যের শিকার হয়। জেন্ডার বৈষম্য দূর করে জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার ও সমাজ গঠনে ভূমিকা পালন করতে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। আজকের তরুণসমাজ ভবিষ্যতের কর্ণধার। তাই তরুণদের নিজেদের সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে ও নারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে।

ফ্যাকাল্টি মডারেটর মানজুমা আহসান বলেন, যে কোনো ধরনের সহিংসতায় কালচার অব সাইলেন্স সেই সহিংসতাকে আরো বেশি মাত্রায় নিয়ে যেতে পারে। তাই সহিংসতায় নীরব না থেকে সোচ্চার হওয়ার কথা বলেন তিনি। স্ট্রাকচারাল জায়গা যেমন পুরুষতান্ত্রিক শব্দচয়নে পুরুষেরা নারী-পুরুষের বিভাজন হিসেবে অনেক সময় দেখে, তাই এই জায়গাগুলোতে পরিবর্তন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইশরাত জাহান, রায়না আক্তার, জোবায়দা আক্তার রিনি, মারিয়া মনোয়ারা, ইমতিয়াজ ইকবাল, মো. সাইফুর রহমান। শিক্ষার্থীরা মেয়েদের জন্মের পর থেকেই তাদের মৌলিক অধিকারগুলো নিয়ে যে বৈষম্য সে দিকগুলো নিয়ে কথা বলেন। নারীদের বিয়ের পর

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এয়ার কমরেড (অব:) এশফাক এলাহী চৌধুরী, মহিলা পরিষদের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, আইনজীবী ও জাতীয় পরিষদ সদস্য অ্যাড. মাকছুদা আক্তার লাইলী এবং ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি এন্ড লবী অ্যাড. দীপ্তি সিকদার

তাদের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধের ও তাদের পোশাকের স্বাধীনতাসহ গণপরিবহনে নিরাপত্তার অভাব এই বিষয়গুলোও তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীরা পরিবার সমাজ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহিংসতামুক্ত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম বলেন, বিয়ে দিলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে– এই ধরনের মানসিকতা বাল্যবিবাহের জন্য বেশি দায়ী। তিনি বলেন, নারীর মানবাধিকারের ব্যাপারগুলো উপেক্ষিত বলেই গণপরিবহনে, রাস্তায়, পরিবারে ও সকল জায়গায় নারীদের নিরাপত্তা আজ অনিশ্চিত। শুধু তাদের জন্য আলাদা গণপরিবহনের ব্যবস্থা এ সমস্যা সমাধানে কার্যকরী হবে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি আরো বলেন যে, নারীর অধিকারের জন্য, এমনকি নারীর ওপর মানসিক নির্যাতন নিয়েও আইন রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে জানতে হবে এবং কার্যকরী ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কেও জানতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে যার যার জায়গা থেকে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মতবিনিময় সভায় সভাপতি উপ-উপাচার্য ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক মামুন বলেন, এখনো আমাদের দেশে পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান। আমরা যদি নারীদের সম্মান ও যোগ্য মর্যাদা না দিই তাহলে আমাদের দেশ উন্নত হতে পারবে না। নারীদের কর্মসংসস্থানের পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। তিনি বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সহিংসতামুক্ত এবং ছেলেমেয়ের প্রতি কোনো বৈষম্য করি না। আমরা চাই প্রত্যেকের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ থাকুক এবং তাদের জীবনে কর্মক্ষেত্রে ও পরিবারে এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমান অধিকার নিশ্চিত হোক। তিনি শিক্ষার্থীদের পরিবারে সমতা চর্চা করার আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকে ভবিষতে এ ধরনের কর্মসূচি আয়োজন করার জন্য অনুরোধ জানান। মতবিনিময় সভায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দসহ মোট ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভার সুপারিশসমূহ

- নারীদেরকে তাদের অধিকার সংক্রান্ত আইন ও আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে।
- গণপরিবহনে ও রাস্তায় নারীর চলাচল নিরাপদ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- পরিবার থেকে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
- বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে।
- নারীর পোশাক তার প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির কারণ– এ ধরনের চিন্তাধারা থেকে সমাজকে বের করে আনতে হবে।
- বিয়ের পরে নারীরা যাতে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- আইন প্রয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাজে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের আলোকে কর্মস্থলে যৌন হয়রানি বন্ধে অভিযোগ কমিটি গঠন করতে হবে।
- ছেলেদেরকেও তাদের মতামত জানানোর সুযোগ দিতে হবে।
- নারীরাও যাতে নিজেদের অভিযোগগুলো সম্পর্কে বলতে পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া অপরাধগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় সেজন্য তাদের সচেতন করতে হবে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে

আইনগত সহায়তা গ্রহণকারীদের নিয়ে কর্মশালা

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন যুগ্মসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, উপস্থিত আছেন সহসভাপতি রেখা চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ডা. মালেকা বানু, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা, আইনজীবী অ্যাড. ফাতেমা খাতুন (ডানে)

'সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার পাশে দাঁড়াই, ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করি'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সুফিয়া কামাল ভবন মিলনায়তনে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনগত সহায়তা গ্রহণকারী এবং প্যানেল আইনজীবীদের অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যক্রম আরও সমন্বিতভাবে করার লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সহসভাপতি রেখা চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা। আরও বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক ডা. মালেকা বানু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম। বিভিন্ন মামলা পরিচালনার বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন অ্যাড. হাশেম রাজা স্বপন, অ্যাড. আমিনুল ইসলাম, অ্যাড. সোহানা আক্তার, অ্যাড. মো. নূর উদ্দিন। কর্মশালা সঞ্চালনায় ছিলেন অ্যাড. ফাতেমা খাতুন। কর্মশালায় সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ, সংগঠনের প্যানেল আইনজীবী, আইনগত সহায়তা গ্রহণকারীবৃন্দ, কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের সদস্য ও কর্মকর্তাসহ মোট ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত কর্মশালায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, প্রশিক্ষণ গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক খুরশিদা ইমাম, রোকেয়া সদন সম্পাদক নাসরিন মনসুর, পরিবেশ সম্পাদক পারভীন ইসলাম; কেন্দ্রীয় লিগ্যাল উপপরিষদের সদস্য ডা. নাহীদ নবী লেনা, কাজী দ্রাকসিন্দা জেবীন।

লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদ কাজ করে যাচ্ছে। নারী নির্যাতন বন্ধের কাজ দুরূহ কাজ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রায় চার দশক ধরে আইনগত সহায়তা ও পারিবারিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সালিশে মীমাংসা করা হয়। আমাদের সহায়তা আপনাদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষুদ্র পরিসরে সহযোগিতা করা হয়। আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতা, পরামর্শ, আমাদের সহায়তা কার্যক্রম আরও পরিশীলিত এবং গতিশীল হবে। আপনারা নিজেরা সচেতন হবেন, অন্যদেরকেও সচেতন করবেন। মামলায় দীর্ঘসূত্রিতার কারণে একজন নির্যাতনের শিকার নারী তার মনোবল হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে বিচারের আশা যা নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার দাবি জানান।

সাধারণ সম্পাদক ডা. মালেকা বানু বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারী-পুরুষ সমান মর্যাদা নিয়ে যাতে পথ চলতে পারে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

সেটা নিয়ে এই সংগঠন ৫২ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। নারীরা সহিংসতার শিকার হয় পরিবার। সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর প্রতি সহিংসত বন্ধে কোনো অপরাধী যেন ছাড় না পায় সেজন্যই এই সংগঠন কাজ করে চলেছে। আমরা যেন নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যাদের আইনগত সহায়তা দিতে পারে সেজন্য আমরা কাজ করছি। যখন আইনগত সহায়তা দেওয়া শুরু হয় তখন থেকে আমাদের যৌথ অভিজ্ঞতা বিষয়ে কর্মশালা শুরু হয়। কীভাবে এই কাজকে আরও গতিশীল করা যায় সে বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করছি। আইনগত সহায়তা গ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা যোগ করতে পারলে আমাদের আন্দোলনটা আরও জোরদার হবে। ন্যায্য অধিকার যদি পূরণ করতে চাই তাহলে অনেক বড় আন্দোলনের প্রয়োজন। এই আন্দোলনের সাথে সবাইকে যুক্ত হবার আহ্বান জানান।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বহুমুখী পদ্ধতিতে কাজ করছে। সাংগঠনিক দায়বদ্ধতা ছাড়াও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে নারীদের অধস্তন অবস্থা দূর করে পরিবার ও সমাজে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠন সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাদেরকে এই আইনি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি। প্রতিবছর আমরা আপনাদের জন্য আইনগত কী সহায়তা করতে পারি এটা নিয়ে এই কর্মশালা করে থাকি। আনশকার মামলা গত বছর ২০২১ সাল থেকে চলছে। এই দীর্ঘ সূত্রিতার জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কাজ করছে এবং বছরের পর বছর লড়াই করছে। আমরা নারী ও কন্যার অধিকার ও তাদের প্রতি সহিংসতার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছি।

সহসভাপতি রেখা চৌধুরী বলেন, নারীর প্রতি সংঘটিত কোনো সহিংসতার ঘটনাই তুচ্ছ নয়। ঘরে ঘরে এই সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। সহিংসতা প্রতিরোধে নারীদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আইনি সহায়তা প্রদানে সংগঠনের পরিধি আরও বৃদ্ধি করতে সকলকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন আপনারা সাহসী হয়ে উঠুন। যত বেশি নারী-পুরুষ সংগঠনের সাথে যুক্ত হবেন তত বেশি আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারব।

কর্মশালায় আইনগত সহায়তা গ্রহণকারীরা তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। নিজ নিজ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন সালমা আক্তার, নাজমা বেগম (সামিনের মা), শিরিন, সাদিয়া আফরিন, শ্রাবন্তী, ঝর্ণা, ঊর্মি, রুনা, ডা. মানসী দত্ত, শম্পা সাহা ও তিথি। তাঁরা তাদের সমস্যাগুলোর কথা বলেন এবং এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কাছ থেকে তাঁরা যে আইনি সহায়তা পাচ্ছে এবং এই সংগঠন সবসময় তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে তার জন্য তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সুপারিশসমূহ

- নারীর পাশাপাশি পুরুষদের সাথে নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চালাতে হবে।
- পরিবার থেকেই নারী-পুরুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং সম্পদের সমান বণ্টন করার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।
- নারীদের স্বনির্ভর হতে হবে। সকল সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- পারিবারিক আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
- পাবলিক প্রসিকিউটরদের সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- বিচার প্রক্রিয়াকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে।
- যৌথভাবে নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম আরো সমন্বিতভাবে করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘন, আসুন সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার জন্য সমন্বিত সেবা নিশ্চিত করি'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২৬ অক্টোবর তেজগাঁও উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, তেজগাঁও, ঢাকার যৌথ উদ্যোগে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম আরো সমন্বিতভাবে করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএমপি, ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এ কে এম হাফিজ আক্তার বিপিএ-বার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম। সভাপতিত্ব করেন উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, ডিএমপি, ঢাকা-এর উপ-পুলিশ কমিশনার (অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) জনাব হামিদা পারভীন, পিপিএম-বার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আইনজীবী অ্যাড. ফাতেমা খাতুন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি জনাব এ কে এম হাফিজ আক্তার বলেন, সারা বিশ্বে নারী নির্যাতন এবং সাইবার ক্রাইম বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে করোনা ও যুদ্ধ পরিস্থিতি নারীর প্রতি সহিংসতাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ রকম পরিস্থিতিতে তিনি নারীদের সাইবার ক্রাইম থেকে রক্ষা পেতে সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি ধর্ষণের ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের জন্য আলামত সংরক্ষণের ওপর জোর দেন। পাশাপাশি ধর্ষণের শিকার নারীদের জন্য মানসিক সহায়তা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে একত্রে কাজ করে আসছে। ক্ষেত্রবিশেষে মহিলা পরিষদ

বক্তব্য রাখছেন হামিদা পারভীন, পিপিএমবার উপ-পুলিশ কমিশনার, উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন,ডিএমপি, ঢাকা; মঞ্চে উপস্থিত (বাঁ দিক থেকে) বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা, একে এম হাফিজ আক্তার বিপিএ-বার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপারেশনস), ডিএমপি, ঢাকা এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম

আন্দোলন করছে, অ্যাডভোকেসি ও লবি করছে এবং উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার সহায়তার জন্য আন্তরিকতা ও মানবিকতার সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সমন্বিতভাবে কাজগুলো সঠিকভাবে করতে পারলে এই সেলগুলো সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার সেবা দানে আরো উন্নত হবে।

কর্মশালায় উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, ডিএমপি-র তদন্ত কর্মকর্তাদের উপস্থিতির একাংশ

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা বলেন, নারীর অগ্রগতির অন্যতম উদাহরণ আজ পুলিশ প্রশাসনে যে-সকল নারীরা কাজ করছেন তাঁরা প্রত্যেকেই। নারীকে এমন অবস্থানে আসতে পরিবার ও সমাজের সকল প্রতিকূল পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। নারীর অধিকারের ক্ষেত্রেও চিন্তা ও চেতনার পরিবর্তন হচ্ছে। ক্ষমতায়নের উচ্চ পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি থাকলেও তার সিদ্ধান্তগ্রহণ, অংশীদারিত্ব এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের আরও কাজ করতে হবে।

কর্মশালার সভাপতি হামিদা পারভীন বলেন, নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও ভিকটিমদের সর্বোচ্চ সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন আন্তরিকভাবে কাজ করছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন বাস্তবায়নে ডিভিশন কাজ করছে। এটি আমাদের গর্বের জায়গা। তিনি নারীদের নিরাপত্তার জন্য সকলকে সচেতন করতে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

১ম কর্ম অধিবেশনে নারীর মানবাধিকার ও জেন্ডার ধারণা, নারীর অধিকার রক্ষায় মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্বলিত কতিপয় রায় বাস্তবায়ন বিষয়ে করণীয় এবং পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের সম্পাদক রেখা সাহা, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জাতীয় পরিষদ সদস্য অ্যাড. মাকছুদা আখতার এবং সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. রামলাল রাহা।

আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ ও নির্মূলের ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

১ম অধিবেশন শেষে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে চ্যালেঞ্জ ও করণীয়; গণপরিবহন ও গণপরিসরে যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে করণীয় এবং পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধের ঘটনার ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে দলীয় কাজ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ ও কর্মকর্তাসহ ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বাগেরহাট জেলা শাখার সংগঠকদের প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ

২৯ অক্টোবর বাগেরহাট প্রেসক্লাব মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে বাগেরহাট জেলা শাখার আয়োজনে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ও সংগঠকদের প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন বাগেরহাট জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা চয়ন; নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রচলিত আইন এবং নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ও প্রতিকারে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বাস্তব কাজের ধারা পদ্ধতি; নিয়মিত বাস্তব কাজের ধারা পদ্ধতি রিপোর্টিং বিষয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবি পরিচালক অ্যাড. দীপ্তি সিকদার। জেন্ডার ধারণা এবং

প্যারলিগ্যাল প্রশিক্ষণে উপস্থিত বাগেরহাট জেলার সংগঠকবৃন্দের একাংশ

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা; প্রচলিত পারিবারিক আইন এবং প্রস্তাবিত অভিন্ন পারিবারিক আইন (ইউএফসি) বিষয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সঞ্চালনা করেন বাগেরহাট জেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক জোৎস্না দেবনাথ। প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণে নেত্রীবৃন্দ ও সংগঠকসহ মোট ৪৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে বাগেরহাট জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীন বলেন, প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ একজন কর্মী সংগঠকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এলাকায় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের পদ্ধতি, আইন সম্পর্কে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জানার সুযোগ তৈরি হবে। তিনি উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করার অনুরোধ জানান এবং প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান যাতে বাস্তবে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেন সে বিষয়ে সকলকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম বলেন, প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ হচ্ছে প্রাথমিকভাবে একজন নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যারা কী কী ধরনের সহযোগিতা লাগবে, নিরাপত্তার জন্য কোথায় যাবে এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারী ও কন্যার নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার এবং নির্মাণের কাজ কীভাবে করছে সেই বিষয়গুলোই আমরা আজকের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারব। একজন সংগঠক, একজন প্যারালিগ্যাল কর্মী তিনি নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার প্রতি ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য পথ প্রদর্শকের কাজ করবেন এবং তার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন। সেইসাথে নারীদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবেন। আজকে যারা এই প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তারা এলাকায় এলাকায় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের কর্মী, সংগঠক তৈরি করবেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কাজের মাধ্যমে সংগঠন সম্পর্কে এক ধরনের প্রচারও করা সম্ভব হয়। তিনি সকলকে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামনের দিকে কাজ করার আহ্বান জানান।

বাগেরহাট জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথ বলেন, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান আমরা সকলে বাস্তব কাজে লাগিয়ে এলাকায় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতামুক্ত করার প্রত্যয়ে এগিয়ে যাব এবং সংগঠনকে সুসংহতো করব। তিনি সকলকে নিজ নিজ এলাকার সংগঠকদের প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ আয়োজন করার আহ্বান জানান।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা চয়ন: হিন্দু বিবাহের রেজিস্ট্রেশন ও বিবাহ বিষয়ক; সম্পদ-সম্পত্তিতে অধিকার এবং সমঅধিকার নিশ্চিত করা; দেনমোহর কীভাবে নির্ধারণ করতে হয়; মুসলিম আইনে বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ; ইউএফসি প্রস্তাবনা; সাইবার বুলিং প্রতিরোধ; নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার জন্য বিভিন্ন সহায়তা প্রভৃতি।

খুলনা জেলা শাখার সংগঠকদের প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ

'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন জোরদার করুন'– এ স্লোগান নিয়ে গত ২৯ অক্টোবর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে খুলনা জেলা শাখায় প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটি খুলনা মহানগরীর ২৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ের সভা কক্ষে জেলা শাখার সহসভাপতি অধ্যাপক মমতাজ বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন খুলনা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অজন্তা হালদার। জেন্ডার ধারণা এবং নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা, নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলন ও রিপোর্টিং বিষয়ে সংগঠকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা চয়ন, প্রচলিত পারিবারিক আইন, প্রস্তাবিত অভিন্ন পারিবারিক আইন, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে প্রচলিত আইন এবং বাস্তব কাজের ধারা পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সংগঠনের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. রামলাল রাহা। প্রশিক্ষণ সঞ্চালনা করেন খুলনা জেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. জাহানারা পারভীন। প্রশিক্ষণে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ, ১৩ জন তরুণী সদস্যসহ মোট ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন।

অ্যাড. রামলাল রাহা প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য তুলে ধরাসহ প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে প্রত্যাশা যাচাই করেন। অংশগ্রহণকারীরা ১. প্রচলিত পারিবারিক আইনে নারীর অধিকার; ২. স্ত্রী তালাক দিলে তিনি স্বামীর কাছ থেকে দেহমোহরের অর্থ পাবেন কি না; ৩. ইন্টারনেটের অপব্যবহার প্রতিরোধে করণীয়; ৪. নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন; ৫. নারীর সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চান।

লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা জেন্ডার ধারণা, নারীর ও

প্যারলিগ্যাল প্রশিক্ষণে উপস্থিত খুলনা জেলার সংগঠকবৃন্দের একাংশ

কন্যার প্রতি সহিংসতা বিষয় তুলে ধরে বলেন, নিজেদের মধ্যে ও সমাজ মানসে প্রোথিত নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার অন্যতম কারণ। এ অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে। এজন্য মানুষের সচেতনতা তৈরি, বৈষম্যমূলক আইন পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সহিংতার শিকার নারী ও কন্যার পাশে দাঁড়ানো, আন্দোলনমুখী কাজ যেমন: সভা-সমাবেশ, প্রশাসনকে স্মারকলিপি প্রদান এসব আমাদের করে যেতে হবে। তিনি বলেন, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

অ্যাড. রামলাল রাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রচলিত পারিবারিক আইন, আইনে অধিকার অর্থাৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবাহ, কাবিননামা রেজিস্ট্রিকরণ, আইনসম্মত বিবাহ-বিচ্ছেদের পদ্ধতি, দেনমোহর, স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ সম্পর্কিত বিধিবিধান, সন্তানের অভিভাবকত্ব, স্ত্রী, ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে আইনগত বিধিবিধান, নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপিল বিভাগের রায়, যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের ঘটনা প্রতিরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্ম প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কমিটি গঠন, বাল্যবিবাহ, অনুমতি ব্যতীত দ্বিতীয় বিবাহ প্রতিরোধে আইনের বিধান ও শাস্তির বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রস্তাবিত অভিন্ন পারিবারিক আইনের বিধানাবলি তুলে ধরেন।

অ্যাড. রামলাল সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ, পারিবারিক সমস্যার ক্ষেত্রে সালিশি মীমাংসার পদ্ধতি, আপসনামা লিখিতকরণ, সালিশের ডক্যুমেন্ট প্রদানের পদ্ধতি, নারী নির্যাতনের ঘটনায় সালিশ না করা, তথ্যানুন্ধান, আলাদা আলাদাভাবে রেজিস্ট্রারে তথ্য সংরক্ষণ, বাস্তব কাজ বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩); পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২; নারী নির্যাতনের ঘটনায় এজাহার দায়ের, সাধারণ ডায়েরি, ভিকটিমের চিকিৎসা, ধর্ষণের ক্ষেত্রে মেডিকেল পরীক্ষা, আলামত সংরক্ষণ, জব্দতালিকা, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ভিকটিমের জবানবন্দি, আত্মহত্যা এবং হত্যার ক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের বিষয়সহ ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) ও বার্ন ইউনিটের কার্যক্রম তুলে ধরেন।

প্রশিক্ষণের শেষে লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। প্রশ্নোত্তরপর্ব শেষে প্রশিক্ষণ সভার সভাপতি অধ্যাপক মমতাজ বেগম প্রশিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা বাস্তবে প্রয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার করাসহ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

মাদারীপুর জেলা শাখার সংগঠকদের সাথে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ

২৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে মাদারীপুর জেলা শাখার সংগঠকদের সাথে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মাদারীপুর জেলা শাখার সভাপতি আয়েশা সিদ্দিকা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাদারীপুর জেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক মনোয়ারা আক্তার শেফালী। প্রশিক্ষণ সঞ্চালনা করেন শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক ফারহানা আক্তার শাম্মী। প্রশিক্ষণে প্রত্যাশা চয়ন এবং নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বাস্তব কাজের ধারা পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করেন জুনিয়র আইনজীবী সিননোমে মারমা। জেন্ডার ধারণা এবং নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা, প্রচলিত পারিবারিক আইন এবং প্রস্তাবিত অভিন্ন পারিবারিক আইন বিষয়ে আলোচনা করেন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবি অ্যাড. দীপ্তি সিকদার। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রচলিত আইন বিষয়ে আলোচনা করেন জুনিয়র আইনজীবী সৌমিক শরীফ শাওন। উক্ত প্রশিক্ষণে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে ১০ জন তরুণী।

স্বাগত বক্তব্যে জেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক মনোয়ারা আক্তার শেফালী প্রশিক্ষণে উপস্থিত সবাইকে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রতিটি নারীকে তাঁর নিজ নিজ জায়গা থেকে সোচ্চার হতে বলেন। তিনি বলেন, এ প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কীভাবে কাজ করবেন– সে বিষয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন। তিনি প্রশিক্ষণের শিক্ষা বাস্তব কাজের মাধ্যমে এলাকায় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে কাজ করার আহ্বান জানান।

অ্যাড. দীপ্তি সিকদার প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ কী, কেন প্যারলিগ্যাল প্রশিক্ষণ করা হচ্ছে– সে বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রচলিত আইনের প্রাথমিক ধারণার জন্য কর্মী-সংগঠকদের প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একজন সংগঠক-কর্মী যেন নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারেন এবং সেই সাথে নারীদেরকেও যাতে তাদের অধিকার

মাদারীপুর: জেলা শাখার সংগঠকদের সাথে অনুষ্ঠিত প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণে উপস্থিতির একাংশ

সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন সেজন্য এ প্রশিক্ষণের আয়োজন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মাদারীপুর জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ, সংগঠক ও কর্মীবৃন্দ প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য আরো সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবে বলে তিনি আশা করেন। তিনি জেন্ডার ধারণা এবং নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা, প্রচলিত পারিবারিক আইন এবং প্রস্তাবিত অভিন্ন পারিবারিক আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। সমাজে নানা বিধি-বিধানের মধ্য দিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে একটি মেয়েকে সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্রের কাছে তাদের অধিকার আদায়ে যুদ্ধ করতে হয়। একজন পুরুষ যেমন পছন্দ আনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে একজন মেয়ের ক্ষেত্রে তা একই রকম থাকে না। এই ধারণা আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। নারী ও কন্যার প্রতি যে ধরনের সহিংসতা বিরাজ হয় তার অধিকাংশই সমাজ দ্বারা প্রচলিত জেন্ডার বৈষম্যের কারণে ঘটে থাকে। তিনি আরো বলেন, পরিবার, সমাজে নারী ও কন্যাদের প্রতি যে অসম দৃষ্টিভঙ্গি সেটা নারীদের প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যায়।

অ্যাড. সৌমিক শরীফ শাওন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ নিয়ে আলোচনা করেন। সবাইকে এই অপরাধগুলোর ব্যাপারে সচেতন, প্রয়োজনে আইনের ব্যবহার ও সকলকে জানানোর কথা বলেন।

অ্যাড. সিননোমে মারমা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতি, কাউন্সিলিং এবং সালিশি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রতিটি অভিযোগ নেওয়ার পর অভিযোগের নম্বর এবং রেজিস্ট্রার করে রাখতে হয়। অভিযোগ গ্রহণের সময় মুসলিমদের ক্ষেত্রে বিবাহের কাবিননামা এবং সকলের ক্ষেত্রে ভোটার আইডি কার্ড দেখে অভিযোগ নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভিযোগের বর্ণনা লিখার পর আবেদনকারীর স্বাক্ষর অবশ্যই নিতে হবে। সালিশি সভায় উভয় পক্ষের নাম রেজিস্ট্রার খাতায় এন্ট্রি করতে হবে। এরপর উভয়পক্ষকে ডেকে একত্রে বসে সালিশি বৈঠক করা হয় এবং সালিশের সিদ্ধান্তগুলো লিখিত করা হয় এবং উপস্থিত সবার স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়।

মাদারীপুর জেলা শাখার সভাপতি আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, সমাজে নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সমাজে নানা বাধা-বিপত্তি থাকায় আমরা নারীরা সামনে এগিয়ে যেতে পারছি না। আজকের এই প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমাদেরকে বাস্তব কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকার সেবা সংক্রান্ত কিছু হটলাইন চালু করছে, এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে এবং অন্যদেরকেও জানাতে হবে। তিনি আরো বলেন, মাদারীপুরের প্রতিটি এলাকায় মহিলা পরিষদের সংগঠন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করার আহ্বান জানান।

তৃণমূল পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

মাদারীপুর জেলা শাখায় মতবিনিময় সভা

২৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে মাদারীপুর জেলা শাখার আয়োজনে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চরমুগুরিয়া পাড়ার সংগঠকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন চরমুগুরিয়া পাড়া শাখার সভাপতি লাকিনুর খানম। উক্ত মতবিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবি ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অ্যাড. দীপ্তি সিকদার ও জুনিয়র আইনজীবী সিননোমে মারমা ও সৌমিক শরীফ শাওন প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুর জেলা শাখার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক ফারজানা আক্তার শাম্মী, কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের ৩ জন সদস্যসহ মোট ৪৩ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত মাদারীপুর জেলা শাখার কর্মী-সংগঠকবৃন্দের একাংশ

মাদারীপুর জেলা শাখার সভাপতি লাকিনুর খানম বলেন, এই মতবিনিময় সভার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আমরা আমাদের অধিকার নিয়ে জানব। এই সভার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত মেয়েরা যে ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় আমরা সেই সংক্রান্ত আইনগুলো সম্পর্কে জানব। তিনি বলেন, নির্যাতন ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অ্যাড. দীপ্তি সিকদার বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে কিশোরীরা বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে যার ফলে কিশোরীদের পড়ালেখা বন্ধ হচ্ছে, তারা অল্প বয়সে মা হচ্ছে। তাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। সেই সাথে তারা অপুষ্ট সন্তান জন্ম দিচ্ছে এবং সেই শিশুরা বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে একটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাল্যবিয়ের কারণে আবার দেখা যায় পরিবারে সবার সাথে পারিবারিক অশান্তি লেগেই থাকে। এই সময় আবার দেখা যায় যৌতুক আদান প্রদানের ঘটনা ঘটে। যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া আইনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তিনি বলেন, মহিলা পরিষদের কর্মী সংগঠন হিসেবে আমরা নিজ নিজ এলাকায় বাল্যবিবাহ বন্ধ করব এবং যাতে বাল্যবিবাহ অভিভাবকরা না দেয় তার জন্য তাদেরকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বোঝাবো। তিনি এলাকায় কিশোরী তরুণীরা যাতে রাস্তায় চলতে কোনো ধরনের সহিংসতার শিকার না হয় এবং সাইবার বুলিং বন্ধে এলাকার কিশোর কিশোরী ও তরুণদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বলেন। তিনি এলাকায় এলাকায় নারী-পুরুষ সকলে মিলে নারী ও কন্যার প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধে কাজ করার আহ্বান জানান।

সুপারিশসমূহ

- পাড়ায় পাড়ায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মতবিনিময় সভা বাড়াতে হবে।
- এলাকায় মেয়েদের বাল্যবিবাহ কমাতে হবে।
- বহুবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে মেয়েদের সম্মতির ব্যাপারে পরিবারকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- বিয়ের সময় উপহার হিসেবে কেনো প্রকার লেনদেন যে আইনত যৌতুকের আওতাধীন সে ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

আইন সংস্কার কার্যক্রম

অক্টোবর-ডিসেম্বর

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নিকট সুপারিশমালা পেশ

৮ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম ও সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, এমপির সাথে সাক্ষাৎপূর্বক ২৮ নভেম্বর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আয়োজনে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ ও সামাজিক শক্তিকে সংহত করার লক্ষে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনভেনশনে গৃহীত সুপারিশসমূহ পেশ করেন।

জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশমালা

- নারীর প্রতি সংবেদনশীল আইনি কাঠামো তৈরি করতে হবে। নারীর পক্ষে যে আইনগুলো রয়েছে তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করতে হবে।
- মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে যৌন হয়রানিমূলক অপরাধগুলো আলাদাভাবে দণ্ডবিধিতে সংযোজন করতে হবে।
- আইনে বর্ণিত ধর্ষণের সংজ্ঞা সময়োপযোগী করতে হবে।
- ধর্ষণের শিকার নারীর মেডিকেল পরীক্ষা যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পাশাপাশি ধর্ষণের মামলার তদন্ত রিপোর্ট দ্রুত প্রদানের বিষয়ে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে আইনে স্বীকৃতি দিতে হবে।
- আইন বহির্ভূতভাবে নারী নির্যাতনের মামলার আপস হচ্ছে কি না তা লক্ষ রাখতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যা এবং সাক্ষীদের নিরাপদে সাক্ষ্য প্রদানসহ পরবর্তী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- মামলার দীর্ঘসূত্রিতা কমানোর উদ্যোগ গ্রহণসহ দীর্ঘমেয়াদে মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ যাতে নষ্ট না হয় তা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার করতে হবে।
- ডিজিটাল প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত নারীর প্রতি বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ও মন্তব্য আইনের আওতায় এনে বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- বাল্যবিবাহ রোধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- গণপরিবহনে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন এবং চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার নারীরা যাতে পরবর্তীতে সামাজিক বৈষম্যের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী ও কন্যা নির্যাতন বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- আইন পাসের পর কার্যকরের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং মেকানিজম থাকতে হবে।
- ধর্মীয় সমাবেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নারী বিদ্বেষী মন্তব্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সাম্প্রদায়িক শক্তি যাতে নারী উন্নয়নের পদক্ষেপকে ধীর না করতে পারে সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নেত্রীবৃন্দ নিম্নোক্ত বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এসব বিষয় গুরুত্বসহকারে শোনেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন।

- প্রতিটি থানাতে যেন নারী পুলিশ ডেস্ক থাকে এবং যথাযথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- সকল বিভাগে পৃথক উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন (ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার) স্থাপন করাসহ যেন সাপোর্ট সেন্টারের সংখ্যা বাড়ানো হয়।
- নারী ও কন্যা নির্যাতন মামলার তদন্ত প্রতিবেদনগুলো যেন দ্রুত এবং যথাযথ হয়।
- কুইক রেসপন্স টিমের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যাকে যেন দ্রুত উদ্ধারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
- হাইওয়েতে নারীর স্বাধীন চলাচল নিশ্চিতকরণে হাইওয়ে পুলিশের সংখ্যা ও প্যাট্রোলিং যেন বাড়ানো হয়।
- নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সমাজের সকল অংশের মানুষকে নিয়ে কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা যেন আরো কার্যকর ও জোরদার করা হয়।
- নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে জেলা, উপজেলা ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা কমিটির কার্যক্রম জোরদার ও মনিটরিং করা হয়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট সুপারিশ পেশ ও মতবিনিময়

২১ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপির সাথে সাক্ষাৎপূর্বক সুপারিশমালা পেশ করেন। প্রতিনিধিবৃন্দ জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) এর ধারা-২ এবং ধারা-১৬(১)(গ) হতে বাংলাদেশ সরকারের সংরক্ষণ প্রত্যাহারের দাবি জানান। তারা সিডও সনদের পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবির স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। প্রতিনিধিবৃন্দ জাতিসংঘের সিডও কমিটির কাছে নবম প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আগেই এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। এছাড়া ২৮ নভেম্বর, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আয়োজনে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ ও সামাজিক শক্তিকে সংহত করার লক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনভেনশনে গৃহীত সুপারিশসমূহ পেশ করেন। সুপারিশমালা জমা দান ও মতবিনিময়কালে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মো. হাসানুজ্জামান কল্লোলসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশমালা:

- জাতিসংঘ সিডও সনদের অনুচ্ছেদ-২ এবং অনুচ্ছেদ-১৬ (১)(গ) হতে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করতে হবে।
- জাতিসংঘ সিডও সনদের আলোকে বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার করতে হবে।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করতে হবে।
- মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন রোধে পৃথক আইন করতে হবে এবং অপরাধগুলো আলাদাভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং দণ্ডবিধিতে সংযোজন করতে হবে।
- মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল শিক্ষা ও কর্ম প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অভিযোগ কমিটি গঠন নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।
- আইনে বর্ণিত ধর্ষণের সংজ্ঞা সময়োপযোগী করাসহ ধর্ষণের ঘটনার দ্রুত বিচার নিশ্চিতকল্পে এ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ও সাক্ষীর সুরক্ষা নিশ্চিত করাসহ সাক্ষী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন-২০১০-এর প্রচার ও বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ধর্ষকের সাথে ধর্ষণের শিকার নারীর বিবাহ প্রদানের প্রবণতা এবং আইন বহির্ভূতভাবে নারী নির্যাতনের মামলার আপসের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।
- ধর্ষণের শিকার নারীর মেডিকেল পরীক্ষা যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থাসহ ডিএনএ ল্যাব-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
- ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- ধর্ষণের ঘটনার মামলায় তদন্ত রিপোর্ট দ্রুত প্রদানের বিষয়ে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার জন্য শেল্টার হোম দেশব্যাপী বৃদ্ধি ও পরিবেশ মানসম্মত করতে হবে।
- সাইবার ক্রাইম বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নারী ও কন্যা নির্যাতন বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান সাপেক্ষে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষা হতে নারী ও কন্যা শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, উপবৃত্তি বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে স্থানীয় পর্যায়ের সকল কমিটি কার্যকর করতে হবে।
- বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গণমাধ্যমে ধারাবাহিক প্রচারণা চালাতে হবে।
- মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রামের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মনিটরিং করতে হবে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম সক্রিয় করতে হবে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা, লজিস্টিক, জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে।
- বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে আইনে স্বীকৃতি দিতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার নারীরা যাতে পরবর্তীতে সামাজিক বৈষম্যের শিকার না হয় সে জন্য তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনতে হবে।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটিগুলোকে সক্রিয় করতে হবে।
- গণপরিবহনে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধিসহ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সেইসাথে রাস্তাঘাটে নারী ও কন্যার নিরাপদ যাতায়াতের জন্য পরিবহন মালিক সমিতি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করতে হবে।
- পাঠ্যসূচিতে জেন্ডার ধারণার বিষয় যুক্ত করতে হবে।
- ডিজিটাল প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত নারীর প্রতি বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ও মন্তব্য আইনের আওতায় এনে বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী নির্যাতনের সংস্কৃতিকে সমর্থন করে, এমন সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- ধর্মীয় সমাবেশে নারী বিদ্বেষী মন্তব্য আইনের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সাম্প্রদায়িক শক্তি যাতে নারী উন্নয়নের পদক্ষেপকে বাধাগ্রস্ত না করতে পারে সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মতবিনিময়কালে মন্ত্রণালয়ের উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ সরকারের নবম সিডও প্রতিবেদনের অগ্রগতি বিষয়ে এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গৃহীত সরকারের পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন। এ সময় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সিডও-র ধারাসমূহ থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহারের বিষয়ে সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করছেন বলে জানান। তিনি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি-বেসরকারি পদক্ষেপ জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম ও অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম এবং কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা।

কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের বিবৃতি

অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ৩১টি ঘটনায় ১৪টি বিবৃতি দেওয়া হয়।

৭ অক্টোবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে,

- খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গার কেডিএ অ্যাভিনিউ এলাকার একটি ঘর থেকে বাক্সবন্দি অবস্থায় গৃহবধূর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার।
- নরসিংদী জেলার রায়পুর উপজেলার মাহমুদপুর এলাকায় গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করার ঘটনা ঘটেছে।
- রাজধানীর মিরপুরের বিহারী ক্যাম্পের ভাড়াবাসা থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করার ঘটনা ঘটেছে।
- সিলেট নগরীর পাঠানটুলা এলাকার একটি বাসার দুটি পৃথক কক্ষ থেকে স্বামী ও স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করার ঘটনা ঘটেছে।

৮ অক্টোবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে,

- চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার কাদরা গ্রামের একটি শিশুকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যার ঘটনা ঘটেছে।
- মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার হাটলক্ষ্মীগঞ্জ এলাকায় বাবা কর্তৃক মেয়েকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।
- নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা ইউনিয়নের পশ্চিম চর মজিদ এলাকার একটি আশ্রয়ণ কেন্দ্রের বসতঘরে বাবা-মাকে বেঁধে রেখে দুর্বৃত্তদের দ্বারা মেয়েকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

১১ অক্টোবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, গৃহকর্মীকে ৮ বছর বন্দি করে তাকে মধ্যযুগীয় কায়দায় বর্বর ও নৃশংসভাবে নির্যাতন করার ঘটনা ঘটেছে।

১৩ অক্টোবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের শুক্রাবাদ এলাকায় অন্তঃসত্ত্বা পার্লারকর্মীকে কৌশলে বাসায় ডেকে এনে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

১৬ অক্টোবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে,

- গাজীপুর সদরের বিকেবাড়ী এলাকার সিকদার মার্কেট সংলগ্ন সড়কের পাশে ওয়ারড্রোবে গার্মেন্টস নারী কর্মীর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় লাশ পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
- ঢাকার কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন কদমতলী মডেল টাউন এলাকায় স্কুলশিক্ষিকার লাশ পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
- চট্টগ্রাম মহানগরের পতেঙ্গায় অজ্ঞাত নারীর লাশ, একই দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে তিন জন নারীকে নৃশংস ও বর্বরভাবে হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

২২ অক্টোবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, রাজধানীর বনানীতে ২৩ নম্বর সড়কের ৮৪ নম্বর বাড়ির সাত তলার ফ্ল্যাটে গৃহকর্মী কিশোরীকে অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

২৩ অক্টোবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে,

- মাদারীপুর জেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে ১১ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণের পর হত্যা।
- গাজীপুর মহানগরীর টেকনগপাড়া এলাকায় রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে বন্ধুকে গাছের সাথে বেঁধে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ।
- সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার লামাডিস্কিবাড়ি গ্রামে এক গার্মেন্টসকর্মীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ।
- নেত্রকোণা জেলার কমলাকান্দা উপজেলার শারীরিক প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

৩০ অক্টোবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে,

- নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার

নলপাথর এলাকায় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

- নেত্রকোণা জেলার কমলাকান্দা উপজেলার সালেঙ্গা গ্রামে এক গার্মেন্টসকর্মীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

৩১ অক্টোবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে,

- নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীনারায়ণপুর এলাকায় ৫ম শ্রেণির ছাত্রী বিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে দুর্বৃত্তদের ধারালো অস্ত্রের হামলায় গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
- ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁওয়ে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় কলেজ ছাত্রীকে বখাটেরা ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত করার ঘটনা ঘটেছে।

০২ নভেম্বর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে,

- রাজধানীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের কর্মী কর্তৃক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে মারধর ও হেনস্তা করার ঘটনা ঘটেছে।
- এ সব ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদ থেকে বিবৃতি প্রদান করা হয়।

জনস্বার্থে মামলা

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট আবেদনের (রিট নং ৫৪৪/২০১৯) প্রেক্ষিতে আদেশ প্রদানকালে পোশাকের বিষয়ে মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উক্ত রিটে অ্যাডেড পার্টি হিসেবে যুক্ত হওয়ার আবেদন করেন এবং ২৩ আগস্ট শুনানি শেষে উক্ত আবেদন মঞ্জুর করা হয়। গত ২৪ অক্টোবর এটি শুনানির তালিকায় আসে এবং ২৬ অক্টোবর সরকার পক্ষ আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন, যা রেকর্ডে শামিল করা হয়। এ রিট আবেদনের শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম ও ব্যারিস্টার এ. কে. রাশেদুল হক।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন বিষয়ক সহায়তা কমিটির কার্যক্রম

(অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২২)

বিষয়	সংখ্যা
ক. আইনগত পরামর্শ	২৪টি
খ. সরাসরি অভিযোগ	২০টি
সরাসরি অভিযোগের ধরণ:	
শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন	৭টি
যৌতুকের জন্য নির্যাতন	২টি
খোঁজখবর নেয় না ও ভরণপোষণ না দেওয়া	৬টি
দেনমোহর ও ভরণপোষণ	২টি
ধর্ষণ	১টি
স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে	১টি
অন্যান্য	১টি
মোট	২০টি

*অভিযোগের প্রেক্ষিতে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে : ২৯টি

নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনায় কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের প্রদত্ত স্মারকলিপি

(অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২২)

বরাবর	স্মারকলিপির সংখ্যা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	৪টি
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	৩৮টি
অনুলিপি:	
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	৪টি
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪২টি
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি)	৪২টি
পুলিশ কমিশনার	৪টি
উপপুলিশ কমিশনার	৫টি
জেলা প্রশাসক (ডিসি)	৫৫টি
পুলিশ সুপার (এসপি)	৪৩টি
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (বিভিন্ন থানা)	৫২টি
মোট	**২৪৭টি**

সালিশ কার্যক্রম

(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২)

পারিবারিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে সালিশি বৈঠকের আয়োজন করে আসছে। সালিশি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে সালিশি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব সালিশ সভায় সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম ও শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক খুরশীদা ইমাম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের সদস্য জয়ন্তী রায়, অ্যাড. হাসিনা পারভীন, অ্যাড. মোহসিনা খাতুন ও নুসরাত এলাহী এশা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের ভারপ্রাপ্ত লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবি পরিচালক অ্যাড. দীপ্তি সিকদার, সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. রাম লাল রাহা, আইনজীবী অ্যাড. ফাতেমা খাতুন, প্রোগ্রাম অফিসার (কাউন্সেলিং) সাবিকুন নাহার সালিশ সভায় উপস্থিত থাকেন।

সালিশ সংখ্যা	১১টি
সালিশ বৈঠক	১১টি
মীমাংসিত	৭টি
অমিমাংসীত	৪টি
দেনমোহর ও ভরণপোষণ আদায়	১ লক্ষ ৪ হাজার ৫০০ টাকা

নারী ও কন্যা নির্যাতনের তথ্য

(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২)

নির্যাতনের ধরণ	নারী ও কন্যা নির্যাতন			
	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ধর্ষণ	৬৭	২৯	৪৩	১৩৯
দলবদ্ধ ধর্ষণ	২২	১২	৯	৪৩
ধর্ষণের পর হত্যা	২	২	৬	১০
ধর্ষণের চেষ্টা	১০	৮	৪	২২
যৌন নিপীড়ন	১৩	১০	১০	৩৩
উত্ত্যক্তকরণ	৬	১১	৩	২০
নারী ও কন্যা পাচার	৬৩		-	৬৩
এসিডদগ্ধ	-	৫	২	৭
অগ্নিদগ্ধের কারণে মৃত্যু	২	১	১	৪
যৌতুকের কারণে নির্যাতন	৭	৭	৫	১৯
যৌতুকের কারণে হত্যা	৬	১	১	৮
শারীরিক নির্যাতন	২১	১৩	১৮	৫২
পারিবারিক সহিংসতা				
শারীরিক নির্যাতন	৪	৩	-	৭
মানসিক নির্যাতন	১		-	১
গৃহকর্মী নির্যাতন	-	১	২	৩
গৃহকর্মী হত্যা	১	১	-	২
গৃহকর্মী আত্মহত্যা	-	-	১	১
হত্যা	৫৩	৩৪	৪২	১২৯
হত্যার চেষ্টা	-	-	২	২
রহস্যজনক মৃত্যু	২৪	১৫	২৪	৬৩
আত্মহত্যা	২৪	২২	১৯	৬৫
আত্মহত্যায় প্ররোচনা	৫	২	৫	১২
অপহরণ	১২	৯	৮	২৯
অপহরণের চেষ্টা	-	১	-	১
ফতোয়া	-	১	১	২
বাল্যবিবাহ	২	১	৪	৭
বাল্যবিবাহের চেষ্টা	১৩	২	১	১৬
জোরপূর্বক বিয়ে	১	-	-	১
সাইবার ক্রাইম	৩	৩	২	৮
অন্যান্য	৯	১০	১১	৩০
মোট	৩৭১	২০৪	২২৪	৭৯৯

বি. দ্র. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদে সংরক্ষিত ১৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে। পত্রিকা গুলো হলো- The Independent, The Daily Star, New Age, The Daily Observer, দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, যুগান্তর, সমকাল, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ও দৈনিক কালের কণ্ঠ।

জেলা শাখায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন

‘নারী ও কন্যা নির্যাতন বন্ধ করি, নতুন সমাজ নির্মাণ করি’– এই স্লোগান সামনে রেখে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্র থেকে জেলা পর্যায়ে নানা কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে যথাযথ গুরুত্বের সাথে এই পক্ষ পালন করা হয়।

রাজশাহী: মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন মানবাধিকার জেটের সদস্য সচিব ও আসুসের নিবাহী পরিচালক রাজকুমার শাও। উপস্থিত আছেন সাংগঠনিক সম্পাদক আলিমা খাতুন, দৈনিক সোনার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আকবারুল হাসান মিল্লাত, জেলা মহিলা পরিষদের সভাপতি কল্পনা রায়সহ অন্যান্যরা

শেরপুর

৪ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় গুর্দানারায়ণপুর পাড়া শাখার সদস্য ও তৃণমূল তরুণীদের নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক লুৎফুন্নাহার। সভায় আলোচনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক আইরিন পারভীন, পৌর মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শরিফুন নাহার সম্পা ও দুইজন তরণী সদস্য। বক্তারা বলেন, কোনো নারী বা কন্যা নির্যাতনের শিকার হওয়ার খবর পেলে তারা যেন চুপ করে না থেকে আইনের আশ্রয় নেয় এবং প্রয়োজনে মহিলা পরিষদের সাথে যোগাযোগ করেন ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। সভা সঞ্চালনা করেন সহসভাপতি আঞ্জুমান আরা যুথী।

রাজশাহী

মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার মিলনায়তনে ২৬ নভেম্বর সকাল ১১টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়। লিখিত বক্তবে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের গুরুত্ব ও কর্মসূচি তুলে ধরে জানানো হয়–২০২২ সালের আট মাসে সারা দেশে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৫৭৪ জন কন্যাশিশু। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার ৩৬৪ জন এবং দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার ৮৪ জন। এ ছাড়া ৪৩ জন প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুও ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বাল্যবিয়ে হয়েছে ২,৪৭৪টি। হত্যার শিকার হয়েছেন ১৮৬ জন। অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে ৩ জন। অপহরণ ও পাচার হয়েছে ১৩৬ জন। আত্মহত্যা করেছে ১৮১ জন কন্যাশিশু। সংবাদ সম্মেলনে সহসাধারণ সম্পাদক নিলুফার আহমেদ, লিগ্যাল এইড সম্পাদক শিখা রায়সহ সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক আলিমা খাতুন।

বাল্যবিবাহসহ নারী ও কন্যার প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৮ নভেম্বর বড়গাছী ইউনিয়ন শাখা, ৩০ নভেম্বর রানীবাজার মুন্সিডাঙ্গা পাড়া শাখা, ১ ডিসেম্বর সাগরপাড়া পাড়া শাখা এবং ৪ ডিসেম্বর কুমারপাড়া পাড়া শাখার কর্মী-সদস্যদের সাথে পৃথক চারটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম তিনটি সভায় জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায় এবং চতুর্থ সভাটিতে সভাপতিত্ব করেন কুমারপাড়া পাড়া শাখার সদস্য ইতি সরকার।

আলোচনা করেন জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক নিলুফার আহমেদ, লিগ্যাল এইড সম্পাদক শিখা রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক আলিমা খাতুন, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক আফরোজা খান হেলেন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সেলিনা বানু, কার্যকরী কমিটির সদস্য শাহনাজ পারভীন সাগরী, দ্বীপ মান্নান, নুরুন্নাহার পারভীন প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন মুন্সিডাঙ্গা পাড়ার তরুণী সদস্য রোকাইয়া ইসলাম ঈশিতা, সাগর পাড়ার তরুণী সদস্য নুরজাহান খাতুন এশা এবং জেলা শাখার প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক আফরোজা খান হেলেন। চারটি সভায় যথাক্রমে ২৬ জন, ২৪ জন, ৩০ জন ও ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের সমাপনী

দিবস ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে সকাল সাড়ে ১০টায় নগরীর আলুপট্টি মোড়ে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়ের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টার নির্বাহী পরিচালক ফয়েজুল্লাহ চৌধুরী, প্রবীণ সাংবাদিক মোস্তাফিজুর রহমান খান, দৈনিক সোনার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আকবারুল হাসান মিল্লাত ও নির্বাহী পরিচালক রুলফাও আফজাল হোসেন, ব্লাস্টের সমন্বয়কারী অ্যাড. সামিনা বেগম, এডাব চেয়ারম্যান আবুল বাশার পল্টু, মানবাধিকার জোটের সদস্য সচিব ও আসুসের নির্বাহী পরিচালক রাজকুমার শাও, সংগ্রামীজীবন মহিলা সমিতির সভাপতি সায়েমা পারভীন, দিনের আলো হিজরা সংঘের সভাপতি মোহনা, আলোর মিছিল নারীকল্যাণ সমিতির সভাপতি সুইটি ইয়াসমিন, কৃস্টিনা বিশ্বাস প্রমুখ। কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক আলিমা খাতুন। এতে নারী-পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কুমারখালী: পাবলিক লাইব্রেরী অডিটোরিয়ামে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা করছেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শরীফ হোসেন

কুমারখালী

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ২৫ নভেম্বর বিকেল ৪টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি হোসনেয়ারা রুবী। লিখিত কর্মসূচি উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক ইশরাত জাহান। নেত্রীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি রওশন আরা, সাজেদা খাতুন ও চম্পা নজরুল, আন্দোলন সম্পাদক মেরিনা আক্তার মিনা, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক নূরজাহান বেগম। সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিকসহ ১১ জন উপস্থিত ছিলেন।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা, যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ প্রতিরোধে ২৭ নভেম্বর বিকেল ৩টায় দয়ারামপুর ঘোষ পাড়ায় শাখা সভাপতি রিতা রানী ঘোষের সভাপতিত্বে, ৪ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় বাটিকামারা চেয়ারম্যান পাড়ায় শাখা সভাপতি হাছিনা খাতুনের সভাপতিত্বে, ৬ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় আগ্রাকুন্ডা শাখায় শাখা সভাপতি রেখার সভাপতিত্বে এবং ৯ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে জেলা শাখার সভাপতি হোসনেয়ারা রুবীর সভাপতিত্বে পৃথক চারটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব মতবিনিময় সভায় স্থানীয় কর্মী সদস্য এবং শিক্ষার্থীদের সাথে নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনা করেন সহসভাপতি রওশন আরা ও চম্পা নজরুল, লিগ্যাল এইড সম্পাদক আকলিমা খাতুন মিনা, আন্দোলন সম্পাদক মেরিনা আক্তার মিনা, প্রচার- প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক নূরজাহান বেগম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরা হোসেন মেরী প্রমুখ। চারটি সভায় শতাধিক নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেন।

১০ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় কুমারখালী পাবলিক লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের সমাপনী ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি হোসনেয়ারা রুবীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ স্বপন কুমার রায়, কবি পরিমল কুমার ঘোষ, অধ্যক্ষ শরীফ হোসেন, সমাজকর্মী সুকুমার বিশ্বাস, নিজেরা করি'র আঞ্চলিক সমন্বয়ক কামাল হোসেন, প্রধান শিক্ষক সোলায়মান বিশ্বাসসহ সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ। সভা সঞ্চালনা করেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক আকলিমা খাতুন মিনা। সভায় ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

কাউখালী

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ২৪ নভেম্বর দুপুর ১২টায় কাউখালী শাখা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি জাহানারা হাবীব। সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন।

লিগ্যাল এইড ও আন্দোলন উপপরিষদের যৌথ উদ্যোগে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কাউখালী প্রেসক্লাবের সভাপতি শেখ রিয়াজ আহমেদ নাহিদ, সাংবাদিক এনামুল হক, তরিকুল ইসলাম পান্নু, সংগঠনের জেলা শাখার সহসভাপতি জাহানারা হাবীব, সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন প্রমুখ।

সম্মেলনে নারীর প্রতি চলমান সহিংসতা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সাংবাদিকসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচি পেশ করা হয়। সভায় সাংবাদিকসহ ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধনে উপস্থিত সভাপতি হাসনা চৌধুরীসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা নিরসন, বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার ও সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষের সাথে ৮ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় গন্ডতা হরি মন্দির প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কাউখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার।

আলোচনা করেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রিপন কুমার হালদার, গান্ডতা গ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক মলিনা ঘরামী, জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন প্রমুখ।

সভা সঞ্চালনা করেন সহসাধারণ সম্পাদক সবিতা ঘোষ। সভায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ৫০ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের সমাপনীতে ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে বিকেল ৩টায় কাউখালী শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার।

বক্তব্য রাখেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মৃদুল আহমেদ সুমন, সমাজসেবক মাহফুজুর রহমান, সাংবাদিক রিয়াদ মাহামুদ সিকদার, সংগঠনের প্যানেল আইনজীবী কমল কৃষ্ণ মুখার্জী, জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, গান্ডতা গ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক মলিনা ঘরামী প্রমুখ।

সঞ্চালনা করেন আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন। সভায় সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীসহ ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় বোতলা ক্লাব মোড়ে এবং ৯ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় পায়রাবন্দ শাখায় পৃথক দুটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা দুটিতে সভাপতিত্ব করেন যথ াক্রমে জেলা শাখার সভাপতি হাসনা চৌধুরী ও পায়রাবন্দ শাখার সদস্য রঞ্জিনা সাবের।

সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার সহসভাপতি আয়শা সিদ্দিকা ও মাহবুবা আরা বেগম, সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান, সহসাধারণ সম্পাদক মাহমুদা চৌধুরী, আন্দোলন সম্পাদক ফারজানা সরকার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রীতা সরকার, সদস্য অর্চণা রানী, সাবিনা ইয়াসমিন, মাহবুবা আক্তার, মেহের আফরোজ ও জাহানারা মুক্তা, বোতলা পাড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক মেহের আফরোজ, বৈশাখী যুব সংঘের প্রাক্তন সভাপতি লুৎফর রহমান, সহসভাপতি রাসেল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন রতন ও পায়রাবন্দ শাখার সাধারণ সম্পাদক নুরুন নাহার বেগম প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি নির্যাতনে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। কিন্তু নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনের বাস্তবায়ন কম হচ্ছে। দ্রুত বিচারকার্য শেষ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে নারী নির্যাতন কমবে বলে জানান বক্তারা।

জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য মাহবুবা আক্তার ও লিগ্যাল এইড সম্পাদক রীতা সরকারের সঞ্চালনায় সভা দুটিতে যথাক্রমে ৬০ জন ও ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

টঙ্গী

টঙ্গী প্রেসক্লাবে ২৫ নভেম্বর সকাল ১১টায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি আনোয়ারা বেগম। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক রীতাব্রহ্ম এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সভাপতি আনোয়ারা বেগম ও সংগঠন সম্পাদক মেহেরুন্নেছা সিমা। সভায় সাংবাদিকসহ ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ ডিসেম্বর ফাতেমা বেগমের সভাপতিত্বে বনমালা পাড়ায় এবং ৯ ডিসেম্বর রোজি বেগমের সভাপতিত্বে এরশাদ নগর পাড়ায় নারী-পুরুষের সাথে দুটি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন সভাপতি আনোয়ারা বেগম, সংগঠন সম্পাদক মেহেরুন্নেছা সিমা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফেরদৌসী জাহানসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, প্রতিনিয়ত নারী ও কন্যা ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এসব নির্যাতন প্রতিরোধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না। নারী ও

কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সকলকে প্রতিবাদী ও সচেতন হতে হবে। দুটি সভায় ৭৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ১০ ডিসেম্বর আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৩টায়। সভায় সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালনের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন। লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফেরদৌসী জাহানের সঞ্চালনায় সভায় ১৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বরগুনা

২৮ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় বরগুনা জেলা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক সেলিনা আকতার। কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন সভাপতি নাজমা বেগম। উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে অলোচনা করেন বরগুনা প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাড. সঞ্জীব দাস, দৈনিক সংবাদের স্টাফ রিপোর্টার চিত্তরঞ্জন শীল, চ্যানেল আইয়ের জেলা প্রতিনিধি হাসানুর রহমান ঝন্টু, দৈনিক সৈকত সংবাদের নির্বাহী সম্পাদক জাকির হোসেন মিরাজ, লোকবেতার-বরগুনার পরিচালক মনির হোসেন কামাল, বরগুনা জেলা টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি জাফর হোসেন প্রমুখ।

যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫ নভেম্বর বিকেল ৩টায় জয়ন্তী দেবনাথের সভাপতিত্বে বরগুনা বালিকা বিদ্যালয় সড়কে, ২৬ নভেম্বর বিকেল ৩টায় সুফিয়া বেগমের সভাপতিত্বে সদর উপজেলার ক্রোক গ্রামে, ২ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় বুড়িরচর ইউনিয়ন শাখার সভাপতি লাইলী বেগমের সভাপতিত্বে বুড়িরচর ইউনিয়নের ছোট লবণগোলা গ্রামে এবং ৬ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় পশ্চিম বরগুনা পাড়া কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হালিমা বেগমের সভাপতিত্বে সদর রোড শাখায় পৃথক চারটি সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বরগুনা: সদর রোড পাড়া কমিটিতে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সেলিনা আকতার

এসব সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি নাজমা বেগম, সহসভাপতি বেবী দাস, সাধারণ সম্পাদক সেলিনা আকতার, সংগঠন সম্পাদক কাজল রানী দাস, সদস্য প্রমিলা রানী, সমাজসেবক মরিয়ম বেগম, গৃহিণী মিথিলা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন হিন্দু নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার না থাকার কারণে কন্যাসন্তান পরিবারে নিগৃহীত হচ্ছে। তারা যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সকলকে সচেতন হবার আহ্বান জানান। চারটি সভায় ১৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাটোর

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে 'নারী ও কন্যা নির্যাতন বন্ধ করি, নতুন সমাজ নির্মাণ করি' প্রতিপাদ্য সামনে রেখে ২৬ নভেম্বর সকাল ১০টায় কানাইখালী মাঠে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, দুর্বার নেটওয়ার্ক ও নারী পক্ষের যৌথ আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে সংগঠনের সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শাহানা আফরোজ শিল্পী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক বিজলী রেজা, সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন, অর্থ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, একতা মহিলা সংস্থার সভাপতি শামসুনাহার, এনজিও অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রভাতী বসাক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা নারীর ব্যক্তিজীবনে অধিকারহীনতা, সম্পদ-সম্পত্তি, বিবাহবিচ্ছেদ ও সন্তানের অভিভাবকত্বের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন। মানববন্ধনে ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

১ ডিসেম্বর বড় হরিশপুর এলাকায় বিকেল ৩টায় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে 'মাদক প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন' শিরোনামে ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার আয়োজনে ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্যামা বসাক ও সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন অংশগ্রহণ করেন।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের সমাপনী উপলক্ষে ১১ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে 'বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্যামা বসাকের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্য প্রফেসর আশীষ কুমার সান্যাল, আদিবাসী

নাটোর: জেলা শাখার উদ্যোগে কানাইখালী মাঠের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শাহানা আফরোজ শিল্পী

পিরোজপুর: পুরাতন ডিসি অফিস সড়কের সামনে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে মানববন্ধনে উপস্থিত জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের একাংশ

সমাজ উন্নয়ন সংস্থার মো. জেকের আলী রায়হান, নৃত্য প্রশিক্ষক মারুফ হোসাইন, আইনজীবী বাকী বিল্লাহ রশীদি, সংগঠনের প্যানেল আইনজীবী অ্যাড. আব্বাস আলী ও খগেন্দ্র নাথ রায়, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সভাপতি অ্যাড. আব্দুল ওহাব, সাংবাদিক রেজাউল করিম খান ও সুফি মো. সান্টু প্রমুখ। জেলা শাখা নেত্রীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন, পরিবেশ সম্পাদক তসলিমা খান বেবী, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক শেফালী পাল, নির্বাহী সদস্য প্রভাতী রানী বসাক, রুবিয়া বেগম ও হোসনেয়ারা বেবী। সভা সঞ্চালনা করেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক বিজলী রেজা। সভায় মোট ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া

জেলা শাখা কার্যালয়ে ২৫ নভেম্বর বিকেল ৩টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি শিপ্রা নন্দী। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের কর্মসূচি, ঘোষণা উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক শফিক মাহমুদ, সুজন কর্মকার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক নিলুফা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আকতারসহ সম্পাদকমণ্ডলী এবং পাড়া কমিটির সদস্যবৃন্দ।

আমলাপাড়া পাড়া শাখায় ১ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় 'নারী ও কন্যা নির্যাতন বন্ধ করি, নতুন সমাজ নির্মাণ করি' শিরোনামে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত পাড়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক নবীনা। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক নিপুণ বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার ও পাড়া কমিটির সদস্যবৃন্দ।

হাটহরিপুর গ্রাম শাখায় ৭ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে নারী-পুরুষ ও তরুণ-তরুণীদের সাথে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গ্রাম শাখার সভাপতি রোজিনা বেগমের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক নিলুফা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার ও গ্রাম শাখার সদস্যবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কুষ্টিয়া জেলা শাখা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন সংস্থা কুষ্টিয়া জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. এ.এফ.এম. আমিনুল হক রতন। সভায় সংগঠনের কর্মী-সংগঠকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুর

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৫ নভেম্বর সকাল ১১টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সহসভাপতি খায়জুরান দিরোজের সভাপতিত্বে সাংবাদিক সম্মেলনে লিগ্যাল

এইড সম্পাদক মিনারা বেগম কর্মসূচি ঘোষণা করেন। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক সালমা রহমান হ্যাপী, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আকতার হেনা। সাংবাদিকবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মনিরুজ্জামান নাসিম, এসএম পারভেজ, খেলাফত হোসেন খসরু, খালিদ আবু, মনিরুল ইসলাম চৌধুরী, ইমন চৌধুরী, মো. রেজওয়ান ইসলাম, হাসিবুল ইসলাম হাসান, ফসিউল ইসলাম বাচ্চু, জিয়াউল হক, তামিম সরদার, এসএম তানবির হোসেন, কবির হোসেইন প্রমুখ। সম্মেলনে সাংবাদিক এবং সংগঠনের সদস্যসহ মোট ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে তৃণমূল নারী-পুরুষ ও তরুণ-তরুণীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শংকরপাশা ইউনিয়নের ঝাটকাঠি গ্রামে লিগ্যাল এইড সম্পাদক মিনারা বেগমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে অ্যাড. দিলীপ মাঝি নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনা করেন। সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আখতার হেনার সঞ্চালনায় সভায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

১০ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে সমমনা বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যৌথ উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন। লিগ্যাল এইড সম্পাদক মিনারা বেগমের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে ৮৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, গণউন্নয়ন সমিতির নির্বাহী পরিচালক জিয়াউল আহসান জিয়া, রূপান্তরের জেলা সমন্বয়কারী উজ্জ্বল পাল, এইচআরডিএফ সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম পান্না, সুশীলনের জেলা সমন্বয়কারী গৌরঙ্গ ঘোষ, রয়েল বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মাইনুল আহসান মুন্না, কাউন্সিলর আ. সালাম বাতেন, মানবাধিকার কমিশনের সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলাম বাদশা, সাংবাদিক গৌতম নারায়ন রায় চৌধুরী, সুজন সম্পাদক মো. শাহ আলম, ডাক দিয়ে যাই-এর সমন্বয়কারী মানসুরা সাথী, এডাবের সাধারণ সম্পাদক মো. আজাদ হোসেন বাচ্চু প্রমুখ। লিগ্যাল এইড সম্পাদক মিনারা বেগমের সঞ্চালনায় সভায় ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম: সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন রাজু মোস্তাফিজ, সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী ও লিগ্যাল এইড সম্পাদক ঝুমা ঘোষ

কুড়িগ্রাম

২৫ নভেম্বর সকাল ১০টায় কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের সূচনা হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী। লিখিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক ঝুমা ঘোষ। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী ও প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজু মোস্তাফিজ। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী ও লিগ্যাল এইড সম্পাদক ঝুমা ঘোষ। সঞ্চালনা করেন শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক জুলিয়া জুলকার নাইন। সভায় সাংবাদিকসহ ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে কুড়িগ্রাম সদরে বিভিন্ন পাড়া, মহল্লা, ইউনিয়ন ও পাড়ায় পোস্টার লাগানো হয় ২৬ নভেম্বর। জেলা শাখার সহসভাপতি শংকরী ঘোষ, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ঝুমা ঘোষ, পরিবেশ সম্পাদক চন্দনা দেবসহ বিভিন্ন পাড়া কমিটির সদস্যবৃন্দ এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

২৯ নভেম্বর নিলারাম স্কুল অ্যান্ড কলেজে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে এবং ২ ডিসেম্বর ট্যানারী পাড়া শাখায় বিকেল সাড়ে ৩টায় জেলা শাখার সহসভাপতি মাধুবালা দেবের সভাপতিত্বে যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে তৃণমূল নারী- পুরুষ ও তরুণ-তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ঝুমা ঘোষ, শিক্ষক মমতাজ নাসরিন, ছাত্রী জাহানারা আক্তার, জেলার সদস্য মালুফা মোশেদা নয়ন ও ট্যানারী পাড়া শাখার তরুণী সদস্য রুমানা বেগম।

বক্তারা বলেন, নারী ও কন্যার প্রতি প্রতিনিয়ত যে সহিংসতা ঘটছে তা নির্মূল করতে হবে। এজন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে, সচেতন হতে হবে এবং প্রতিবাদ করতে হবে। পরিবার থেকে সহিংসতা দূর করতে হবে। দুটি সভায় যথাক্রমে ৪৭ জন ও ৪৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রকোণা

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে নেত্রকোণা জেলা শাখা কার্যালয়ে ২৫ নভেম্বর সকাল

সাতক্ষীরা: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জ্যোৎস্না দত্ত

১১টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রেহানা সিদ্দিকী। নেত্রীবৃন্দের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক শ্যামলেন্দু পাল, চন্দন চক্রবর্তী, আলপনা বেগম প্রমুখ। লিগ্যাল এইড সম্পাদক মঞ্জু সরকার লিখিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকসহ মোট ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে তৃণমূল শাখার সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোহনগঞ্জ পাইলট স্কুলে ৩ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহনগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি তাহমিনা সাত্তার। জেলা নেত্রীবৃন্দের পাশাপাশি সভায় আলোচনা করেন মোহনগঞ্জ উপজেলা শাখার সহসভাপতি জোৎস্না দাস, আকিকুন্নেছা খানম চৌধুরী, মমতাজ জাহান ও জোৎস্না আজাদ, সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া আক্তার খাতুন, সহসাধারণ সম্পাদক নিলুফা ইয়াসমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাতেমা পারভিন, অর্থ সম্পাদক স্বপ্না রানী পাল, লিগ্যাল এইড সম্পাদক সাফিয়া আক্তার প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন নারীরা শারীরিক ও মানসিকসহ নানা প্রকার নির্যাতনের শিকার হয় এবং তা নীরবে সহ্য করে। সম্মানহানি হবার ভয়ে কাউকে বলে না। একজন নারী ধর্ষণের শিকার হলে তাকে নিয়েই সমালোচনার ঝড় ওঠে, ধর্ষণকারীকে নিয়ে নয়। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে সবাইকে সচেতন হতে হবে। সভায় জেলা শাখা ও মোহনগঞ্জ উপজেলা শাখার কর্মী ও সদস্যসহ মোট ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা সঞ্চালনা করেন জেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক মঞ্জু সরকার।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রেহানা সিদ্দিকী। উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা নেলী বড়ুয়া, সহসভাপতি সাফিয়া লায়েছ, সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম এ্যানি, সহসাধারণ সম্পাদক উষা রায়, অর্থ সম্পাদক আফরোজা চৌধুরী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মঞ্জু সরকার, আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা শামসুন্নাহার বিউটি, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফাহমিনা সুলতানা তোতা, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক নাদিয়া আক্তার ঝর্না, সদস্য শাম্মী খান, শিক্ষক শাহানাজ পারভীন, রুপালী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালন হোসনে আরা বেগম, নারী উদ্যোক্তা অপর্না সরকার, লিজা আক্তারা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে জেলা শাখা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এ সব কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলন আরও জোরদার হবে বলে তারা উল্লেখ করেন। সভায় মোট ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরা

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে ২৫ নভেম্বর সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা যৌথভাবে সংবাদ সম্মেলন করে। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে জেলার অধিকাংশ সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে স্থানীয় অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠনের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। বাস্তবায়িত কর্মসূচির মধ্যে ছিল মানববন্ধন, র‍্যালি ও আলোচনা সভা। সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে পথসভা ও মানববন্ধন কর্মসূচিতে মানবাধিকারকর্মী মাধব চন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আনিসুর রহিম, বরসা'র সহকারী পরিচালক নাজমুল আলম মুন্না, জেলা মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জ্যোস্না দত্ত, হিড বাংলাদেশের লুইস রানা গাইন, সুশীলনের জি.এম. মনিরুজ্জামান, উত্তরণের অ্যাড. মুনিরউদ্দীন প্রমুখ।

যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে তৃণমূল শাখার সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৯ নভেম্বর আনন্দপাড়া এবং মধ্যকাটিয়া পাড়া শাখায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জ্যোৎস্না দত্ত ও জেলা শাখার সহসভাপতি শামীমা সুলতানা।

আলোচনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক রুপা মিত্র, অর্থ সম্পাদক হাফিজা খাতুন, ফরিদা বেগম, আনন্দ পাড়ার সভাপতি স্বপ্না

চক্রবর্তী প্রমুখ। বক্তারা বলেন, নারীরা আজ অনেক এগিয়ে গেলেও তাদের কাজের সঠিক মর্যাদা নারীরা পাচ্ছে না। কাজের মর্যাদা পেতে হলে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে।

ঠাকুরগাঁও

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার চণ্ডিপুর উঁড়াও পাড়ায় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার আহ্বায়ক শামীমা সুলতানা। বক্তব্য রাখেন আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সুচরিতা দেব, মনজুরা মবিন, নাজমান বেগম, মাহমুদা আখতার, সেতারা বেগম প্রমুখ। বক্তাগণ নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

ঠাকুরগাঁও: বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার চণ্ডিপুর উঁড়াও পাড়ায় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বিষয়ে আলোচনা সভায় উপস্থিতির একাংশ

বরিশাল

২৫ নভেম্বর বিকেল ৪টায় অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে সম্মিলিত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন পর্ষদের উদ্যোগে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার সাধারণ সভাপতি পুষ্প চক্রবর্তী। বিভিন্ন সংগঠন তাদের স্ব-স্ব ব্যানার নিয়ে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার সহসভাপতি ও সচেতন নাগরিক কমিটির সভাপতি প্রফেসর শাহ সাজেদা, আইসিডির উপদেষ্টা আনোয়ার জাহিদ, আভাসের নির্বাহী পরিচালক রহিমা সুলতানা কাজল, উন্নয়ন সংগঠক রণজিৎ দত্ত, প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংস্কৃতিক সমন্বয় পরিষদের নির্বাহী পরিচালক শুভংকর চক্রবর্তী।

যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৃণমূল নারী-পুরুষ ও তরুণ-তরুণীদের সাথে জেলা শাখার সহসভাপতি নুরজাহান বেগমের সভাপতিত্বে ৩০ নভেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে, কাউনিয়া ব্রাঞ্চ রোড শাখার সদস্য শুভ্রা সাহার সভাপতিত্বে ৬ ডিসেম্বর কাউনিয়া মাতৃমন্দির

বরিশাল: অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক টুনু রানী কর্মকার

স্কুলে এবং শিশুপার্ক কলোনি শাখার সদস্য লুৎফা বেগমের সভাপতিত্বে ৮ ডিসেম্বর শিশুপার্ক কলোনি শাখায় পৃথক তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাগুলোতে আলোচনা করেন নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্য শুভংকর চক্রবর্তী, শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তুষার সেন, মাতৃমন্দির স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিজয় কৃষ্ণ দে ও বর্তমান প্রধান শিক্ষক মিন্টু কুমার কর, শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. জসিম, জেলা শাখার সহসভাপতি প্রফেসর শাহ-সাজেদা, সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাছিনা বেগম নীলা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক জেসমিন আক্তার, শিশুপার্ক কলোনি শাখার সাধারণ সম্পাদক জোছনা বেগম, জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য মরিয়ম বেগম রীনা, শাখা সদস্য শাহানাজ বেগম, শাহানাজ, সাথী মালি, বিথী দাস, তরুণী সদস্য শুভ্রা সাহা, শামিমা পারভীন

ফরিদপুর: সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য পাঠ করছেন সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম

নওগাঁ: সমাপনি সভায় বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক নুরজাহান বেগম

লিকা, শিরিন বকুল প্রমুখ। তিনটি সভায় ১০৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়াও বিভিন্ন পাড়ায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের পোস্টার বিতরণ করা হয়।

১০ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার উদ্‌যাপন পর্ষদের উদ্যোগে মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন মানবাধিকার উদযাপন পর্ষদের আহ্বায়ক ডা. সৈয়দ হাবিবুর রহমান। বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক টুনু রানী কর্মকার, রূপান্তরের কর্মকর্তা ঝুমুর কর্মকার, আভাসের নির্বাহী কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম, আইসিডির উপদেষ্টা আনোয়ার জাহিদ প্রমুখ।

ফরিদপুর

জেলা শাখা কার্যালয়ে ২৪ নভেম্বর সকাল ১১টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম। বক্তব্য রাখেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক রুবিয়া মিল্লাত। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক শিপ্রা রায়, সহসভাপতি খাদিজা বেগম মনি, সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জেসমিন কবীর প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকবৃন্দ ও জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দসহ ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

২৯ নভেম্বর বিকেল ৪টায় হরিসভা পাড়া শাখায় 'যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনা প্রতিরোধে' নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি খাদিজা বেগম মনির সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবী শিকদারের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জেসমিন কবীর, হরিসভা পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ। এ সময় নেত্রীবৃন্দ তরুণ-তরুণীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন মোট ৩২ জন।

১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে সভায় পক্ষকালব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির প্রতিবেদন এবং পক্ষের গুরুত্ব তুলে ধরে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের পাশাপাশি আলোচনা করেন রাসিনের নির্বাহী পরিচালক আসমা আক্তার মুক্তা ও সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান চৌধুরী কুশল, সেবার পরিচালক ফারজানা প্রমুখ। লিগ্যাল এইড সম্পাদক রুবিয়া মিল্লাতের সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন ২৭ জন।

নওগাঁ

নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ২৫ নভেম্বর বিকেল ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহানাজ আক্তার, অ্যাড. সাথী ইসলাম, সাংবাদিক মো.

সবুজ হোসেন, মাসুদ রানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সাধারণ সম্পাদক নূরজাহান বেগম। আরো বক্তব্য রাখেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক মমতাজ বেগম, আন্দোলন সম্পাদক পারভীন রেজা, সাংগঠনিক সম্পাদক পারভিন আক্তার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক তাসলিমা আলম, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক ফেরদৌসি আক্তার প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

২৬ নভেম্বর জেলার বিভিন্ন পাড়া শাখায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ছাপানো পোস্টার লাগানো হয়। 'যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনা প্রতিরোধে' নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণীদের সাথে দুটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে সভাপতি সিদ্দিকা খাতুন ও জহুরা ইসলামের সভাপতিত্বে সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন অ্যাড. সাথী ইসলাম, শিক্ষিকা লিপি খান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহানাজ আক্তার, সমাজসেবী মুন্নি শর্মা ও সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ। দুটি সভায় ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

২৯ নভেম্বর বিকেল ৫টায় সুলতানপুর শাখায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক নূরজাহান বেগম, আন্দোলন সম্পাদক পারভীন রেজা, ভারপ্রাপ্ত লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফেরদৌসী আক্তার প্রমুখ। বক্তারা নারী নির্যাতনমুক্ত সমাজ গড়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন। বৈঠকে ৫০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

১০ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় সিদ্দিকা খাতুনের সভাপতিত্বে সংগঠন কার্যালয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষে ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। সভায় এবারের স্লোগান বিশ্লেষণ করে সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাভার

২৯ নভেম্বর ৩টায় আমিন বাজার পাড়া শাখায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং

সাভার: নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে আলোচনা করছেন সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার লিপি

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত পাড়া শাখার সভাপতি সুফিয়া বেগম। আলোচনা করেন সাভার সাংগঠনিক জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার লিপি, লিগ্যাল এইড সম্পাদক নাছরিম মহল ও কার্যকরী কমিটির সদস্য কুলসুমা আক্তার। সভায় পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ ও সদস্যসহ ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং অভিন্ন পারিবারিক আইন (ইউএফসি) বিষয়ে ১ ডিসেম্বর জাহাঙ্গীরনগর পাড়া শাখায় জেলা শাখার সভাপতি পারভীন ইসলামের সভাপতিত্বে, ৮ ডিসেম্বর আড়াপাড়া শাখায় শাখা সভাপতি নেহার আফরোজ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং ২ ডিসেম্বর ফুলবাগান পাড়ায় লিগ্যাল এইড সম্পাদক নাছরিম মহলের সভাপতিত্বে পৃথক তিনটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা তিনটিতে আলোচনা করেন সাভার জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার লিপি, লিগ্যাল এইড সম্পাদক নাছরিম মহল, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ঝুমা রায়, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক নিলুফা বেগম চায়না, কার্যকরী কমিটির সদস্য কুলসুমা আক্তার, পিংকি আক্তার, নার্গিস আক্তার রুমা, ফাতেমা আক্তার, জোসনা বেগম ও তমা দাস। সভা সঞ্চালনা করেন যথাক্রমে জেলা শাখার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক সাদিয়া হাসনাত মিতু, আড়াপাড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক নার্গিস আক্তার রুমা ও ফুলবাগান শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডা. লুবনা জাহান জিনিয়া। সভা তিনটিতে ৮৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের সমাপনী ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ৯ ডিসেম্বর শোভাযাত্রা, মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ ও সদস্যসহ শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

রাজবাড়ী

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৬ নভেম্বর কাজীকান্দা ব্যাংক পাড়া, ২৭ নভেম্বর মর্জৎকোল, ৩০ নভেম্বর চরলক্ষ্মীপুর, ১ ডিসেম্বর গোয়ালন্দ উপজেলা, ২ ডিসেম্বর পালপাড়া এবং ৩ ডিসেম্বর নুরপুর শাখায় মোট ছয়টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার উপদেষ্টা স্বাগতা সরকার, সভাপতি পূর্ণিমা দত্ত, সাধারণ সম্পাদক ক্রিষ্টিনা মারিও রেখা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নমিতা দাস, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হুসনে নাহিদ প্রিয়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা বেবী, সদস্য

রাজবাড়ী: জেলা শাখা কার্যালয়ে পোস্টার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা

মধুখালী: নারী নির্যাতন প্রতিরোধপক্ষ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক শাহজাহান হেলাল

নাজমা সুলতানা, শার্মীন রেজা লোটাস, ফারজানা আলী মহুয়া এবং গোয়ালন্দ উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বৃষ্টি চৌধুরী। এ ছয়টি সভায় ১৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

২ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ের রাসসুন্দরী মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি পূর্ণিমা দত্ত। সংবাদ সম্মেলনে নারী ও কন্যা নির্যাতনের স্থানীয় ও জাতীয় পরিসংখ্যান এবং নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক নমিতা দাস, সদস্য নাজমা সুলতান ও রাজবাড়ী সদর উপজেলা শাখার সভাপতি নূরতাজ তার্জিয়া। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক ক্রিষ্টিনা মারিও রেখা। সাংবাদিকবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এজাজ আহমেদ, সৌমিত্র শীল, জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

৫ ডিসেম্বর সংগঠন কার্যালয়ের রাসসুন্দরী মিলনায়তনে পোস্টার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এতে ২৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

১০ ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় সংগঠন কার্যালয়ের রাসসুন্দরী মিলনায়তনে মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণিমা দত্তের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক ক্রিষ্টিনা মারিও রেখা, সদস্য নাজমা সুলতানা, হাচিনা বেগম, রেহেনাজ পারভীন সালমা প্রমুখ। সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মধুখালী

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষে 'নারী ও কন্যা নির্যাতন বন্ধ করি, নতুন সমাজ নির্মাণ করি' স্লোগান ধারণ করে ২৫ নভেম্বর বিকেল ৩.৩০টায় ম্যাকড়াইল গ্রামে জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিতে, ২৮ নভেম্বর বিকেল ৩.৩০টায় বৈকণ্ঠপুর গ্রামে স্থানীয় ইউ.পি সদস্য জায়েদা বেগমের সভাপতিত্বে দুটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা দুটিতে আলোচনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার, আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, এ বছর গণপরিবহনে ধর্ষণ অব্যাহত ছিল। নারীর পোশাক ও অনলাইন বুলিং নিয়ে হৈচৈ ছিল বছর জুড়েই। এই বুলিংয়ের শিকার প্রায় ৮০ শতাংশ নারী। পুলিশ সদর দপ্তরের মতে, সাইবার অপরাধে ৬ হাজার ৯৯টি মামলা হয়েছে।

৮ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় মধুখালী প্রেসক্লাবে সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বিশেষ করে ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যার মতো ঘটনা অব্যাহতভাবে ঘটে চলছে, যা উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি, ধর্মীয় উগ্রবাদী সম্প্রদায় নানা অপতৎপরতা চালিয়ে সমাজকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। ফলে সাধারণ মানুষ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও নারীরা নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রতিনিয়ত নির্যাতনের

শিকার হচ্ছে। একই সাথে, প্রযুক্তির এই যুগে অনলাইনে নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়ছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশে প্রায় ৬৪ শতাংশ নারী অনলাইনে হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে ৮০.৩৫ শতাংশ নারী ঘৃণ্য এবং আপত্তিকর যৌনতাপূর্ণ মন্তব্য, ৫৩.২৮ শতাংশ ইনবক্সে যৌনতাপূর্ণ ছবি গ্রহণ এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব আর ১৯.১৭ শতাংশ নারী বৈষম্যমূলক মন্তব্যের শিকার হয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সভাপতি সুরাইয়া সালাম, সহসভাপতি নাসরিন কালাম ও লিগ্যাল এইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার মিনা। সংবাদ সম্মেলনে ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় মধুখালী রেলগেটে সহসভাপতি রেহেনা আলমগীরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার, আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শুক্লা ভৌমিক, সদস্য ছালেহা বেগম, রুবিনা খন্দকার প্রমুখ। সভায় ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে সাতটি উন্নয়ন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ২৪ নভেম্বর সকাল ১১টায় ফিরোজ জাহাঙ্গীর চত্বরে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু। বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার সংস্থার সভাপতি অ্যাড. নজরুল ইসলাম চুন্নু, মহিলা পরিষদের সহসভাপতি অধ্যাপক লীলা রায়, আইইডি কর্মকর্তা নুরুন নাহার বেগম, গোধুলী নারী কল্যাণ সংস্থার কর্মকর্তা সৈয়দা সেলিমা আজাদ ও স্বাবলম্বী সংস্থার কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম সেলিম। বক্তারা বলেন, চলমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, আইনের শাসনের অভাব, বিচারকার্যের দীর্ঘসূত্রিতা, আইনের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুর্বলতা, নারীর প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব, অনিয়ম, দুর্নীতি ও অনাচার নারীর অবস্থাকে আরও সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

ময়মনসিংহ: নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন উপলক্ষে নারী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মানবাধিকার সংস্থার সভাপতি অ্যাড. নজরুল ইসলাম চন্নু

জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনার সঞ্চালনায় সমাবেশে ২৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে রেলওয়ের কৃষ্ণচূড়া চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

২৫ নভেম্বর একই উন্নয়ন সংগঠনগুলোর যৌথ উদ্যোগে জয়নুল আবেদিন পার্কে সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

২৫ নভেম্বর গৌরীপুর উপজেলা শাখা ও স্বজন-এর যৌথ উদ্যোগে বিকেল ৪টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বজনের সভাপতি শামিমা খানম নিনা। সঞ্চালনা করেন গৌরীপুর উপজেলা শাখার সভাপতি নাদিরা জামান পান্না। সভায় নারী ও কন্যা নির্যাতন, নির্যাতনের ধরন, বাল্যবিবাহ, ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক মরিয়ম বেগম ময়না, লিগ্যাল এইড সম্পাদক নাসরীন রহমান, জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য সুমি আক্তার, গৌরীপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মমতাজ বেগম, সহসাধারণ সম্পাদক গোপা দাস, সদস্য দেলোয়ারা বেগম ও মুক্তা বেগম। সভায় ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

৪ ডিসেম্বর জেলা কার্যালয়ে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু। ফেসিলিটিটর ছিলেন সহসভাপতি লীলা রায়। এতে অভিন্ন পারিবারিক আইন (ইউএফসি) সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণে ২৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় টাউন হল প্রাঙ্গণে ১৬টি সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে সম্মিলিতভাবে মানবাধিকার দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অ্যাড. নজরুল ইসলাম চুন্নু। সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন ও জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু। পরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে রেলওয়ের কৃষ্ণচূড়া চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। এতে প্রায় ৩৫০ জন অংশ নেন।

ঢাকা মহানগর

২৭ নভেম্বর বিকেল ৪টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর

ঢাকা মহানগর: নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২২ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস

শাখার সহসভাপতি রচি হাবীব। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম ও লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা। বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস ও অন্য নেত্রীবৃন্দ। সভা সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগর শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক শামীমা আফরোজ আইরিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে একটি শোভাযাত্রা কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শিল্পকলা একাডেমি ঘুরে আবার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা মহানগর ও বিভিন্ন পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ ও সদস্যসহ ১০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

'নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ' বিষয়ে ১ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় আহম্মেদনগর পাইকপাড়া শাখার সহযোগিতায় ইউসেপ ইসমাইল টেকনিক্যাল স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে, ৪ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় শাহজাহানপুর পাড়া শাখায় তরুণ-তরুণীদের সাথে এবং ৬ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টায় কল্যাণপুর পাইকপাড়া শাখায় তরুণ প্রজন্ম ও সদস্যদের সাথে পৃথক তিনটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে আহম্মেদনগর পাইকপাড়া শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজকল্যাণ সম্পাদক হোময়ারা খাতুন, শাহজাহানপুর পাড়া শাখার সভাপতি সারা আলম এবং কল্যাণপুর পাইকপাড়া শাখার সভাপতি মানসুরা বেগম। এসব সভায় আলোচনা করেন ঢাকা মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর, লিগ্যাল এইড সম্পাদক শামীমা আফরোজ আইরিন, অর্থ সম্পাদক ফেরদৌস জাহান রত্না, ইউসেপ ইসমাইল টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র সংসদের সভাপতি শম্পা আক্তার, শিক্ষক ইবনে শামীম ও সালমা আক্তার, শাহজাহানপুর পাড়া শাখার সহসভাপতি সুলতানা আরা শিল্পী, সাধারণ সম্পাদক আইরিন পারভীন রোজী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক দ্রাকসিন্দা জেবীন টুইসী এবং কল্যাণপুর পাইকপাড়া শাখার অর্থ সম্পাদক বিলকিস বানু শাহিন।

বক্তারা বলেন, নারী ও কন্যা নির্যাতন ও তাদের প্রতি সহিংসতার বিষয়ে যখন সমাজে পুরুষেরা উপলব্ধি করতে পারবে তখনই নারী নির্যাতন হ্রাস করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যাদের সহযোগিতায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তাঁরা। তিনটি সভায় মোট ১১০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, ৫ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আনোয়ারা বেগম-মুনিরা খান মিলনায়তনে নারী ও কন্যাদের প্রতি সংঘটিত সহিংসতা, নির্যাতন ও নিপীড়ন বন্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে 'গণপরিসর ও গণপরিবহনে নারী নির্যাতন মুক্ত পরিবেশ চাই' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি মাহাতাবুন নেসা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সচিব এবিএম আমিন উল্লাহ নুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)-এর চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাসগুপ্ত, বিআরটিএ'র পরিচালক (অপারেশন) মো. লোকমান হোসেন, শ্যামলী পরিবহনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি রমেশ চন্দ ঘোষ, রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান ও ৭১ টিভির সিনিয়র রিপোর্টার নাদিয়া শারমিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস।

প্রধান অতিথি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের এবিএম আমিন উল্লাহ নুরী বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, 'এই সভা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো থেকে যতগুলো পারি বাস্তবায়নের চেষ্টা করব।'

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, সমাজে অসম ক্ষমতায়নের দৃষ্টিভঙ্গি নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ। প্রশাসনের ওপর থেকে সকল স্তরে নারীবান্ধব প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৭১ টিভির সিনিয়র রিপোর্টার নাদিয়া শারমিন বলেন, বলা হয়েছিল প্রতিটি বাসে দুই পাশে দুটি গেট থাকবে। কিন্তু কয়টা বাসে দুইপাশে গেট আছে?

সভায় যে ২০টি সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে তা কার্যকর করতে পারলে সংকট থাকবে না বলে মনে করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাসগুপ্ত।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের গণপরিবহন নারীবান্ধব নয়। দূরপাল্লার বা অভ্যন্তরীণ স্বল্পদূরত্ব পরিবহনও নারীবান্ধব নয়। নগর পরিবহনে নারী ও

শিশুর জন্য ৯টি সিট বরাদ্দ থাকলেও সেসব সিটে পুরুষ যাত্রীরা বসে থাকে।

নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)-এর চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, ড্রাইভার ও হেল্পারদের শারীরিক ও মানবিক শিক্ষা নেই। সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করেতে হবে।

বিআরটিএ-এর পরিচালক (অপারেশন) মো. লোকমান হোসেন বলেন, যে সুপারিশগুলো এসেছে সেগুলোর মধ্যে যেগুলো বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট তা আমরা বাস্তবায়নের চেষ্টা করব।

শ্যামলী পরিবহনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি রমেশ চন্দ ঘোষ বলেন, বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলায় আসতে গেলে অনেক রকম কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

সভায় লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা মহানগরের আন্দোলন সম্পাদক জুয়েলা জেবুননেসা খান।

মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দ, ঢাকা মহানগর শাখার নেত্রীবৃন্দ, বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্যবৃন্দ ও সাংবাদিকসহ প্রায় শতাধিক উপস্থিত ছিলেন।

সভা সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগরের লিগ্যাল এইড সম্পাদক শামীমা আফরোজ আইরিন।

বেলাব: মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী জাহানুল হক বাবুল

গাইবান্ধা

'নারী ও কন্যা নির্যাতন বন্ধ করি, নতুন সমাজ নির্মাণ করি' এই স্লোগান সংবলিত পোস্টার বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয় ২৮ নভেম্বর। পোস্টারিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন জেলা শাখার সভাপতি মাহফুজা খানম মিতা, সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ, লিগ্যাল এইড সম্পাদক নিয়াজ আক্তার ইয়াসমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আক্তার রিটা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মায়া রানী পোদ্দার সদস্য কাকলী সাহা, বিথী আক্তার, আঙ্গুরী প্রমুখ।

২৫ নভেম্বর ফুলছড়ি উপজেলার চন্দিয়া গ্রামে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক নিয়াজ আক্তার ইয়াসমিন। আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি মাহাফুজা খানম মিতা, সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ, লিগ্যাল এইড উপপরিষদের সদস্য বিথী আক্তার প্রমুখ। বক্তাগণ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন, নীতি ও প্রথা পরিবর্তন করে সমতাভিত্তিক সমাজ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। উঠান বৈঠকে ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের সমাপনী ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মাহফুজা খানম মিতা। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আক্তার রিটা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মায়া রানী পোদ্দার, সদস্য লুনা ইসলাম, শম্পা দেব প্রমুখ। সভায় ৩৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বেলাব

২৭ নভেম্বর দেওয়ানেরচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি। সভায় বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মাদক, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক রোকসানা বেগম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক খালেদা শারমিন, উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক কামরুন্নাহার প্রমুখ।

৭ ডিসেম্বর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নজীব উদ্দিন খান কলেজে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তির সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নাজরীন হক হেনার সঞ্চালনায় সভায় আলোচনা করেন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রোকসানা আক্তার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক খালেদা শারমিন, উক্ত কলেজের প্রভাষক উজ্জ্বলা রাণী সাহা প্রমুখ।

পারিবারিক সহিংসতা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে শিক্ষার্থীরা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন বক্তাগণ সে বিষয়ে আলোচনা করেন। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা জানান- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উদ্বুদ্ধরণ সভা করতে হবে, পথনাটক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটাতে হবে, নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে নাবালিকাদের সাবালক ঘোষণার বিরুদ্ধে

যশোর: বাহাদুরপুর ঋষিপাড়া কমিটিতে নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনা প্রতিরোধে তৃণমূলে নারীদের সাথে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তন্দ্রা ভট্টাচার্য্য

কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, উপজেলা বাল্যবিবাহ নিরোধ কিমিটিগুলোর তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে, ইত্যাদি।

৫ ডিসেম্বর ১২ সররাবাদ প্রাথমিক শাখায় তৃণমূল নারী ও তরুণ-তরুণীদের সাথে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সররাবাদ প্রাথমিক শাখার সভাপতি সেলিনা বেগম। সভা পরিচালনা করেন বেলাব শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক খালেদা শারমিন। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক নাজরীন হক হেনা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রোকসানা আক্তার, উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক আঞ্জুমান বানু প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধে সংগঠিত শক্তির কোনো বিকল্প নেই।

যশোর

যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে তৃণমূলে নারীদের সাথে তিনটি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৪ ডিসেম্বর বাহাদুরপুর ঋষিপাড়ায় শাখা সভাপতি কাজল রেখার সভাপতিত্বে, ৬ ডিসেম্বর ঝিকরগাছা উপজেলার পানিসারা ফুলমার্কেট শাখায় শাখা সভাপতি দূর্গা রানী মল্লিকের সভাপতিত্বে এবং ৯ ডিসেম্বর কাজীপাড়া পুরাতন কসবা নিরিবিলি শাখায় শাখা সভাপতি মমতাজ বেগমের সভাপতিত্বে সভা তিনটি অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা, জেলা শাখার সভাপতি আফরোজা শিরীন, সাধারণ সম্পাদক তন্দ্রা ভট্টাচার্য্য, আন্দোলন সম্পাদক উম্মে কুলসুম আলো, লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহার কনা, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক সুলতানা পারভীন, জেলা কমিটির সদস্য খুরশীদা জাহান খান, জোৎস্না রানী দত্ত, পাড়া শাখার সদস্য সাবিনা খাতুন, সাজেদা খাতুন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্বে নারী নির্যাতন হচ্ছে। এসব নির্যাতন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। নারীদের স্বাবলম্বী হতে হবে।

সভাগুলো সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত অর্থ সম্পাদক উম্মে মাকসুদা মাসু। তিনটি সভায় ১৭২ জন উপস্থিত ছিলেন।

৫ ডিসেম্বর বিকেল ৩.৩০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ যশোর জেলা কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বাল্যবিবাহ নিরোধ জেলা কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মো. তমিজুল ইসলাম খান। আলোচনা করেন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা সাধন কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ফিরোজ কবির, সিভিল সার্জন ডা. বিপ্লব কান্তি বিশ্বাস, মনিরামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা মো. কবীর হোসেন, রাইটস'র নির্বাহী পরিচালক বিনয় কৃষ্ণ মল্লিক, ধারা'র নির্বাহী পরিচালক লিপিকা দাস গুপ্তা, রূপান্তর'র সমন্বয়কারী কাজী মফিজুর রহমান, অ্যাড. নাসিমা খাতুন, জেলা কাজী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপাল কলেজের অধ্যক্ষ জে.এম. ইকবাল হোসেন, মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা, জেলা শাখার সহসভাপতি আফরোজা বেগম, সাধারণ সম্পাদক তন্দ্রা ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যশোর জেলায় মোট ১০৮টি বিট পুলিশক্যাম্প গঠন করা হয়েছে। তাদের কাজই হচ্ছে চুরি, ডাকাতি বন্ধ এবং সেই সাথে বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করা। তথ্যের অভাবে অনেক সময় বাল্যবিবাহ বন্ধ করা যায় না। এ ব্যাপরে তাঁরা সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪৫ জন।

১০ ডিসেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৪.৩০টায় বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি আফরোজা শিরিনের সভাপতিত্ব জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষে বিভিন্ন পাড়া শাখায় কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে নারীর মানবাধিকার এবং নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র। সভায় উপস্থিত ছিলেন ২৫ জন।

পাবনা

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন উপলক্ষে ২৪ নভেম্বর পাবনা জেলা শাখার উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, প্রশাসন ও স্কুল-কলেজে উক্ত পক্ষ ও দিবস যথাযথভাবে পালন ও পালনে

সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। এ ছাড়াও এ পক্ষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন পোস্ট, পোস্টার এবং নারী ও কন্যা নির্যাতনের সংখ্যাভিত্তিক চার্ট প্রকাশের মাধ্যমে প্রচার চালানো হয়।

জেলা শাখা কার্যালয়ে ২৪ নভেম্বর বিকেল ৪:৪০টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের লিখিত বক্তব্য উল্লেখ করা হয় নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারী ও কন্যা নির্যাতনবিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বে প্রতিবছর ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিবছর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই পক্ষ পালন করে।

পাবনা: সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার জলি

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি রওশন আক্তার মিন্টু ও করুণা নাসরিন, সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার জলি, সহসাধারণ সম্পাদক রোজী খাতুন, অর্থ সম্পাদক রেহানা করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক শরিফা খাতুন সুখী, কার্যকরী কমিটির সদস্য সাহারা খাতুনসহ বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ।

যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে তৃণমূল নারী ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুটি সচেতনামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ নভেম্বর বিকেল ৩:৩০টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে জেলা শাখার কার্যকরী কমটির সদস্য সাহারা খাতুনের সভাপতিত্বে এবং ৫ ডিসেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৩:৩০টায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে জেলা শাখার সহসভাপতি করুণা নাসরিনের সভাপতিত্বে সভা দুটি অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার জলি, সহসাধারণ সম্পাদক রোজী খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনা লিগ্যাল এইড সম্পাদক শরিফা খাতুন সুখী, কার্যকরী কমিটির সদস্য রওশন আরা চম্পা ও ইসমো আরা, রাধানগর যুগীপাড়া শাখার সভাপতি মারুফা খাতুন, নয়নামতি পাড়া শাখার সভাপতি আনিছা সুলতানা, মজুমদার পাড়া শাখার সভাপতি মোছা. পারভীন প্রমুখ।

দ্বিতীয় সভাটিতে সেন্ট্রাল গার্লস স্কুল, এডওয়ার্ড কলেজ, সেলিম নাজির উচ্চ বিদ্যালয়, শহীদ আহম্মদ রফিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীবৃন্দ বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন।

৮ ডিসেম্বর গোপালপুর শিশু নিকেতনের শিক্ষার্থীদের মাঝে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

১০ ডিসেম্বর সকাল ১০:৩০টায় পাবনা প্রেসক্লাবের সামনে আব্দুল হামিদ সড়কে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহার জলি, দৈনিক জোড়বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আব্দুল মতিন খান, মনছুর আলী কলেজের সহকারী অধ্যাপক আশরাফ আলী, শহীদ আহম্মদ রফিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মোছা. হেলেনা খাতুন, আসিয়াব'র পরিচালক আব্দুস সামাদ, বাঁচতে চাই'র নির্বাহী পরিচালক আব্দুর রব মন্টু, প্রতিক'র নির্বাহী পরিচালক সাইফুল ইসলাম, ওয়াইডাব্লিওসিএ নার্সারী স্কুলের পরিচালক হেনা গোস্বামী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ভাস্কর চৌধুরী প্রমুখ।

সুনামগঞ্জ

২৫ নভেম্বর সকাল ১১টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য। লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক শরীফা আশ্রাফী সম্পা। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় সম্প্রতি সুনামগঞ্জে অনেকগুলো শিশু নির্যাতনের ঘটনার পাশাপাশি আদিবাসী নারী ও প্রতিবন্ধী শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষণ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কঠোর অবস্থান ও আইনি কাঠামোতে তার প্রতিফলন জরুরি। সংবাদ সম্মেলনে ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে তৃণমূল নারীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চারটি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ নভেম্বর বিকেলে মঈনপুর, ২৯ নভেম্বর নবীনগর, ৩ ডিসেম্বর কেজাউড়া এবং ৪ ডিসেম্বর বারোঘর গ্রাম শাখায় অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন শাখাগুলোর সভাপতি যথাক্রমে সুহেনা বেগম, দোলন তালুকদার, সত্যলতা বিশ্বাস এবং শংকরী দে। চারটি সভায় মোট ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা রোধ

সুনামগঞ্জ: সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য

স্বরূপকাঠি: সংবাদ সম্মেলনে জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, সাংগঠনি সম্পাদক নার্গিস জাহান, লিগ্যাল এইড সম্পাদক খনা চন্দ, আন্দোলন সম্পাদক নিলুফা ইয়াসমিন প্রমুখ

ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা বিষয়ে ২ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে তরুণ-তরুণীদের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য। আলোচনা করেন জেলা উদীচীর সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী প্রমুখ। এ সভায় ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

স্বরূপকাঠী

জেলা শাখা কার্যালয়ে ২৫ নভেম্বর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি মীরা চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক নার্গিস জাহান, লিগ্যাল এইড সম্পাদক খনা চন্দ, আন্দোলন সম্পাদক নিলুফা ইয়াসমিন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, নরীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী ও কন্যা নির্যাতনবিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন করা হয়। নারী নির্যাতন একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি বন্ধ করতে হলে আমাদের মানসিকতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিক শেখর মজুমদার, মো. মাসদুল আলম, আনোয়ার হোসেন, মো. ফয়সাল হাসান, মো. আজিজুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২ ডিসেম্বর পূর্ব আরামকাঠী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক সভা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হিরন্ময়ি মণ্ডল। সভায় নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, বাল্যবিবাহ বন্ধে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

১০ ডিসেম্বর প্রশাসন, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তি এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের নিয়ে 'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে করণীয়' বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বরূপকাঠী সংগঠনিক জেলা শাখার সহসভাপতি মীরা চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি নাদিরা বেগম ও শাহিদা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, আন্দোলন সম্পাদক নিলুফা ইয়াসমিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মিথিলা আক্তার, সদস্য শিবানী সাহা, রীনা সুলতানা, সাংবাদিক মাসুদুল আলম, হাবিবুল্লা মিঠু, কাউন্সিলর বিউটি বেগম, শ্রমজীবী নারী দিলারা বেগম প্রমুখ।

দিনাজপুর

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন উপলক্ষে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন এবং নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা ও সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ ও সামাজিক শক্তি সংহত করার লক্ষ্যে ২২ নভেম্বর কলিজিয়েট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঈদগাহ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ক্রিসেন্ট কিন্ডারগার্টেন, চেহেলগাজী শিক্ষা নিকেতন, সারদেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, অ্যাপটাচ পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, আদর্শ মহাবিদ্যালয়, শিল্পকলা একাডেমি, সংগীত ডিগ্রি কলেজ, নাট্যসমিতি, নবরূপীসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চিঠি প্রেরণ করা হয়। পাশাপাশি, ২৪ নভেম্বর শহরের বিভিন্ন স্থানে পোস্টার লাগানো হয়।

২৫ নভেম্বর সকাল ১১টায় দিনাজপুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমানের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের লিখিত বক্তব্য উল্লেখ করা হয়, স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে নভেম্বর'২১ হতে নভেম্বর'২২ পর্যন্ত ধর্ষণ মামলা হয়েছে ৮টি, যৌতুকের মামলা হয়েছে ১০৭টি, অপহরণ ও হত্যা মামলা হয়েছে ৩টি, শিশু ধর্ষণ হয়েছে ২টি এবং অন্যান্য মামলা হয়েছে ৭২টি। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম। অন্যান্যদের মধ্যে সহসভাপতি নুরুন নাহার, সহসাধারণ সম্পাদক মনোয়ারা সানু, লিগ্যাল এইড সম্পাদক জিন্নুরাইন পারু, সাংগঠনিক সম্পাদক রুবিনা আকতার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক শাহনাজ পারভীন, সদস্য শুক্লা কুণ্ডু ও রেহেনা বেগম এবং সাংবাদিকসহ ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুর: সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম

২৭ নভেম্বর গোলাপবাগ ও বাঙ্গীবেচার ঘাট শাখার সদস্যদের নিয়ে বাঙ্গীবেচার ঘাট শাখায় উক্ত শাখার সভাপতি কবিজানের সভাপতিত্বে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে তৃণমূলের নারী-পুরুষ ও তরুণ-তরুণীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নারী নির্যাতনবিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলা, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা, জনসচেতনতা তৈরি এবং আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় পাড়া কমিটি দুটির সদস্যসহ ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

৪ ডিসেম্বর কলেজিয়েট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ, উপস্থিত শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকবৃন্দ আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, বাল্যবিয়ের পিছনে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও নারীর নিরাপত্তার অভাব অন্যতম কারণ। নারী ও কন্যার প্রতি নির্যাতন বন্ধ করতে হলে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে ৭ ডিসেম্বর বেলা ১২টায় চাঁদগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ মোফাজ্জল হোসেন। আলোচনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক রুবিনা আকতার, শিক্ষক রেজিনা সরকার, মুনতাহিন কাউসার, কিশোর কুমার অধিকারী এবং শিক্ষার্থী ইমু, খুশবু আরা আলো, মিজানুর রহমান রাসেল রানা, পূজা রানী রায়, বিধি সরকারসহ অন্য শিক্ষার্থীরা। সভায় ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

১০ ডিসেম্বর লোকভবন চত্বরে জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক মো. সফিকুল ইসলাম, রবীন্দ্র সম্মিলন পরিষদের সভাপতি রবিউল আউয়াল খোকা, জেলা শাখার সহসভাপতি মাহাবুবা খাতুন, নুরুননাহার ইরা, সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক রুবিনা আকতার, সদস্য রোকসানা বিলকিস, গোলেনুর বেগম, শুক্লা কুন্ডু, কবিজান, রেহেনা বেগম, মিনতী এক্কা, শিবানী উড়াও প্রমুখ। সমাবেশে জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্যসহ ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুন্সিগঞ্জ

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ১৫ নভেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ এবং পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ বিষয়ে এবং ২৯ নভেম্বর বিকেল ৩টায় নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে দুটি, এবং ১ ডিসেম্বর মালপাড়া পাড়া শাখায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র বিষয়ে পৃথক তিনটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তারের সভাপতিত্বে সভাগুলোতে আলোচনা করেন জেলা শাখার সহসভাপতি অ্যাড. রোজিনা ইয়াসমিন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মাহফুজা আক্তার মিঠু, সহসাধারণ সম্পাদক নূরুন নাহার খানম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাসরিন জাহান সাকি, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাজেদা আক্তার টগর, অর্থ সম্পাদক মোর্শেদা খানম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রাজকুমারী, হাটলক্ষ্মীগঞ্জ পাড়া শাখার সভাপতি নার্গিস আক্তার প্রমুখ। তিনটি সভায় ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখা কার্যালয়ে ৭ ডিসেম্বর বিকেল ৩.৩০টায় বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ধর্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংগঠকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তারের সভাপতিত্বে এবং সহসভাপতি হামিদা খাতুনের সঞ্চালনায় মতবিনিময়

মুন্সীগঞ্জ: মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

নারায়ণগঞ্জ: সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. হাসিনা পারভীন

সভায় সাধারণ সম্পাদক সালমা তালুকদার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মাহফুজা আক্তার মিঠু, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রাজকুমারী মুখার্জি, নারীনেত্রী অ্যাড. নাজমা সরদার নীরা, আন্দোলন সম্পাদক ফরিদা পারভীন, অর্থ সম্পাদক মোর্শেদা খানম লিপি, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাসরিন জাহান সাকি, কার্যকরী কমিটির সদস্য মাসুদা বেগম, আয়েশা বেগম, অ্যাড. সুলতানা আক্তার বিউটিসহ অন্য নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় মোট ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাড. নাছিমা আক্তারের সভাপতিত্বে জেলা শাখা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও মানবাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন।

নারায়ণগঞ্জ

নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় পরিবহন মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাস মালিক সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী। সভায় মতামত ব্যক্ত করেন উৎসব ট্রান্সপোর্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. সহিদুল্লাহ, পরিচালক মো. নাজিম উল্লাহ ও সহিদুর রহমান, সিটি বন্ধন পরিবহন লিমিটেডের সালাউদ্দিন ও শফিকুল ইসলাম, জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. শামসুজ্জামান, সহসভাপতি খাজা ইরফান আলী, সহসম্পাদক মো. রব্বানীসহ সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা বলেন, চালক ও শ্রমিকেরা এসব অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এই অপরাধ বন্ধ করতে হলে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে, নারী ও ছাত্রীদের নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, বাসে নারীদের আসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়গুলো মালিকপক্ষের দেখাশোনা করতে হবে। এইভাবে সকলে মিলে কাজ করতে হবে।

২ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে তরুণ-তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সহসভাপতি কৃষ্ণা ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. হাসিনা পারভীন, সহসাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক সাহানারা বেগম, তরুণ-তরুণীদের তিথি সূবর্ণা, কৌশিক ও অভি।

সংগঠন কার্যালয়ে ৪ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মী চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. হাসিনা পারভীন। সংবাদ সম্মেলনে জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি আনজুমান আরা আকসির, সহসভাপতি রীনা আহমেদ, সহসাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, সাংবাদিক সোহেল রানা, প্রণব কৃষ্ণ রায়, আফসানা আক্তার, ইমন, উল্লাস, মণিকা আক্তার, আল-মামুন, রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক সাহানারা বেগম।

৭ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় ধামগড়

শাখায় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৃণমূলে নারী-পুরুষ ও তরুণ-তরুণীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. হাসিনা পারভীন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক সাহানারা বেগম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক রওশন আরা পারুল, সংগঠন সম্পাদক আবদুল করিম, ধামগড় শাখার সভাপতি সালেহা বেগম প্রমুখ।

এ ছাড়াও, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ও পাড়ায় পোস্টারিং করা হয়।

টঙ্গী: এরশাদনগর পাড়া শাখায় যৌন হয়রানী ও নিপীড়ন প্রতিরোধে নারী-পুরুষদের সাথে সচেতনতামুলক সভায় বক্তব্য রাখছেন সংগঠন সম্পাদক মেহেরুন্নেছা সীমা

কিশোরগঞ্জ

২৪ নভেম্বর বিকেল ৪.৩০টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। জেলার পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচি বাস্তবায়নের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম। নারী ও কন্যা নির্যাতন বন্ধে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে গণমাধ্যমকর্মীসহ ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক পক্ষে চারটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ নভেম্বর বিকেল ৪টায় তৃণমূল নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করিমগঞ্জের কুর্শাকালীতে জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিকের সভাপতিত্বে, ১ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেনের সভাপতিত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে, ৭ ডিসেম্বর প্রশাসন, সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্য এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিবর্গের সাথে শহীদ টিটু স্মৃতি পাঠাগার মিলনায়তনে অ্যাড. মায়া ভৌমিকের সভাপতিত্বে এবং ৮ ডিসেম্বর লিটল ফ্রেন্ডস কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সাজেদা আক্তার খানমের সভাপতিত্বে এসব মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সংগঠনের নেত্রীবৃন্দের মধ্যে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম, জাহানারা ইসলাম, জোছনা বেগম, শান্তা আচার্য্য ও তরুণ সদস্য সামিয়া আক্তার প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন মডেল কলেজের অধ্যক্ষ মাহফুজা আরা পলক, প্রভাষক লীনা নাজনীন জীম, শিক্ষার্থী সারোয়ার হোসেন, স্বর্ণা আক্তার ও মীম আক্তার।

শহীদ টিটু পাঠাগারের সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার ও সিনিয়র সহকারী জজ সাদিয়া আফসানা রিমা। আলোচনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাড. নাসির উদ্দিন ফারুকী, সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাছুমা আক্তার, পৌর কাউন্সিলর হাসিনা হায়দার চামেলী, সনাকের সহসভাপতি স্বপন কুমার বর্মন, উদীচীর সভাপতি ফিরোজ উদ্দিন ভূঞা, মডেল কলেজের অধ্যক্ষ মাহফুজা আরা পলক, সাংবাদিক আহমেদ ফরিদ, টিআইবির জেলা কো-অর্ডিনেটর মাছুদ উল আলম, এনজিও কর্মী বিল্লাল হেসেন ও শাহীন হায়দার। এবং ফ্রেন্ডস স্কুলে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন উক্ত স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল তাহমিনা আক্তার পুনম। চারটি সভায় ১৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় গুরুদয়াল কলেজের সামনের মুক্তমঞ্চে জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিকের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালনের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন পক্ষকালব্যাপী বাস্তবায়িত কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকারকর্মী হারুন অর রশীদ ও আনোয়ারা বেগম, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম জুয়েল, এনজিওকর্মী বিল্লাল হোসেন প্রমুখ। সংগঠনের নেত্রীবৃন্দের মধ্যে আলোচনা করেন জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি সুলতানা রাজিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম, সদস্য অ্যাড. শংকরী সাহা, মনিকা দাস, বন্দনা দত্ত, মনোয়ারা জলি, নাজমা আক্তার প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম। এ সভায় ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২৫ নভেম্বর বিকেল ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের সূচনা উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি শোভা পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায়

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের র‍্যালিতে জেলা শাখার নেত্রী, কর্মী ও সংগঠকবৃন্দ

সিলেট: হাজরাই চৌধুরী গাঁও এলাকায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত তৃণমূলের সদস্যগণ

আলোচনা করেন সহসভাপতি বিভা রায়, সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা শিকদার দীনা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক নুরুন নাহার বেগম প্রমুখ। আন্দোলন সম্পাদক শ্যামলী মিয়াজীর সঞ্চালনায় সভায় জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য ও তৃণমূল শাখার সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় নারী ও কন্যা নির্যাতনের কারণ, প্রতিকারের উপায়, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা হয়। সভায় মোট ১৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৬ নভেম্বর বিকেল ৪টায় পুণিয়াউট পাড়া শাখায় নুরুন নাহার বেগমের সভাপতিত্বে, ৩ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় কাশীনগর গ্রামে সুকুমারী ঋষির সভাপতিত্বে এবং ৪ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় সীতানগর গ্রামে প্রতিমা ঋষির সভাপতিত্বে পৃথক তিনটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা সিকদার ও কার্যকরী সদস্য স্বপ্না দাস। বক্তারা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনটি সভায় মোট ১০৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

৫ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় আড়াইসিধা গ্রামে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শোভা পাল, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা শিকদার দীনা ও আন্দোলন সম্পাদক শ্যামলী মিয়াজী। বক্তাগণ বলেন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা না হলে মানুষ হিসেবে নারী তার পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করতে পারবে না। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। সভায় মোট ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় জেলা শাখার সভাপতি শোভা পালের সভাপতিত্বে জেলা শাখা কার্যালয়ে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে কাশীনগর, সীতানগর, ঘাটুরা, দ্বারিয়াপুর, পুণিয়াউট ও মুন্সেফপাড়া শাখার ৭৮ জন কর্মী-সংগঠক অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলন সম্পাদক শ্যামলী মিয়াজীর পরিচালনায় প্রশিক্ষণে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক নেলী আকতার।

১০ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় জেলা শাখার সভাপতি শোভা রানী পালের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের সমাপনী সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা সিকদার দীনা ও সদস্য শিউলি দাস। র‍্যালিতে কার্যকরী কমিটির সদস্যসহ ৭৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট

২৫ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উদযাপনের উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন ও সভায় সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি শংকরী শ্যাম চৌধুরী।

বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহনাজ চৌধুরী লাকী, আন্দোলন সম্পাদক রমলা তালুকদার, কার্যকরী কমিটির সদস্য অর্পনা গুণ সেবা, রিক্তা চক্রবর্তী ও রেনুকা দাস। বক্তারা বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নারীদের সচেতন হতে হবে। নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও ধর্ষণ প্রতিরোধ করতে হবে। সভায় ২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

৭ ও ৮ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় দত্তগ্রাম খিদিরপুর, খাদিমনগর ও হাজরাই চৌধুরী গাঁও শাখার তৃণমূলের নারীদের নিয়ে দুটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সদস্য ফাতেমা বেগম ও উষা রাণী মল্লিকের সভাপতিত্বে সভায় বাল্যবিবাহ, বাল্যবিবাহের কুফল, নারীর শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, ধর্ষণ পরবর্তী করণীয়, কাবিননামা এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার বিষয়ে আলোচনা করেন জেলা ও স্থানীয় শাখার নেত্রীবৃন্দ। দুটি সভায় ৪৭ জন তৃণমূল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় বাঘবাড়ী নরশিংটিলায় উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সদস্য তানজিনা আক্তার। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল, শিক্ষিকা সৈয়দা তাহমিনা আক্তার ও তানজিনা আক্তার, সদস্য অর্পনা গুণ সেবা প্রমুখ। সভায় ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

মাগুরা

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে ২৬ নভেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখা সভাপতি মমতাজ বেগমের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া খন্দকার আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সংবাদ সম্মেলনে প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমেদ খান, সাংবাদিক আবু বাসার আকন্দ, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, অলোক বোস, রুপক আইচ, টুটুলসহ জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

মাগুরা: আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিতির একাংশ

উপস্থিত ছিলেন।

৮ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে 'নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ: তরুণসমাজের ভূমিকা' বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখা সভাপতি মমতাজ বেগম। আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিপিকা দত্ত, জেলা শাখার সহসভাপতি কাজী লাবনী জামান, সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া খন্দকার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক খালেদা হাশিম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক কৃষ্ণা সরকার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক লিপি জোয়ার্দার ও তরুণদের মধ্য থেকে নাহিদুর রহমান দুর্জয় প্রমুখ। বক্তারা নারী ও কন্যা নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে বেশকিছু সুপারিশ প্রদান করেন।

৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় সৈয়দ আতর আলী গণগ্রন্থাগার মিলনায়তনে 'নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ: সুশীলসমাজের ভূমিকা' বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখা সভাপতি মমতাজ বেগমের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মাগুরা বিএমএ'র সভাপতি ডা. কাজী তারিফুজ্জামান, উদীচীর জেলা সভাপতি বিকাশ মজুমদার, প্রভাষক লতা ইসলাম, অধ্যাপক সাইফুজ্জামান মন্নু, অধ্যাপক ওয়ালিউজ্জামান, ব্যাংক কর্মকর্তা এবিএম আসাদুর রহমান ও ডিইউ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এটিএম আনিসুর রহমান। বক্তারা মহিলা পরিষদের কর্মসূচির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা কার্যালয়ে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে জেলা শাখা সভাপতি মমতাজ বেগমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় একযোগে কাজ করা অঙ্গীকার করেন।

টাঙ্গাইল

২৫ নভেম্বর সকাল ১০টায় আকুরটাকুর পাড়াস্থ জেলা শাখা কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি বেগম শামসুন নাহার। লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মালতী বসাক। উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ সম্পাদক মনজুলা সাঈদ, আন্দোলন সম্পাদক ডলি সিদ্দিকি, সদস্য নুসরাত জাহান মিনা, সাংবাদিক

টাঙ্গাইল: বিশ্বাস বেতকা পাড়া কমিটিতে বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সম-অধিকার বিষয়ে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন সদস্য শিবানী পাল

মুক্তার হোসেন প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাল্যবিবাহ বন্ধে করণীয় সম্পর্কে ২ ডিসেম্বর থানা পাড়া, ৩ ডিসেম্বর বিশ্বাস বেতকা এবং ৯ ডিসেম্বর বেড়া বুচনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৃথক তিনটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা তিনটিতে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি বেগম শামসুন নাহার। আলোচনা করেন প্রাক্তন সমাজকল্যাণ সম্পাদক মনজুলা সাঈদ, লিগ্যাল এইড সম্পাদক আফরোজা খানম ঝর্ণা, অর্থ সম্পাদক মালতী বসাক, সদস্য সেলিনা আক্তার জাহান, শিবানী পাল, রাশেদা খানম প্রমুখ। বক্তারা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার করে সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তিনটি সভায় ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন।

১০ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় টাঙ্গাইল রোভার স্কাউটস ভবনে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। জেলা শাখার সাবেক সভাপতি বেগম শামসুন নাহারের সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক রহিমা খাতুন রুবীর সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, লেখক ও অধ্যাপক নাজির হোসেন, বিশেষ অতিথি ছিলেন সংরক্ষিত আসনের প্রাক্তন সাংসদ ও সংগঠনের সহসভাপতি মনোয়ারা বেগম। উপস্থিত ছিলেন নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্য আব্দুর রউফ, সাংবাদিক ও পরিবেশকর্মী রতন সিদ্দিকী, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মালতি বসাক, আন্দোলন সম্পাদক ডলি সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক রহিমা খাতুন রুবী, সদস্য সোমাইয়া আফরোজ, নুসরাত জাহান মিনা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইন থাকা সত্ত্বেও নারীরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে আইনের প্রয়োগ করে নির্যাতন বন্ধ করা যাচ্ছে না। পরিবার থেকেই সন্তানদেরকে নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল করে গড়ে তুলতে হবে। সভায় মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৫ নভেম্বর বিকেল ৪টায় দামপাড়া শাখায় অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির। উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, সহসভাপতি শেলী দে, অর্থ সম্পাদক পূর্বা দাশ, সাংগঠনিক সম্পাদক স্বাতী পাল, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক কাউছার জাহান লিজা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সুলেখা পাল, সমাজকল্যাণ সম্পাদক স্বপ্না বড়ুয়াসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে ২৭ ডিসেম্বর দামপাড়া এলাকায় পোস্টার লাগানো হয়।

৩ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক লতিফা কবির। আলোচনা করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত তরুণীগণ। তারা বলেন, নারী নির্যাতন সমর্থন করে এমন সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। প্রান্তিক নারীদের সচেতন করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

৮ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির। উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি নূরী আসমা ও শেলী দে, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, অর্থ সম্পাদক পূর্বা দাশ, সাংগঠনিক সম্পাদক স্বাতী পাল, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক কাউছার জাহান লিজা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সুলেখা পাল, সমাজকল্যাণ সম্পাদক স্বপ্না বড়ুয়া, আন্দোলন সম্পাদক জেসিন্তা ডায়েস, সদস্য মুনমুন দে, মুনমুন ঘোষ, রিনা দাশ, চিন্ময়ী ঘোষ, হোসনে আরা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, যৌতুক নিরোধে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা খুব জরুরি। নারীদের জন্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। স্বল্প শিক্ষিত ও শিক্ষালয় থেকে ঝরে পড়া তরুণীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবিরের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সহসভাপতি নূরী আসমা ও শেলী দে,

ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, অর্থ সম্পাদক পূর্বা দাশ, সাংগঠনিক সম্পাদক স্বাতী পাল, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক কাউছার জাহান লিজা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সুলেখা পাল, সমাজকল্যাণ সম্পাদক স্বপ্না বড়ুয়া, আন্দোলন সম্পাদক জেসিন্তা ডায়েস, সদস্য মুনমুন দে, মুনমুন ঘোষ, রিনা দাশ, চিন্ময়ী ঘোষ, হোসনে আর, আরিকা মাঈশা প্রমুখ।

শেষে মোমবাতি প্রজ্বলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

বাগেরহাট

প্রেসক্লাব অডিটোরিয়ামে ২৪ নভেম্বর সকাল ১১টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সহসভাপতি জাহানারা খাতুনের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীন নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। পরে নেত্রীবৃন্দ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকসহ মোট ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

১৫ নভেম্বর সংগঠন কার্যালয়ে বেলা ৩:৩০টায় জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সীতা রাণী দেবনাথের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মোছাব্বেরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীন। আলোচনা সভা শেষে একটি শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনার চত্বরে যায় এবং সেখানে মানববন্ধন করে। এ কর্মসূচিতে ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থীদের সাথে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ নভেম্বর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে সকাল ১১টায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খোন্দকার মো. রেজাউল করীম। আলোচনা করেন, সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীনসহ অন্য নেত্রীবৃন্দ। সভায় ১২০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

২৯ নভেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড বা ইউএফনি বিষয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি মেরিনা জামানের সভাপতিত্বে আলোচ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সহসাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আহমেদ পারুল, সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীন, তরুণী সদস্য রেক্সোনা রীমা, মাহনুর মীম প্রমুখ। পাঠচক্রে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে উদয়ন বাংলাদেশ এনজিওর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন উদয়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধি শেখ আসাদুজ্জামান আসাদ, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সময় টিভি সাংবাদিক আলী আকবর টুটুল, মহিলা পরিষদের সহসভাপতি জাহানারা খাতুন, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক শিল্পী আক্তার। সভায় মোট ৪০ জন উপস্থিত

চট্টগ্রাম: নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মী, সদস্য ও সাধারণ নারীগণ

বাগেরহাট: বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে বাগেরহাট মহিলা পরিষদের র‍্যালি

নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির কার্যক্রম

'আসুন নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি'–এই স্লোগানে ২৮ নভেম্বর নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সকল জেলা শাখায় নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ জাতীয় কনভেনশনে উপস্থাপন করা হয়।

বাগেরহাট: নারী নির্যাতন প্রতিরোধ জোট ও সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বাগেরহাট মহিলা পরিষদের সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথ

বাগেরহাট

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৩ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় বাগেরহাট জেলা শাখা কার্যালয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি, স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, ছাত্র ও তরুণদের উপস্থিতিতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় আলোচনা করেন নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রিজিয়া পারভীন, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও বাগেরহাট ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আহাদ উদ্দিন হায়দার, দুর্নীতি দমন কমিশনের পিপি অ্যাড. মিলন কুমার ব্যানার্জী, শিক্ষক তহমিনা বেগম মিনু, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জ্যোৎস্না দেবনাথ, শিক্ষার্থী উম্মে সালমা আক্তার যুথী, নারী উদ্যোক্তা আবিদা খান ললি, নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি হেনা চৌধুরী ও শেখ আসাদুজ্জামান। সভায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী

নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ ও সামাজিক শক্তিকে সংহত করার লক্ষ্যে ২৫ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় আলুপট্টি মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার মিলনায়তনে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়। আলোচনা করেন প্রবীণ সাংবাদিক মোস্তাফিজুর রহমান খান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, উদীচীর সভাপতি জুলফিকার আহমেদ গোলাপ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান আলী বরজাহান, অ্যাড. আব্দুস সামাদ, বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টার নির্বাহী পরিচালক ফয়েজুল্লাহ চৌধুরী, পরিবর্তনের নির্বাহী পরিচালক রাশেদ রিপন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার ঘোষ, সংস্কৃতিকর্মী কামার উল্লাহ সরকার, সাবেক কাউন্সিলর নাজমা খাতুন, খেলাঘর আসরের সাধারণ সম্পাদক আফতাব হোসেন, সংগঠনের প্যানেল আইনজীবী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস শোভন, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের দপ্তর সম্পাদক সুভাষ চন্দ্র হেমব্রম, সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সদস্য সচিব তামীম শিরাজীসহ সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ। সভায় ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

কাউখালী

জেলা শাখা কার্যালয়ে ২২ অক্টোবর সকাল ১১টায় নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দারের

সভাপতিত্বে সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউখালী মহিলা কলেজের প্রভাষক কুমকুম ভট্টাচার্য্য, প্রভাষক বিপ্লব কুণ্ডু, কাউখালী সদর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য ঝর্না রানী দাস, সংগঠনের প্যানেল আইনজীবী হীরা লাল কুণ্ডু, কমল মুখার্জী, ডাক্তার দীপ্ত কুণ্ডু, শিক্ষক শিউলী কর্মকার, কাকুলী ঘোষ, সাংবাদিক মনোয়ারা বেগম এবং সমাজসেবক নিমাই মণ্ডল। আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুনের সঞ্চালনায় সভায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কুমারখালী

কুমারখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪.৩০টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে জেলা শাখার সভাপতি হোসনেয়ারা রুবীর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহ্বায়ক ইশরাত জাহান, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব আকরাম হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা এটিএম আবুল মনসুর মজনু, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন কুমার রায়, প্রভাষক মোশাররফ হোসেন, কবি পরিমল কুমার ঘোষ, নিজেরা করির সংগঠক তাসলিমা আক্তার ও কামাল হোসেন, সাংবাদিক রওশন জোয়ার্দ্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মেরিনা আক্তার মিনা প্রমুখ। বক্তারা তাদের আলোচনায় নানা পরামর্শ ও সুপারিশ তুলে ধরেন। সভায় সংগঠনের নেত্রীবৃন্দসহ ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর

রংপুর সাহিত্য পরিষৎ-এ ১৯ নভেম্বর বিকেল ৪টায় মতবিনিময় সভা অনষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি হাসনা চৌধুরী। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. নুর নাহার বেগম। সভায় মতবিনিময় করেন রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শামীম আহম্মেদ, সাংবাদিক বর্ণালী জামান বন্যা, সীড'র নির্বাহী পরিচালক সারথি রানী সাহা, অধ্যক্ষ খন্দকার ফখরুল আনাম বেঞ্জু, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সভাপতি ড. নাসিমা আকতার, ছাত্র-যুব

রংপুর: মতবিনিময় সভায় আলোচনা করছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকার্তা মোছা. নুরনাহার বেগম

পরিষদের সভাপতি প্রহলাদ রায়, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের উপপরিদর্শক (এসআই) নাদিরা, গুডহেলথ'র নির্বাহী পরিচালক ডা. মামুনুর রহমান, আরডিআরএস'র শমশেয়ারা বিলকিস, নারী উদ্যোক্তা শাসসে আরা জামান কলি, ব্লাস্টা'র ফারজানা হক, সংস্কৃতিকর্মী ডা. মফিজুল ইসলাম মান্টু, পেশাজীবী ফোরামের সভাপতি অ্যাড. শামীমা আক্তার শিরিন প্রমুখ।

এ ছাড়াও লিখিত সুপারিশ দেন রাজনৈতিক কর্মী ইসতিয়াকুর রহমান হিমেল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য রাতুজ্জামান রাতুল, ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান।

পিরোজপুর

জেলা শাখার লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে ২৪ নভেম্বর বিকেল ৪টায় নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা সংগঠন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি খায়জুরান দিরোজ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন গণউন্নয়ন সমিতির নির্বাহী পরিচালক জিয়াউল আহসান জিয়া, উন্নয়নকর্মী রফিকুল ইসলাম পান্না, সংগঠনের সহসাধারণ সম্পাদক লাইজু আক্তার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মিনারা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আখতার হেনা, অর্থ সম্পাদক শিখা দাস, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাকুল খানম প্রমুখ। সভায় ৪০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম জেলা শাখা কার্যালয়ে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরীর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা সলিডারিটি'র নির্বাহী পরিচালক হারুন অর রশীদ লাল। কমিটির সদস্যদের মধ্যে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক দুলাল বোস, বঙ্গবন্ধু পরিষদ পৌরসভা কমিটির সদস্য মনোয়ার হোসেন, রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের সভাপতি সাতকড়ি রায় নীলু, উন্নয়নকর্মী নুরুল হাবীব পাভেল, কৃষিবিদ চাষী নুরন্নবী সরকার ও পিটিআই ইন্সট্রাক্টর সেহেলিনা বেগম। সভায় ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

টঙ্গী

টঙ্গী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে নারী ও

বরগুনা: নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দসহ সাংবাদিকগণ

কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৭ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৩টায়। সভায় অংশগ্রহণ এবং আলোচনা করেন শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের আইনবিষয়ক সম্পাদক মফিজুল হোসেন খান, শিক্ষক নিজাম উদ্দিন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রীতা ব্রহ্ম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফেরদৌসী জাহান প্রমুখ। সভায় ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল

জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৬ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টায় নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন। সভায় স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে মতামত ও সুপারিশ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সংগঠনের নেত্রীবৃন্দের পাশাপাশি সুপারিশ প্রদান করেন শিক্ষক মর্জিনা আক্তার মিরু, আইসিডি'র উপদেষ্টা আনোয়ার জাহিদ, অ্যাড. বিশ্বনাথ দাস মুন্সী, রেহানা ইয়াসমিন বেবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কাজল ঘোষ, সাংবাদিক মুরাদ আহমেদ, খেলাঘর সভাপতি জীবন কৃষ্ণ দে, অ্যাড. হিরণ কুমার দাস মিঠু, ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি অ্যাড. একে আজাদ, শিক্ষক মো. আবুল কালাম আজাদ ও শ্রমিক তুষার সেন। সভায় মোট ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম

নন্দনকাননে পুলিশ প্লাজা অডিটোরিয়ামে ১৮ নভেম্বর বিকেল ৪টায় নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবিরের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি অধ্যাপক অশোক সাহা, বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট অধ্যাপক কানাই দাশ, শিক্ষক প্রশিক্ষক অধ্যাপক শামসুদ্দিন শিশির, বিলসের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার রিজোয়ানুর রহমান খান প্রমুখ। সভায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

যশোর

জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৭ নভেম্বর বিকেল ৪টায় নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির আহ্বায়ক ও মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তন্দ্রা ভট্টাচার্য্য। আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা, সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্য অ্যাঞ্জেলা গোমেজ, হারুন-অর-রশিদ, ডা. আবুল কালাম আজাদ লিটু, অ্যাড. আবুল হোসেন, দীপঙ্কর দাস রতন, অর্চনা বিশ্বাস, বীথিকা সরকার, অ্যাড. শাহিনা আক্তার সুবর্ণা, কামরুন হাসান রিপন, কামাল মোস্তফা, আলমগীর কবির প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাড. কামরুন নাহার কনা। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪০ জন।

বরগুনা

জেলা শাখা কার্যালয়ে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯ নভেম্বর। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি নাজমা বেগম। স্বাগত বক্তব্য ও ধারণাপত্র পাঠ করেন সহসভাপতি বেবী দাস। সভায় অংশগ্রহণকারী সকলের বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করেন।

ফরিদপুর

জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৭ নভেম্বর বিকেল ৪টায় নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি শিপ্রা রায়ের সভাপতিত্বে এবং লিগ্যাল এইড সম্পাদক রুবিয়া মিল্লাতের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় রাসিনের নির্বাহী পরিচালক আসমা আক্তার মুক্তা, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি সিরাজ-ই-কবীর খোকন, অ্যাড. বশীর আহম্মেদ চৌধুরী, সাংবাদিক মঞ্জুয়ারা স্বপ্না ও সদস্য ফারিহা শাহনেওয়াজসহ সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ১৫ জন।

রাজবাড়ী

সংগঠন কার্যালয়ে ১২ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখার সভাপতি পূর্ণিমা দত্তর সভাপতিত্বে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

গড়ে তোলার লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্ধারিত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করেন শিক্ষার্থী মোছা. লামিয়া, ঈশান বিশ্বাস ও কৃতিকা রায়, ব্র্যাকের কো-অর্ডিনেটর প্রণব কুমার রায়, সিনিয়র নার্স বাসনা কুণ্ডু, আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি অশোক রায়, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সহসভাপতি আজিজুল হাসান খোকা, খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি

জেমস হালদার, প্রেসক্লাবের সহসাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, এনজিও প্রতিনিধি ফারজানা শেখ মহুয়া, শিক্ষক ধীরেন্দ্র নাথ দাস, সচেতন নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফকীর শাহাদত হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল ইসলাম স্বপন, অ্যাড. মাহবুবুর রহমান, সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মনিরুল হক মুনীর, রেডক্রিসেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শামীমা আক্তার মুনমুন, মাটিপাড়া ইউপি সদস্য মাকসুদা বেগম। সভায় ৪১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মধুখালী

রইচ্ছুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে ১৬ নভেম্বর সকাল ১১টায় মধুখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের মতবিনিময় সভা হয়। সভায় আলোচনা করেন মো. সালাম মিয়া, রাশেকুল আমীন, মির্জা গোলাম কিবরিয়া, শ্যামলী রানী কুণ্ডু, লাভলী পারভীন, মো. আক্কাস আলী মোল্যা, উজ্জ্বল কুমার রায়, ইউপি সদস্য জায়েদা বেগম, ফিরোজা বেগম, রেবেকা সুলতানা, রেশমা পারভীন, কাউন্সিলর রেশমা আক্তার, রেহেনা আলমগীর প্রমুখ। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

গাইবান্ধা

পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ১৭ নভেম্বর বিকেল ৩টায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি ও সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মাহফুজা খানম মিতা। সভায় মতামত প্রদান করেন সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম গোলাপ, প্রেসক্লাবের সভাপতি কেএম রেজাউল হক, উদীচী জেলা সংসদের সভাপতি জহুরুল কাইয়ুম, কাউন্সিলর শদিদুজ্জামান, আইনজীবী মুরাদজামান রব্বানী, জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক জনি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি পরমানন্দ দাস, গণউন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মকর্তা জয়া প্রসাদ, নারী ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নীলা জাহান, এসকেএস ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা আশরাফুল আলম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টে নেত্রী কলি রানী প্রমুখ। সভায় মোট ৪১ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাটোর: নারী ও কন্যা নির্যাতন ও সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা নাটোরের সভাপতি অ্যাড. আব্দুল ওহাব

বেলাব

বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে ২৩ নভেম্বর সংগঠন কার্যালয়ে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তির সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় আলোচনা করেন বারৈচা কলেজের প্রভাষক আক্তারুজ্জামান, বারৈচা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন, পাপড়ির প্রোগ্রাম অর্গানাইজার মো. হাফিজুর রহমান, বিশিষ্ট সমাজসেবক জাহানুল হক বাবুল, শিক্ষক আনিছুর রহমান ও মোহসিনা সুলতানা, উদীচীর বেলাব শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. লেলিন কবির, তরুণ ছাত্র সৌরভ রহমান বাবু প্রমুখ।

নাটোর

জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৬ নভেম্বর বিকেল ৩টায় নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্যামা বসাক। সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা নাটোরের সভাপতি অ্যাড. আব্দুল ওহাব, মহিলা পরিষদের প্যানেল আইনজীবী ও মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা নাটোরের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. আব্বাস আলী, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শামসুন্নাহার, মানবাধিকার সংগঠনের সদস্য মো. আলম মিয়া, মো. বাকী বিল্লাহ রশিদী, সাংবাদিক রেজাউল করিম খান, নাট্যকর্মী মো. জামিল আলী, জেলা কালচারাল অফিসার মো. রাকিবুল বারী, অধ্যাপক আশীষ কুমার

কুষ্টিয়া: নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিতির একাংশ

সান্যাল, সংস্কৃতিকর্মী সৈয়দ মাসুম রেজা, প্যানেল আইনজীবী খনেন্দ্র নাথ রায়, নিত্যশিল্পী মারুফ হাসান, সাংবাদিক আখলাখ হোসেনসহ জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। সভায় মোট ২৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

পাবনা

নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে ১৯ নভেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি করুণা নাসরিনের সভাপতিত্বে সভায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার জলি। বক্তব্য রাখেন নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্য কৃষিবিদ মো. জাফর সাদেক, দৈনিক সিনসা পত্রিকার সম্পাদক এস.এম মাহাবুব আলম, সাংবাদিক কামাল আহমেদ সিদ্দিকী, প্রবীর সাহা ও শফিক আল কামাল, কাউন্সিলর শারবিনা আক্তার ও আনোয়ারা রহমান, এনজিও প্রতিনিধি হেনা গোস্বামী, আব্দুর রব মন্টু, মো. আব্দুস সামাদ, আলেয়া ইয়াসমিন, মনোয়ারা পারভীন, মালা সরকার, নাজিরা পারভীন, ব্যবসায়ী রোটা. আবু মো. মোর্শেদ, মেহেদী হাসান, মো. জাহিদ হাসান রাসেল প্রমুখ।

সুনামগঞ্জ

'আসুন নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি'–এই আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় সুনামগঞ্জ জেলা শাখা কার্যালয়ে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য। সভায় কমিটির সদস্যবৃন্দ সুপারিশ প্রদান করেন।

দিনাজপুর

দিনাজপুর নাট্য সমিতি প্রাঙ্গণে ১৯ নভেম্বর বিকেলে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান। বক্তব্য রাখেন সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক সফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ হাবিবুল ইসলাম বাবুল, ঈদগাহ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ফজলুর রহমান, রবীন্দ্র সম্মিলন পরিষদের সভাপতি রবিউল আউয়াল খোকা, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের জেলা কমিটির সভাপতি সুলতান কামাল উদ্দিন বাচ্চু ও সাধারণ সম্পাদক রহমতউলাহ রহমত, মহিলা পরিষদের সহসভাপতি মাহবুবা খাতুন প্রমুখ।

কুষ্টিয়া

জেলা শাখা কার্যালয়ে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি শিপ্রা নন্দী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাড. মীর আরশেদ আলী। সভায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন সংস্থার কুষ্টিয়া শাখার সভাপতি মো. তোছিকুল ইসলাম (বিপ্লব), অ্যাড. মো. গোলাম রব্বানী, সাংবাদিক শরীফ মাহমুদ, সুজন কর্মকার, পলিটেকনিক্যাল কলেজের শি¶ক মীর তৈমুর ফেরদৌসসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ ও সামাজিক শক্তিকে সংহত করার লক্ষ্যে ১৫ নভেম্বর বিকেল ৪টায় সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা সংগঠন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলার সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী। প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সিপিবির জেলা সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, সংগঠক দুলাল সাহা, খেলাঘরের জেলা সভাপতি জহিরুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক নিলুফার ইয়াছমিন, আইনজীবী প্রদীপ ঘোষ বাবু, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের জেলা সাধারণ সম্পাদক ফারুক মহসিন, সাংস্কৃতিক সংগঠক সুজয় রায় চৌধুরী, শিক্ষক সাহানা ফেরদৌসী ও দীপা রানী দাস প্রমুখ আলোচনা করেন। তাদের আলোচনা বেশকিছু সুপারিশ উঠে আসে।

কিশোরগঞ্জ

নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে ১২ নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়

গৌরাঙ্গবাজারে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। আলোচনা করেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান মুক্তু, শিক্ষক এনামুল হক চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ সাজেদা ইয়াছমিন, জেলা প্রেসক্লাব সভাপতি মোস্তফা কামাল, আ. রহমান, অ্যাড. নাছির উদ্দিন ফারুকী প্রমুখ। সভায় ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ১৮ নভেম্বর বিকেল ৪টায় নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি শোভা পাল। আন্দোলন সম্পাদক শ্যামলী মিয়াজীর সঞ্চালনায় সভায় আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী, অষ্টগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সত্যেন্দ্র চৌধুরী, কমরেড সাজিদুল ইসলাম, রামরাইল ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান কাজী মিজানুর রহমান, উদীচীর সহসভাপতি শাজাহান সোহেল, খেলাঘর'র সাধারণ সম্পাদক নীহাররঞ্জন সরকার, সংস্কৃতিকর্মী আজিজা সোপান, নাট্যকর্মী ও শিক্ষক বোরহান উদ্দিন, সাংবাদিক আবুল হাসনাত অপু, রিকশা শ্রমিক নেতা আনিসুর রহমান, শাহেদ আলী, তরুণ শিক্ষার্থী ফাহিম মুনতাসির, মুনতাসির শান্ত ফাহিম, মনীষা দাস, দলিত তরুণী নারী চম্পা ঋষি প্রমুখ।

মাগুরা

সৈয়দ আতর আলী গণগ্রন্থাগার মিলনায়তনে ১১ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ বেগম। কমিটির সদস্যবৃন্দের মধ্যে আলোচনা করেন ডিইউ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এটিএম আনিসুর রহমান, বিএমএ মাগুরার সভাপতি ডা. কাজী তারিখুজ্জামান, বিশিষ্ট সমাজসেবক আব্দুর রউফ ও প্রফেসর গাজী আবদুল হাকীম, গবেষক ডা. তাশুকুজ্জামান, সপ্তক সাহিত্য চক্রের সভাপতি বিকাশ চন্দ্র, কনসার্ন উইমেনের নির্বাহী পরিচালক কানিজ ফাতেমা, আদর্শ কলেজের অধ্যাপক সাইফুজ্জামান মন্নু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিপিকা দত্ত প্রমুখ।

নেত্রকোণা: জেলা শাখা কার্যালয়ে নারী ও কন্যা নির্যাতন সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্য বৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন মঞ্জু সরকার

জেলা শাখাগুলোর মতবিনিময় সভা থেকে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে বেশকিছু সুপারিশ উঠে আসে। সেগুলো থেকে কিছু সুপারিশ এখানে তুলে ধরা হলো–

- সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।
- পথসভা, উঠান বৈঠক, ক্যাম্পেইন, মানববন্ধন ইত্যাদি নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা
- ইমাম, পুরোহিত ও বিভিন্ন পর্যায়ের ধর্মীয় নেতাদের সাথে মতবিনিময় করা
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিরোধ কমিটিগুলোকে সক্রিয় করা– নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার আইনগত সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বাস্তবায়ন করা।
- নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নে জনমত গড়ে তোলা।
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে যথাযথ আইন এবং সফটওয়ার নিয়ন্ত্রণ করা।
- পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা।
- জেন্ডার-সংবেদনশীল পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা।
- হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করা ও এটা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা।
- অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা।
- জরুরি নম্বরগুলো ব্যবহার সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা।
- কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমমজুরি নিশ্চিত করা।
- নারী-সম্পর্কিত ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করা।
- ছেলে মেয়েদের জন্য খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- প্রশাসনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা।
- পর্নোগ্রাফি বন্ধে আইনের প্রয়োগ কঠোর ও নিশ্চিত করা।
- বিচারপ্রার্থীদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করা ইত্যাদি।

জেলা শাখার লিগ্যাল এইড কার্যক্রম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণে উপস্থিত জেলা ও তৃণমূল শাখার কর্মী-সংগঠকবৃন্দ

বাগেরহাট: জেলা শাখার সালিশ মীমাংসা আইনগত পরামর্শ সভা পরিচালনা করছেন সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীন। উপস্থিত আছেন লিগ্যাল এইড উপ-পরিষদের সদস্যবৃন্দ

বাগেরহাট

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ: জেলা শাখার সংগঠকদের নিয়ে প্রেসক্লাব অডিটরিয়ামে ২৯ অক্টোবর বেলা ১১টায় অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথের সভাপতিত্বে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম এবং ভারপ্রাপ্ত লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি ও লবি পরিচালক অ্যাড. দিপ্তী শিকদার উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, প্রচলিত পারিবারিক আইন এবং সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে ৫০ জন সংগঠককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বাল্যবিবাহের শিকার তরুণীকে উদ্ধার: ৬ অক্টোবর বিকেল ৪টায় বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের কারণে বন্দিত্বের শিকার এক তরুণীর আবেদনের ভিত্তিতে স্বামীর বাড়ি থেকে উদ্ধার করে তাকে পিতৃগৃহে রাখা হয়। ওই কিশোরীর পরিবার অভিযোগ করে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওই তরুণীর বিয়ের পর গত ১ বছর ধরে যৌতুকের দাবিতে তাকে স্বামীর পরিবার আটকে রেখেছিল এবং কারো সাথে যোগাযোগ করতে দিচ্ছিল না।

সালিশ: অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে নারী ও কন্যা নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন ইত্যাদি অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা শাখা কার্যালয়ে মোট ১৮টি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী

ভিসিসির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর: সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের সব ধরনের আইনগত সেবা, চিকিৎসা সেবা ও কাউন্সিলিং সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ভিসিসির সাথে মহিলা পরিষদসহ ৮টি সংগঠনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয় ১৫ নভেম্বর। এ দিন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ আরএমপির কমিশনার মো. আবু কালাম সিদ্দিকের সভাপতিত্বে আরএমপি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ভিসিসির স্টিয়ারিং কমিটির ২২তম সভায় এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়।

সভায় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন অ্যান্ড ফিন্যান্স) ফারুক হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) বিজয় বসাক, বিপিএম, পিপিএম (বার), অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক অ্যান্ড ডিবি) সামসুন নাহার, বিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (সদর) সাইফউদ্দীন শাহীনসহ আরএমপির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আরএমপির পক্ষে উপপুলিশ কমিশনার (সদর) সাইফউদ্দীন শাহীন এবং মহিলা পরিষদ রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায় অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এ স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

তদন্ত: অষ্টম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে (১৪) দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগতভাবে উত্ত্যক্ত করা এক পর্যায়ে ৪ অক্টোবর বিকেলে প্রাইভেট পড়ে বাড়ি ফেরার সময় **গোদাগাড়ী** পৌর সভার সামনে থেকে লস্করহাটি এলাকার ইব্রাহিম আলীর ছেলে মেহেদী হাসান পলাশ ও তার সঙ্গীরা ঐ ছাত্রীকে মোটরসাইকেলে করে তুলে নিয়ে যায়। অপহরণকারীরা এর আগে ছাত্রীর বাবাকে নানাভাবে হুমকি দেয়।

পরে এ ব্যাপারে গোদাগাড়ী থানায় মামলা হয়। সংগঠনের নেত্রীবৃন্দের একটি দল ৭ অক্টোবর ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করেন। এ সময় তারা গোদাগাড়ী থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে দেখা করে আসামিকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান এবং অপহরণের শিকার তরুণীর পরিবারকে আইনি সহায়তাসহ সার্বিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন।

কাউখালী

অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা: ১৫ অক্টোবর বিকেল ৩টায় কাউখালী সাংগঠনিক শাখা কার্যালয়ে তৃণমূল সংগঠকদের সাথে আইন-সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি জাহানারা হাবীব। আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক, সহসাধারণ সম্পাদক সবিতা ঘোষ, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, কার্যকরী কমিটি সদস্য জাহানূর বেগম এবং মান্তু দে। সভা সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন।

বক্তারা তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, সঠিকভাবে আইন জানা না থাকার কারণে নারীরা নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় এবং এর প্রতিকার করতে পারে না। পাশাপাশি আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারণেও নির্যাতনের মাত্রা বেড়ছে। সভায় ৩৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভা: ২২ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় ব্র্যাক, উপজেলা মহিলা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে উপজেলা সভাকক্ষে উপজেলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সচিব নুসরাত জাহানের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল হান্নান, সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গিয়াস উদ্দিন, শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন, অধ্যক্ষ মাওলনা হোসাইন আহমেদ, সমাজসেবক আ. লতিফ খসরু, প্রেসক্লাবের সভাপতি

কাউখালী: অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন

রিয়াদ মাহমুদ সিকদার, ব্র্যাক কর্মকর্তা মিঠুন দত্ত, ইউপি সদস্য আকলিমা বেগম, ম্যারিজ রেজিস্ট্রার কাজী আব্দুল্লাহ, তরুণী টুম্পা মণ্ডল এবং জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার। সভায় বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন সংগঠনের তরুণকর্মী শিউলী কর্মকার। সভায় শাখার নেত্রীবৃন্দ, উপজেলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যসহ ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সালিশ: বর্তমান ত্রৈমাসে সরাসরি অভিযোগ এসেছে ২১টি। অভিযোগগুলোর মধ্যে স্বামী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ৩টি, যৌতুকের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ৫টি, বিনা আনুমতিতে ২য় বিয়ে এবং খোরপোশ না-দেওয়া ১টি, স্ত্রীর বিরুদ্ধে ৭টি এবং অন্যান্য ৫টি। তন্মধ্যে তদন্ত হয়েছে ১৭টি, সালিশি সভা হয়েছে ১৬টি। সালিশি সভায় উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে ৫টি অভিযোগের মীমাংসা হয়। ১৪টি অভিযোগের অধিকতর আলোচনার জন্য পুনরায় তারিখ দেওয়া হয় এবং দুটি বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনায় ৫ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা দেনমোহর আদায় করে দেওয়া হয়।

রংপুর

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ: ৩ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে জেলা শাখার সদস্যদের জন্য প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফারিয়া রহমান। হাউসরুল নির্ধারণ, পরিচয় পর্ব এবং প্রত্যাশা চয়নের পর যৌতুকের জন্য শারীরিক নির্যাতন এবং নারী ও শিশু পাচাররোধে, অ্যাসিড নিক্ষেপ, হত্যা ও আত্মহত্যার ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন আন্দোলন সম্পাদক ফারজানা সরকার। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কাজে বাংলাদেশ মহিল পরিষদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক রীতা সরকার। সিডও সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান এবং প্রচলিত আইনবিষয়ে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান। সেক্স ও জেন্ডার বিষয়ে আলোচনা করেন সহসাধারণ সম্পাদক মাহমুদা চৌধুরী।

জেলা শাখার সভাপতি হাসনা চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণে ২৫ জন অংশ নেন।

কুষ্টিয়া

সালিশ: পারিবারিক ও দাম্পত্য বিরোধের অভিযোগে একটি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত হয় এবং দেনমোহর ও খোরপোশ বাবদ

নাটোর: কানাইখালী মাঠের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শাহানা আফরোজ শিল্পী

মোট ৬৫ হাজার টাকা আদায় করে বাদীকে দেওয়া হয়।

নাটোর

মতবিনিময় সভা: ২৯ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় জাতীয় মহিলা সংস্থা নাটোরের সেলাই প্রশিক্ষণরত তরুণী ও নারীদের নিয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্যামা বসাক। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মহিলা সংস্থার সেলাই প্রশিক্ষক সালমা বেগম ও মাঠ সমন্বয়কারী মো. ইকরামুল কবীর। সংগঠনের নেত্রীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক বিজলী রেজা ও সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন। শহর ও তৃণমূলের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের ২৫ জন মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, ১৮ বছর না হলে কন্যাশিশুর বিয়ে না দেওয়া, অল্প বয়সে সন্তানধারণ থেকে বিরত থাকা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমাজের বিভিন্ন অংশের জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় সভা করাসহ নানাবিধ সুপারিশ করেন।

পিরোজপুর

সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা: সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৪টায় ঝাটকাঠি শাখায় সদস্য রেহেনা বেগমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক লাইজু আক্তার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মিনারা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আখতার হেনা, অর্থ সম্পাদক শিখা দাস, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাকুল খানম, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক কানিজ ফাতেমা হাসি প্রমুখ। সভায় ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন।

নেত্রকোণা

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ: 'নারী ও কন্যা নির্যাতন বন্ধ করি, নতুন সমাজ বিনির্মাণ করি' এই উদ্যোশ্য সামনে রেখে ২৪ ডিসেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে দিনব্যাপী প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সভাপতি রেহানা সিদ্দিকী। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও ধারণা বর্ণনা এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফাহমিনা সুলতানা তোতা। প্রত্যাশা যাচাই ও নিয়মাবলী বর্ণনা করেন সদস্য মালেকা বেগম পলি। বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ও তার প্রতিকার; ধর্ষণ, ধর্ষণের কারণে মৃত্যু এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয়; জেন্ডার ধারণা ও নারীর ক্ষমতায়ন; এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করেন যথাক্রমে জেলা শাখার অর্থ সম্পাদক আফরোজা চৌধুরী, আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা বিউটি, সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম এ্যানি এবং লিগ্যাল এইড সম্পাদক মঞ্জু সরকার।

প্রশিক্ষণের শেষ পর্বে প্রশিক্ষণার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে দলীয় সম্পন্ন করেন এবং দলীয় উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষণে সর্বমোট ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সালিশ: পারিবারিক ও দাম্পত্য বিরোধের অভিযোগে জেলা শাখা কার্যালয়ে তিনটি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে দুটি ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সমঝোতার ভিত্তিতে সংসার করতে রাজি হয় এবং একটি ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত হয় এবং দেনমোহর বাবদ ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা আদায় করে দেওয়া হয়।

কুড়িগ্রাম

মতবিনিময় সভা: বাল্যবিবাহ এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯ অক্টোবর বিকেল ৪টায় পুরাতন রেজিস্ট্রি পাড়ায় জেলা শাখার সহসভাপতি মাধুবালা দেবের সভাপতিত্বে, ১২ অক্টোবর বিকেল ৩টায় কাশিপুর ইউনিয়নে ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আসমা খাতুন ডেইজির সভাপতিত্বে এবং ১৩ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় পুরাতন ডাকঘর পাড়ায় সহসভাপতি আলো রানীর সভাপতিত্বে পৃথক তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাগুলোতে আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী, সহসাধারণ সম্পাদক সুব্রতা রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদা আনাম লাজ, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ঝুমা ঘোষ, অর্থ সম্পাদক অপর্ণা দে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক জুলিয়া জুলকার নাইন, জেলার সদস্য ফাল্গুনী তরফদার, দাদামোর পাড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আরা লাকি প্রমুখ। বক্তারা বলেন, নারী ও কন্যারা সমাজে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, এমনকি হত্যার

ঘটনা ঘটছে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, পুরুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা না হলে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ সম্ভব হবে না। তিনটি সভায় মোট ১৪১ জন উপস্থিত ছিলেন।

রাজবাড়ী

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ: ২২ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় চরলক্ষ্মীপুর পাড়া শাখায় সদস্যদের নিয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয় এ প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জেলা শাখার সভাপতি পূর্ণিমা দত্ত, সাধারণ সম্পাদক ক্রিষ্টিনা মারিও রেখা এবং সদস্য অ্যাড. নাজমা সুলতানা। প্রশিক্ষণে ২৬ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

কুড়িগ্রাম: মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার অর্থ সম্পাদক অর্পণা দে। উপস্থিত আছেন সহসভাপতি মধুবালা দেবসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

মধুখালী

অভিজ্ঞতাবিনিময় সভা: ১২ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৩টায় পশ্চিম গাড়াখোলা শাখায় মধুখালী শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে তৃণমূল নেত্রীবৃন্দের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহার, আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, নারী ও কিশোরীরা পরিবার, অফিস-আদালত, যানবাহন, রাস্তাঘাট, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন জায়গায় যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কারণে নারী নির্যাতন বেড়েছে। নারীরা পরিবার থেকে বৈষম্যের শিকার হয়।

আলোচনা সভা: নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৬ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৩টায় বনমালদিয়া গ্রামে লিগ্যাল এইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তারের সভাপতিতে এবং ১৪ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় মেছরদিয়া গ্রামে সহসভাপতি নাসরিন কালামের সভাপতিত্বে দুটি পৃথক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাংগঠনিক জেলা শাখা ও স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, পারিবারিক আইনে নারীর অসম অধিকার প্রতিনিয়ত নারীকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এ ছাড়া ধর্ষণ, বাল্যবিবাহ, যৌতুকসহ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বয়ে বেড়ান নারীরা। ফলে নারীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে নারীবান্ধব পরিবেশ প্রয়োজন।

এ ছাড়াও সহসভাপতি রেহেনা আলমগীরের সভাপতিত্বে ২১ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় বৈকণ্ঠপুর গ্রামে এবং ২৭ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় বাগাটের মধুপুর গ্রামে বাল্যবিবাহ, যৌন নিপীড়ন ও উত্ত্যক্তকরণ বন্ধে নারীসমাজের ভূমিকা শীর্ষক আরো দুটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি সভায় ৪৬ জন তৃণমূল নারী অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভা: নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে ১৮ অক্টোবর সংগঠন কার্যালয়ে সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে ভিলেজ ওয়াচ টিমের সদস্যদের সাথে এবং ২০ অক্টোবর বাজারকান্দি গ্রাম শাখায় সেবাগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা দুটিতে আলোচনা করেন কুরকদি ইউ.পি সদস্য জায়েদা বেগম, ভিলেজ ওয়াচ টিমের সহসভাপতি মোর্শেদা আক্তার মিনা, সংগঠনের সহসভাপতি খুকু বেগম, সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার, আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক প্রীতিকণা ভাদুড়ী প্রমুখ।

তদন্ত: মধুখালী ইউনিয়নের ভাটিকান্দি মথুরাপুর খালপাড় গ্রামের মতিয়ার শেখের মেয়ে শান্তা খাতুনের বিয়ে হয় রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দঘাটের উজানচর গ্রামের কাইমউদ্দিন প্রামাণিক পাড়ায় আব্দুস সাত্তার শেখের ছেলে বাচ্চু শেখের সাথে। শান্তার এটি দ্বিতীয় বিয়ে। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে এবং শান্তার প্রতিবেশী এক লোকের প্ররোচনায় বাচ্চু শান্তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতে থাকে। এ পর্যায়ে হত্যা করে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে মামলা হয়। এই ঘটনায় নেত্রীবৃন্দের একটি দল ১৮ ডিসেম্বর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং আসামিদের গ্রেপ্তার করার দাবি জানান। এবং বাচ্চু ও হত্যায় প্ররোচনাদানকারী রুমির উপযুক্ত শাস্তির দাবি জনান।

গাইবান্ধা

মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান: গিদারী ইউনিয়নের উত্তর গিদারী ঝাকুয়া পাড়ার বাবলু মিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে ক্রমাগতভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতে থাকে। এক পর্যায়ে ব্যবসা ও বাড়ি করার কথা বলে বাবুল স্ত্রী রিক্তার বাবার কাছ থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ করে। তারপরও বাবলু ও

গাইবান্ধা: আত্মহত্যার খবরের ভিত্তিতে অভিযোগের তদন্তে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

চট্টগ্রাম: রেহনুমা ফেরদৌস মিতুল হত্যার চার্জশীট ও ময়না তদন্তের রিপোর্ট দ্রুত প্রদানের দাবিতে মানববন্ধন

তার পরিবারের লোকজন যৌতুকের দাবিতে রিক্তাকে নির্যাতন করতে থাকে। এ ঘটনায় গিদারী ইউপি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে সালিশ বৈঠক হয়। কিন্তু এর কোনো সুরাহা হয়নি। এরপর এক দিন তারা রিক্তাকে মারধর করে, কয়েলের আগুন দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছ্যাঁকা দেয় এবং এক পর্যায়ে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করে। গুরুতর অসুস্থ রিক্তাকে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ ৫ নভেম্বর মানববন্ধন এবং ১৩ নভেম্বর পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। মানববন্ধনে জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ, নাহিদ ফারজানা শিমুল, মনিকা গুপ্ত, সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম বাবু, সুজন প্রসাদসহ মহিলা পরিষদের কর্মী, সদস্য ও এলাকাবাসী অংশগ্রহণ করেন।

তদন্ত: ফুলছড়ি উপজেলার উড়িয়া গ্রামের আবুল হোসেনের কন্যা সকিনা খাতুনের একই গ্রামের ময়নাল হোসেনের সাথে বিয়ে হয় ২০২০ সালে। বিয়ের পর থেকেই ময়নাল যৌতুকের দাবিতে সকিনাকে নির্যাতন করতে থাকে। অবশেষে আবুল হোসেনের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুক নেয়। তারপরও ময়নালের আরও যৌতুকের দাবির কারণে সকিনা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে অভিযোগ করা হয়। এ ঘটনায় জেলা শাখা কার্যালয়ে অভিযোগ করা হলে নেত্রীবৃন্দ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার তদন্তে যান। তাঁরা অভিযোগকারী ও স্থানীয়দের কথা শোনেন এবং পুলিশের কাছে সঠিক তদন্তের দাবি জানান। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সঠিক তদন্তের আশ্বাস দেন।

চট্টগ্রাম

মতবিনিময় সভা: ৩১ অক্টোবর সকাল ১১টায় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে রাঙ্গুনীয়া এম শাহ আলম চৌধুরী ডিগ্রি কলেজে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সমাজকল্যাণ সম্পাদক স্বপ্না বড়ুয়া। আলোচনা করেন জেলা কর্যকরী কমিটির সদস্য এবং এম শাহ আলম চৌধুরী ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক চিন্ময়ী ঘোষসহ সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ এবং কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ। অংশগ্রহণকারীরা বিবাহসম্পাদনকারীগণকে পাত্র-পাত্রীর বয়স নিশ্চিতের জন্য কাগজপত্র যাচাই ও সংরক্ষণে বাধ্য করা, বাল্যবিবাহের ফলে শারীরিক যেসব সমস্যা দেখা দেয় সে সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ সুপারিশ করেন।

উঠান বৈঠক: ২৫ অক্টোবর বিকেল ৪টায় দামপাড়ায় নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দামপাড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক কাউছার জাহান লিজা। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির, সহসভাপতি শেলী দে, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, আন্দোলন সম্পাদক জেসিন্তা ডায়েস, অর্থ সম্পাদক পূর্বা দাশ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক স্বপ্না বড়ুয়া, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রীতা সাহা,

সদস্য চিন্ময়ী ঘোষ, দামপাড়া শাখার সদস্য রুমা আক্তার, খাদিজা বেগম, লাকী আক্তার, সাকিলা আক্তার প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বিভিন্ন কারণে নির্যাতিত হয়েছে নারী ও শিশু। অনলাইনেও নারীর প্রতি সহিংসতা ব্যাপক বেড়েছে। ভুয়া আইডি, আইডি হ্যাক, মুঠোফোনে হয়রানি, আপত্তিকর ভিডিও ও ছবি ছড়ানোর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নারীকে হয়রানি করা হচ্ছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে শিক্ষাব্যবস্থায় লিঙ্গ-সমতার পাঠ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বলে তাঁরা মত দেন।

মানববন্ধন: ৭ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয় চত্বরে রেহেনুমা ফেরদৌস মিতুলের হত্যার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও চার্জশিট দ্রুত প্রদান এবং হত্যাকারীদের সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবিরের সভাপতিত্বে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

যশোর

আলোচনা সভা: ২৮ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় কাজীপাড়া নদীরপাড় শাখায় নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাড়া কমিটির সভাপতি হানুফা বেগম। আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা, জেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহার কনা, ভারপ্রাপ্ত অর্থ সম্পাদক উম্মে মাকসুদা মাসু প্রমুখ। বক্তারা বলেন, কোনো নারী নির্যাতনের শিকার হলে সঙ্গে সঙ্গে ১০৯ নম্বরে ফোন করে সাহায্য চাইতে পারেন। এই নম্বরে ফোন করতে কোনো চার্জ দিতে হয় না। এ ছাড়াও যেকোনো পরিস্থিতিতে জরুরি ফোন নম্বর ৯৯৯-এ যোগাযোগ করতে পারেন। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য বাতায়নের হেল্পলাইন ১৬২৬৩ নম্বরে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে সরাসরি চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে পরামর্শ পাওয়া যায়। সকল জরুরি নম্বর সপ্তাহের ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩৫ জন।

আইন সহায়তা কার্যক্রম: অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে লিগ্যাল এইড উপপরিষদের নিয়মিত সভা হয়েছে ২টি। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন, পারিবারিক নির্যাতন, যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনায় সরাসরি অভিযোগ এসেছে ১০টি, সালিশ হয়েছে ৮টি, সালিশে মীমাংসা ২টি অভিযোগের এবং আইনগত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ১০টি।

টঙ্গী: নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন পেশার নারী-পুরুষের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফেরদৌসী জাহান

সাতক্ষীরা

সালিশ: পারিবারিক ও দাম্পত্য বিরোধের অভিযোগে জেলা শাখা কার্যালয়ে তিনটি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে তিনটি ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সমঝোতার ভিত্তিতে সংসার করতে রাজি হয়।

পাবনা

আইন সহায়তা কার্যক্রম: অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা, পারিবারিক নির্যাতন, যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সরাসরি অভিযোগ এসেছে ১০টি, তদন্ত হয়েছে ৯টি, সালিশ বৈঠক হয়েছে ৬টি, সালিশ সভার মাধ্যমে মীমাংসা হয়েছে ৪টি, আইনগত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৮টি, মতবিনিময় সভা হয়েছে ৫টি, আলোচনা সভা ৩টি, বিবৃতি দেওয়া হয়েছে ১টি, ফলোআপ ভিজিট হয়েছে ৬টি এবং দেনমোহরও ভরণপোষণ বাবদ আদায় করে দেওয়া হয়েছে ৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা।

সুনামগঞ্জ

সন্তানকে মায়ের কাছে ফেরত: সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার শ্রীনাথপুর গ্রামে গৃহবধূ নাসিমা বেগমকে স্বামী নাজির আলী নির্যাতিত করে এবং দুধের শিশুকে নিজের কাছে রেখে নাসিমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। নাসিমার আবেদনের ভিত্তিতে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ২৮ ডিসেম্বর ঘটনাস্থলে যান এবং ১৪ মাসের সন্তানকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন। এ সময় নেত্রীবৃন্দ দাম্পত্যকলহের সমাধানের জন্য উভয়কে নিয়ে জেলা শাখা কার্যালয়ে সালিশ বৈঠকের সিদ্ধান্ত দেন।

সালিশ: পারিবারিক নির্যাতনের প্রতিকার ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য জেলা শাখার লিগ্যাল এইড উপপরিষদে সরাসরি আবেদন করেন অনেক নারী ও তার পরিবার। এসব অভিযোগ ও আবেদনের জবাবে সংগঠন উভয়পক্ষকে নোটিশ করে সালিশ বৈঠকের আয়োজন করে। অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে সালিশ বৈঠক হয়েছে ৪টি। এরমধ্যে মীমাংসা হয়েছে ২টি।

বরিশাল

মতবিনিময় সভা: বাল্যবিবাহ ও যৌতুক নিরোধ আইন, পারিবারিক সহিংসতা আইন

বরিশাল: মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন কার্যকরী কমিটির সদস্য সোনিয়া ইসলাম। উপস্থিত আছেন জেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

কিশোরগঞ্জ: মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন

বিষয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় শীতলাখোলা শাখায় এবং ২৭ ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা দুটিতে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শীতলাখোলা শাখার সভাপতি হেলেনা বেগম ও জেলা শাখার সদস্য জেসমিন বেগম

সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক শিউলী সাহা, কার্যকরী কমিটির সদস্য মরিয়ম বেগম রীনা, সোনিয়া ইসলাম, শীতলাখোলা শাখার আহ্বায়ক শিরীন বকুল, সদস্য বুলি বেগম প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, প্রতিটি নারীকে শিক্ষা অর্জন ও অত্মনির্ভরশীল হলে নির্যাতনের মাত্রা অনেকটা কমে যাবে। যুব সমাজ ও তরুণীদের রক্ষা করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে পুরুষদের ভূমিকা অনস্বীকার্য বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। দুটি সভায় ৭৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

আইন সহায়তা কার্যক্রম: অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে নারী ও কন্যা নির্যাতনের অভিযোগ গ্রহণ করা হয় ১৬টি, সালিশ বৈঠক হয়েছে ৭টি, মামলা হয়েছে ১টি, আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ২টি, বিভিন্ন পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়া হয়েছে ১২টি, মানববন্ধন হয়েছে ২টি এবং চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয়েছে ১টি।

কিশোরগঞ্জ

তদন্ত: অক্টোবর ডিসেম্বর মাসে নারী ও কন্যা নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনায় মোট ৭টি তদন্ত হয়েছে। তদন্তে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার পরিবার, প্রতিবেশী, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তার পরিবার, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে কথা বলেন এবং প্রয়োজনী ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়াও এ সময়ের মধ্যে দুটি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

স্বরূপকাঠী

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ: ২২ অক্টোবর স্বরূপকাঠী জেলা শাখার লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে জেলা শাখার সংগঠক ও সদস্যদের নিয়ে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি মীরা চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন। 'ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, পারিবারিক সহিংসতা থামাতে সংগঠকদের করণীয়' সম্পর্কে সহসভাপতি শাহিদ খাতুন এবং 'নির্যাতনের শিকার নারীর আইনগত সহায়তা চাওয়ার পদ্ধতি' সম্পর্কে কাউন্সিলর বিউটি বেগম প্রশিক্ষণ দান করেন। প্রশিক্ষণ সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক নার্গিস জাহান। প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সহসভাপতি নাদিরা বেগম ও লিগ্যাল এইড সম্পাদক খনা চন্দ। প্রশিক্ষণে ৩৪ জন অংশ নেন।

সালিশ: অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে নারী ও কন্যার প্রতি সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার প্রতিকার চেয়ে জেলা শাখা কার্যালয়ে অভিযোগ এসেছে দুটি। তার মধ্যে একটি বিষয়ে সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক

শ্রদ্ধাবোধ ও সমঝোতার ভিত্তিতে সংসার করতে রাজি হয়।

দিনাজপুর

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ: ২১ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় গোলাপবাগ পাড়া শাখায় প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন গোলাপবাগ পাড়া শাখার সভাপতি জাহেদা বেগম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সহসভাপতি মাহাবুবা খাতুন। 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে বাস্তব কাজের ধারা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন জেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক জিন্নরাইন পারু এবং 'পারিবারিক সুরক্ষা আইন' বিষয় প্রশিক্ষণ দেন অ্যাড. রেখা মনি। সঞ্চালনা করেন গোলাপবাগ পাড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক গোলেনুর বেগম। এতে ৩৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আইন সহায়তা কার্যক্রম: অক্টোবর ডিসেম্বর মাসে পারিবারিক নির্যাতনের প্রতিকার ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য জেলা শাখার লিগ্যাল এইড উপপরিষদে সরাসরি আবেদন এসেছে ৫টি, তদন্ত হয়েছে ১টি এবং সালিশ বৈঠক হয়েছে ১টি। এ ছাড়া ৪টি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তবে এ সময় নতুন কোনো মামলা হয়নি।

সিলেট

উদ্বুদ্ধকরণ সভা: নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন তৃণমূল শাখায় সাতটি উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ অক্টোবর গোইয়ানঘাট উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে জেলা শাখার সদস্য চামেলি বেগমের সভাপতিত্বে; ২৫ অক্টোবর বিয়ানিবাজার উপজেলার সাদিমাপুরে সদস্য তামান্না আক্তারের সভাপতিত্বে; ২ নভেম্বর বালাগঞ্জ উপজেলা শাখায় সদস্য রেবা রানী ধরের সভাপতিত্বে; ১০ নভেম্বর জকিগঞ্জ উপজেলার মানিকপুরে নাছিমা বেগমের সভাপতিত্বে; ২০ নভেম্বর জৈন্তাপুর উপজেলার দরবস্ত শাখায় সদস্য সালেহা বেগমের সভাপতিত্বে; ১৮ ডিসেম্বর বালাগঞ্জ উপজেলার দেওয়ান বাজারে সদস্য রুশনা বেগমের সভাপতিত্বে এবং ২৬ ডিসেম্বর বিয়নীবাজার উপজেলার শেওলা শাখায় সদস্য রুমা চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে তৃণমূলে নারীদের সাথে এসব উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসব সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল, আন্দোলন সম্পাদক রমলা তালুকদার, কার্যকরী কমিটির সদস্য অপর্না গুণ সেবা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার, কাবিন নামা ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন ২০১০, ধর্ষণ প্রতিরোধ ও ধর্ষণ পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। সাতটি সভায় মোট ১৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

বেলাব: মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি

বেলাব

মতবিনিময় সভা: নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ, যৌতুক ও মাদক দমন, সিডও সনদের ২ ও ১৬(১)(গ) ধারায় সরকারের সংরক্ষণ প্রত্যাহারসহ সংগঠন বিস্তার ও সংহতকরণে তৃণমূল কমিউনিটি লিডার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তথা পুরুষসমাজের ভূমিকা বিষয়ে ২০ অক্টোবর তৃণমূল কমিউনিটি লিডার ও রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দের সাথে মহিলা পরিষদ কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন মহিলা পরিষদ বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শিক্ষক নেতা আলাউদ্দিন আফ্রাদ, শিক্ষক দোলোয়ার হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা জয়নাল আবেদীন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সফিউল্লাহ প্রমুখ। বক্তাগণ সকলেই মহিলা পরিষদের দাবির সাথে একমত পোষণ করেন এবং সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

পাশাপাশি, ১৫ নভেম্বর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে বাল্যবিবাহ নিরোধে বেলাব উপজেলা কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তির সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আয়শা জান্নাত তাহেরা। শুরুতে সভাপতি বাল্যবিবাহের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির করণীয় এবং কীভাবে এই কমিটি অধিকতর কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা জেরিন সুলতানা, বেলাব উপজেলার অফিসার ইনচার্জ তানভীর আহম্মেদ, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শেখ মতিউর রহমান, চর বেলাব

মাগুড়া: প্রিয়া বিশ্বাস হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধনে উপস্থিতির একাংশ

কুমারখালী: বাটিকামারা চেয়ারম্যান পাড়া কমিটিতে মতবিনিময় সভায় আলোচনা করছেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক আকলিমা খাতুন মিনা

ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এইচ এম এ সানাউল্লাহ, চর উজিলাব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ শফিকুল ইসলাম, বিন্নাবাইদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুলতানা রাজিয়া স্বপ্না, শিক্ষক জেসমিন বেগম, এনজিও প্রতিনিধি আবুল কাশেম, তরুণ প্রতিনিধি মো. এরিক রহমান এবং তরুণী নিয়ন্তা জাহান এমিলি। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নাজরীন হক হেনা।

কুমারখালী

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ: পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) ২০১০ আইন, 'মুসলিম বিবাহ সংক্রান্ত নিয়মাবলি ও বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক', 'যৌন নিপীড়ন', ও 'যৌতুক প্রতিরোধ', 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সালিশ কার্যক্রম', 'ভরণপোষণ' ইত্যাদি বিষয়ে তিনটি প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

এলঙ্গী আচার্য্য পাড়ায় পাড়া শাখার সভাপতি কেয়া খাতুনের সভাপতিত্বে ২৬ ডিসেম্বর, খয়েরচার শাহিন মোড় শাখায় উক্ত শাখা সভাপতি মমতাজ বেগমের সভাপতিত্বে ২৯ ডিসেম্বর এবং কুমারখালী পাবলিক লাইব্রেরিতে জেলা সংগঠক ও তরুণী সদস্যদের নিয়ে জেলা শাখার সভাপতি হোসনেয়ারা রুবীর সভাপতিত্বে ৩১ ডিসেম্বর দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

এসব প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার প্রশিক্ষক কাজী শফি, সভাপতি হোসনেয়ারা রুবী, সহসভাপতি চম্পা নজরুল ও রওশন আরা, অর্থ সম্পাদক শামীমা আক্তার, আন্দোলন সম্পাদক মেরিনা আক্তার মিনা, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক নূরজাহান বেগম।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক আকলিমা খাতুন মিনা। তিনটি প্রশিক্ষণে ১৩৭ জন সংগঠককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মাগুরা

মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান: শ্রীপুর উপজেলার চররামচন্দ্র গ্রামের বাসিন্দা সজীব বিশ্বাস বিয়ের পর বছর যেতে-না-যেতেই যৌতুক হিসেবে নগদ টাকা ও মোটরসাইকেলের দাবিতে স্ত্রী প্রিয়া বিশ্বাসকে ধারাবাহিকভাবে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করতে থাকে। স্বামী ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ৪ অক্টোবর প্রিয়া মারা যায়। প্রিয়ার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ৫ নভেম্বর সকাল ১০টায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মাগুরা জেলা শাখা প্রিয়া হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ বেগম। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া খন্দকার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক খালেদা হাশিম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক কৃষ্ণা সরকার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক লিপি জোয়ার্দারসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, প্রিয়া বিশ্বাসের ময়না তদন্তে ভুল প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সঠিক তদন্ত ও অনতিবিলম্বে আসামিদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। মানববন্ধনে দুই শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

একই দাবিতে পরে মাগুরা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

আর্থিক-ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

কেন্দ্রীয় অর্থ উপপরিষদের উদ্যোগে ৩৩টি জেলা শাখার এক্সিকিউটিভদের নিয়ে দিনব্যাপী আর্থিক-ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটি ৬ নভেম্বর সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সুফিয়া কামাল ভবন মিলনায়তনে দুই সেশনে অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী সবার জন্য প্রশিক্ষণটি দুপুর ২টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এবং নতুন নিয়োগকৃত ১৩টি জেলার এক্সিকিউটিভদের নিয়ে বিকাল সোয়া ৫টা হতে রাত ৮টা পর্যন্ত তাত্ত্বিক আলোচনা ও হাতে-কলমে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ জেলা শাখার সকল আর্থিক কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা এবং আর্থিক রিপোর্টের মূল্যায়ন সাপেক্ষে সকল ভুলত্রুটি বিষয়ে আলোচনা এবং সঠিকভাবে হিসাবরক্ষণ ও রিপোর্ট প্রস্তুত করার লক্ষ্যে মানসম্পন্ন থি উরিটিক্যাল এবং প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করবেন।

আর্থিক-ব্যবস্থাপনা পশেক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগমসহ হিসাব বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ

আর্থিক-ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণটি চারটি পর্বে করা হয়েছে। উদ্বোধনী পর্ব, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, পাওয়ার-পয়েন্ট পেজেন্টশন, পূর্বের রিপোর্টের বিচ্যুতি ও হাতে-কলমে সকল হিসাবরক্ষণ নিয়ে আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেমের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক ডা. মালেকা বানুর সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম প্রশিক্ষণের মূল বিষয়বস্তু বর্ণনা করেন ও বিগত বছরের আর্থিক রিপোর্টের ওপর পর্যালোচনা রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। এরপর প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সংগঠনের অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অর্থ ও প্রধান হিসাবরক্ষক রুমানা আক্তার, সিনিয়র হিসাবরক্ষক আহ্‌মদ তৌহিদ ইবনে শামস এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক মো. মোহসীন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন প্রশিক্ষণ প্রদান করেন হিসাবরক্ষক (রোভিং) রণদাপ্রসাদ সরকার। সঞ্চালনা করেন সিনিয়র হিসাবরক্ষক আহ্‌মদ তৌহিদ ইবনে শামস।

উক্ত প্রশিক্ষণে ৩৩টি জেলা শাখার এক্সিকিউটিভগণ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী জেলা শাখাগুলো হলো: ঢাকা মহানগর, টঙ্গী, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বেলাব, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মধুখালী, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, মাগুরা, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, বরিশাল, বরগুনা, পিরোজপুর, কাউখালী, স্বরূপকাঠী, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট ও সুনামগঞ্জ।

সব শেষে জেলা প্রতিনিধিবৃন্দের বক্তব্য ও দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জেলা শাখার এক্সিকিউটিভদের মধ্যে কয়েকজন বক্তব্য রাখেন। তারা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। জেলা শাখার আর্থিক কার্যক্রম সংক্রান্ত জেলা প্রতিনিধিদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক-অর্থ, সিনিয়র হিসাবরক্ষক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক ও হিসাবরক্ষক রোভিং।

আগত জেলা শাখাগুলোর মধ্যে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ১৩জন এক্সিকিউটিভকে নিয়ে আলাদা সেশন করে সকল বিল ভাউচারের ফর্ম পরিচিতি, হিসাবের খাত আলোচনা, আর্থিক রিপোর্ট, মাসিক বাজেট, কর্মসূচিভিত্তিক বাজেট, সকল লেজার ও ক্যাশবুক প্রস্তুতি, ত্রৈমাসিকভিত্তিক কীভাবে কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠানো হয়, বিল ভাউচার কীভাবে লিখতে হয় এবং ব্যাংকসহ সকল রিপোর্টের প্রস্তুতি নিয়ে গ্রুপভিত্তিক বাস্তব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ও উত্তর পর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ:

- ভবিষ্যৎ রিপোর্ট উন্নয়নে আরো আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দরকার।
- প্রশিক্ষণে সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর উপস্থাপন স্পষ্ট হয়েছে তাই প্রশিক্ষণ অনেক ভালো হয়েছে।
- হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করায় অনেক বিষয় সঠিকভাবে বুঝা গেছে।
- প্রশিক্ষণের ফলে আর্থিক সকল রিপোর্ট প্রস্তুতের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে সুবিধা হয়েছে।
- কেন্দ্রের সাথে জেলা শাখার যোগাযোগ বৃদ্ধি করা এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের হিসাব বিভাগ থেকে জেলা শাখা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

‘জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন’ বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স ২০২২-এর

প্যানেল আলোচনা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদ পরিচালিত ‘জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন’ বিষয়ক দ্বাদশ সার্টিফিকেট কোর্সের প্যানেল আলোচনা ৩ ডিসেম্বর অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শিশু সাহিত্যিক ও স্পর্শ ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নাজিয়া জাবিন, র‍্যাব (রাজশাহী)-এর উপপরিদর্শক নাজলী ফেরদৌসী, উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স ফোরামের সভাপতি নাসিমা আক্তার নিশা, সহিংসতার শিকার নারীশ্রমিক তৃষা আক্তার রোসনা ও কৃষকনারী নূরজাহান আক্তার। প্যানেল আলোচনায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আমন্ত্রিত এসব অতিথিরা তাঁদের জীবন-সংগ্রাম এবং পেশাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন

নাজিয়া জাবিন

নাজিয়া জাবিন, শিশু সাহিত্যিক ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, স্পর্শ ফাউন্ডেশন

জন্ম থেকেই আমি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমার মা ডা. নুরুন নাহার ফয়জুন্নেসা, যিনি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি এবং ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন। মহিলা পরিষদের কাছ থেকেই আমি শিখেছি ভালো কিছু করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়, অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়।

‘স্পর্শ ফাউন্ডেশন’কেও সেভাবেই অনেক বাধা অতিক্রম করে আজ এই অবস্থানে এসেছে। আমাদের সমাজে অনেক মানুষই (এমনকি শিক্ষিতরাও) জানতেন না দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরাও পড়তে জানে। কিন্তু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরাও আপনার আমার মতোই স্বাভাবিক মানুষ। তাঁরা দীর্ঘকাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণ করে বই পড়তে এবং লিখতে শেখে।

ব্রেইল পদ্ধতি ২০০ বছরের পুরনো। বাংলাদেশে ২০০৯ সালের আগে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য পাঠ্যবই ছাড়া সাহিত্য, সায়েন্স ফিকশন, ছড়া, কবিতা, গল্প কোনো ধরনের বই ছিল না।

২০০২ সালে আমার প্রথম ছড়ার বই যেদিন প্রকাশিত হয় সেদিনের ছোট প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কিছু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এসেছিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম ওরা আমার ছড়ার বইটা নেড়েচেড়ে দেখছে, কেউ বইটার কতগুলো পাতা আছে সেটা গুনছে। ছড়া শুনে তারা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছে। এই বিষয়টি আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। আমি তখন খোঁজ নিয়ে জানলাম টঙ্গীতে একটিমাত্র সরকারি ব্রেইল প্রেস আছে, তাও প্রায়ই প্রেসটা বন্ধ থাকে।

২০০৯ সালে আমার লেখা বাংলাদেশের প্রথম শিশুতোষ ছড়ার ব্রেইল বই ‘ছড়ার তালে মনটা নাচে’ প্রকাশিত হয়। বইটা সংগ্রহের জন্য পাঠকের লাইন লেগে গেল। ২০১০ সালে ‘বিনির সাথে পুতুল বিয়ে’ নামে আরেকটি বই প্রকাশ করলাম। এই বইটি যখন প্রকাশ হলো তখন রীতিমতো কাড়াকাড়ি অবস্থা। তখন আমি বইমেলায় একটি ব্রেইল বইয়ের স্টল দেওয়ার জন্য বাংলা একাডেমিতে প্রস্তাব করলাম। প্রথম দিকে তাঁরা রাজি না হলেও পরবর্তীতে সম্মত হয় এবং বইমেলায় ‘স্পর্শ ব্রেইল কর্নার’ নামে আমি একটি স্টল দিই।

আমরা প্রকাশকদের কাছে গেলাম। এই প্রথম সাহিত্য প্রকাশকের কর্ণধার মফিদুল হক এগিয়ে আসলেন এবং আমাদের সাতটি বই ব্রেইলে প্রকাশ করলেন। সৈয়দ শামসুল হকের লেখা ‘চালতা লেবু’ বইটা প্রকাশিত হওয়ার পর তা ভীষণভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের অভিভাবকেরা বইমেলায় আসতেন এবং আনন্দে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন, কেঁদে ফেলতেন–এজন্য যে তাঁদের সন্তানদের জন্য বইমেলায় একটি কর্নার, একটি স্টল হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় ‘সাহিত্য প্রকাশ’ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বন্দে আলী মিয়া, জ্যোতিভূষণ চাকীর মতো লেখকদের কিছু ভালো ভালো বই ব্রেইলে প্রকাশিত হলো। একদিন

হঠাৎ ড. জাফর ইকবাল আমাদের স্টলে আসলেন। সব দেখে তিনি নিজের হাতে লিখে দিয়ে গেলেন, তাঁর লেখা যে-কোনো বই প্রকাশের জন্য কোনো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

ঢাকা শহরে এখন ২০ থেকে ২২টি ব্রেইল প্রেস রয়েছে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা সেখানে কাজ করছে।

আমরা পাবলিক লাইব্রেরি, শিশু একাডেমি, সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনেকগুলো স্কুলে ইতোমধ্যে ব্রেইল কর্নার খুলেছি। ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বইমেলায় ব্রেইলে প্রকাশিত একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছিলেন। আমি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের 'দৃষ্টি জয়ী' নাম দিয়েছি। কারণ তাঁরা সব বুঝে, জানে এবং করতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, ভালো কিছু করার ইচ্ছা থাকলে ধৈর্য সহকারে, সচেতনভাবে, ভালোবেসে এগিয়ে গেলে সফলতা আসবেই।

নাজলী ফেরদৌসী

নাজলী ফেরদৌসী, উপপরিদর্শক, র‍্যাব-৫, রাজশাহী

আমি ২০০৮ সালে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করি। বর্তমানে আমার চাকরির বয়স ১৫ বছর। এই সময়কালে আমার জার্নিটা খুব সহজ ছিল না। মফস্বলের মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারে আমি বেড়ে উঠেছি। আমরা ইচ্ছা করলেই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারতাম না। আমি যখন পুলিশে সুযোগ পেলাম, আমাদের পরিবারে মোটামুটি একটা মিটিং হলো। আমি পুলিশে যোগদান করব কি না? তখন আমি ব্যাংকে চাকরি করতাম, এই পেশাটা আমার খুব পছন্দের ছিল না। আমি চাচ্ছিলাম পুলিশে যোগদান করতে। সেদিন শুধু আমার মা আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

পুলিশের চাকরিতে এক বছর প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এই ৩৬৫ দিনের কোনো এক দিন যদি কোনো কারণে ছুটি নিয়েছি তবে এক্সট্রা পিটি-প্যারেড করে সেটা পুষিয়ে দিতে হয়েছে। এভাবেই আমরা আমাদের ছেলে সহকর্মীদের সাথে ডেপোর্টার্স প্রশিক্ষণটি করেছি। প্রশিক্ষণের তিন মাস পর আমাদের টাইম ব্রাইটেন নিয়ে পিটি-প্যারেড-দৌড় সবকিছু একসাথে করতে হতো। প্রশিক্ষণ শেষে ছয় মাস পর পোস্টিং হয়। আমি পুলিশ ব্যুরো ইনভেস্টিগেশনে কাজ করেছি, স্পেশাল ব্রাঞ্চে কাজ করেছি। আমার কাজের অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে ভালো লাগার সময় পার করেছি শান্তিরক্ষী মিশনে কাজ করতে গিয়ে। ওখানে আমরা UN-এর প্রপার্টিগুলোতে সিকিউরিটির দায়িত্ব পালন করেছি, লোকাল পুলিশ, বিশেষ করে নারী পুলিশদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তাদের প্রাইমারি স্কুলগুলোকে ভিজিট করেছি। কঙ্গোতে যখন আমরা ছিলাম সেখানে বাচ্চাদের একটি এতিমখানায় আমরা নিয়মিত যেতাম এবং বাচ্চাদের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করতাম।

সুদানের অভিজ্ঞতা ছিল খুবই কষ্টকর। মরুভূমির রাস্তা সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। মরুভূমির একটা সমস্যা হচ্ছে ওখানে হঠাৎ করে বৃষ্টি হয় এবং বন্যা হয়ে যায়। এই অবস্থায় রাস্তায় আমাদের গাড়ি আটকে গেল। আমাদের সাথে ৯ জন নারী ছিল। আতঙ্কে ছিলাম যেকোনো সময় মিলিশিয়ারা আক্রমণ করতে পারে। পানি শেষ হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির পানি ধরে আমরা পান করেছিলাম। ৫৩ ঘণ্টা পর সেনেগালের পুলিশ টিম এসে আমাদের উদ্ধার করে। সেখানে তাঁবু টানিয়ে থাকতে হয়েছে। এভাবে আমরা চার মাস সেখানে পার করেছি।

সবশেষে আমি বলব, আমরা নারীরা হচ্ছি শক্তির আঁধার। আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে রাখতে হবে। তবেই নারীরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো।

নাসিমা আক্তার নিশা, সভাপতি, উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স (WE) ফোরাম

নাসিমা আক্তার নিশা

আমার কর্মজীবন শুরু হয় ২০০৫ সালে। আমার বাবা যখন অসুস্থ, মৃত্যুশয্যায় তখন বাবার কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণ করি। এই দায়িত্ব পালনের সময় আমার মনে হয়েছিল আমার নিজের কিছু করা দরকার। আমি যদিও বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের ছাত্রী ছিলাম, তবুও সব সময়ই টেকনোলজির প্রতি খুব আগ্রহ ছিল আমার। ২০১০ সালে আমার কোম্পানির যাত্রা শুরু। আমি তখন ছোট ছোট গেম বানাতাম। একপর্যায়ে আমার মনে হলো গেম বানালেই হবে না, কাজের পরিধি বাড়াতে হবে। কাজ করতে গিয়ে আমি একটা বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝলাম, শিক্ষা ও বাস্তব কর্মজীবনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমরা শিখছি একভাবে, বাস্তব ক্ষেত্রে সেরকম হচ্ছে না। তখন আমার মনে হলো আমার নিজের স্কিল ডেভেলপ করা দরকার। সেইসাথে আমি উপলব্ধি করলাম কাজের ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য একটা উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম দরকার।

পরবর্তী সময়ে আমি ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশনে যুক্ত হই একজন পরিচালক হিসেবে। সেখানে যুক্ত হবার পর আমার কাছে মনে হলো ই-কমার্স সেক্টরটা মেয়েদের জন্য একটা নিরাপদ জায়গা। আমি লক্ষ করলাম অনেক ট্যালেন্ট মায়েরা তাদের ক্যারিয়ার বিসর্জন দিচ্ছে শুধুমাত্র তাদের সংসার-সন্তান দেখাশুনার জন্য। আমি তাদেরকে ই-কমার্স-এ যুক্ত করার চেষ্টা করলাম। কারণ তারা এখানে যুক্ত হলে সংসার-সন্তান দেখাশুনার পাশাপাশি একজন উদ্যোক্তা হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে পারবে।

২০১৭ সালে উইমেন অ্যান্ড ই-কমাস প্ল্যাটফর্ম তৈরি করি। এটার প্রথম উদ্দেশ্যই ছিল বিভিন্ন সেক্টরে মেয়েদের স্কিল ডেভেলপ করা। আমি তখন অনলাইনের মানুষ, ই-কমার্স নিয়ে কাজ করছি। তাই

কীভাবে অনলাইনে কাজ করতে হয় সেগুলো শেখানো শুরু করলাম। চেষ্টা করলাম ঢাকার বাইরের জেলাগুলোতে গিয়ে ওয়ার্কশপ করানোর, জানানো কীভাবে অনলাইনে কাজ করবে, কীভাবে digital transformation হবে। তখন দেশীয় পণ্যের একটা গ্রুপ করলাম যেখানে শুধুমাত্র দেশীয় পণ্যই বিক্রি হতো। লক্ষ করলাম আমাদের এই গ্রুপে সদস্য সংখ্যা বাড়তে শুরু করলো। আমার কাজটা ছিল মোবাইলে apps game বিক্রি করা। ২০১৮-এর অক্টোবরে জামদানি বিন নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম।

২০১৯-এর নভেম্বরে আকস্মিকভাবে আমার স্বামী মারা গেলেন। তারপর টানা দুইমাস আমি কোনো কাজ করতে পারিনি, কারণ আমার শ্বশুরের একজন পীর হুজুর বললেন যে ৪ মাস ১০ দিন আমি বাসা থেকে বের হতে পারবো না, কারো সামনে যেতে পারবো না। এটা ইদ্দত, এটা পালন করতে হবে।

আমার স্বামীর মৃত্যুর একমাস আগে আমার এবং ওর একটা সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল যেখানে আমার স্বামী বলেছিল, 'আমি চাই ও অনেক কাজ করুক। আমি চাই ও নেতৃত্ব দিক। আমার কষ্ট লাগে, যখন ও কাজ করে কিন্তু ক্রেডিট পায় না।'

কোভিডের সময় অনেকের চাকরি চলে গেল। অনলাইন পদ্ধতিতে অনেক মেয়ের সাথে যোগাযোগ করে শিখালাম কীভাবে ঘরে বসে অনলাইনে কাজ করা যায়। তাদের বিভিন্ন যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলাম।

আমরা 'মানবসেবা' সেবা নামে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিলাম। এই সময়ে অনেক নারী উদ্যোক্তা তৈরি হলো, অনেক নারী উপকৃত হয়েছিল। ২০২২ সালে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে ৩০০ জন লাখপতি বের হয়েছিল। অর্থাৎ ৩০০ নারী লাখ টাকার ওপরে সেল করেছে এবং এখনো এর ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে।

২০২২-এর শেষে আমাদের গ্রুপে ১.৩ মিলিয়ন সদস্য আছে। প্রতি ২৮ দিনে আমাদের গ্রুপে ১ কোটি ২৮ লক্ষ রাংরঃড়ৎ ভিজিট করে। সাম্প্রতিক সময়ে ফেসবুক থেকে কমিউনিটি লিডার হিসেবে বাংলাদেশের ৬ জন নির্বাচিত হয়েছে। দডউ থেকে আমি আছি। বাংলাদেশে যারা অনলাইনে কাজ করছে তাঁদের সবার মধ্যে আমি এই শিক্ষাটা ছড়িয়ে দিতে চাই।

তৃষা আক্তার রোসনা

তৃষা আক্তার রোসনা, সহিংসতার শিকার নারী শ্রমিক

আমি সুনামগঞ্জ জেলার জিরানী উপজেলার বাটিপাড়া গ্রামের মেয়ে এবং তিন কন্যা সন্তানের মা। জন্ম থেকেই আমি সিলেটে বড় হয়েছি। ১৯৯৯ সালে যখন আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় তখন থেকেই আমি আমার কর্মজীবন শুরু করি। সেলাইের কাজ দিয়ে আমার জীবনের শুরু। পরিবার থেকে অনেক বাধা আসে, কিন্তু সেসময় আমার মা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আমার পাশে থেকেছেন।

২০০৮ সাল থেকে আমি পরিবার ও সমাজের নানা বাধা অতিক্রম করে একটি দোকানে কাজ করি। পাশাপাশি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ নিই। পরবর্তীতে আমি সুনামগঞ্জ পৌরসভায় একটি দোকান দিই। তখন দোকান ঘরের মালিক একা একটা মেয়েকে দোকান ভাড়া দিতে রাজি ছিল না। পরে আমি প্রতিবেশী এক দাদার সাথে দোকান শেয়ার করে ভাড়া নিই এবং একটি মেশিন দিয়ে কাজ শুরু করি। ওখানে এলাকার বখাটে ছেলেরা নানাভাবে আমাকে উত্ত্যক্ত করতো। তখন আমি মহিলা পরিষদের সহযোগিতা নিই। মহিলা পরিষদ আমার পাশে দাঁড়ায়। তাদের সহযোগিতায় আমি দোকানের কাজ পরিচালনা করতে থাকি। সুনামগঞ্জ মহিলা পরিষদের মাধ্যমে পুলিশ আমার দোকানে আসে, আমাকে সাপোর্ট দেয়।

এখন আমার দোকান বড় হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় অপ্রাতিষ্ঠানিক সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। বর্তমানে আমি সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারে সেলাই প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছি। সেখানে আমি মহিলা আসামিদের সেলাই প্রশিক্ষণ দিই। ২০১৮ সালে জেলা পর্যায়ে যুব আত্মকর্মসংস্থান থেকে সম্মাননা পেয়েছি। করোনাকালীন সময়ে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে সম্মাননা পেয়েছি। আমার আজকের এই সফলতার জন্য আমি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সুনামগঞ্জ জেলা শাখার কাছে কৃতজ্ঞ।

নূরজাহান আক্তার, কৃষক নারী

নূরজাহান আক্তার

আমার বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলায়। আমি একজন কৃষক নারী। আমার স্বামী মারা গেছেন তিন বছর আগে। আমি দুই সন্তানের মা। আমার বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি আছেন। তাদের দেখাশুনার দায়িত্ব আমার।

আমার স্বামী যখন বেঁচে ছিলেন তখন আমি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতাম। সংসারের দায়িত্ব এবং সন্তান লালন-পালনের জন্য আমি চাকরিটি ছেড়ে দেই। কিন্তু আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আর কোথাও চাকরি না পেয়ে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহের সিদ্ধান্ত নেই। আমার শ্বশুরের জমি-জমা দেখাশুনার দায়িত্ব আমি নেই। এক্ষেত্রে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি আমাকে সবসময় সহযোগিতা করেছেন এবং উৎসাহ জুগিয়েছেন।

কৃষিকাজ করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন সময় নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছি। এখানে সাধারণত মহিলারা বাইরে কাজ করে না। আমার প্রতিবেশীরা, এলাকার লোকজনরা মাঠে জমিতে কাজ করতে আপত্তি করতো। মহিলা হয়ে কেন জমি-জমায় কাজ করবে। কিন্তু আমার পরিবারের বিশেষ করে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি আমার পাশে থাকায় আমার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন'

সার্টিফিকেট কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান

২২ ডিসেম্বর'২২ বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে 'জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' বিষয়ক দ্বাদশ অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম। শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী বিপ্লবী কর্মকার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল। রিসোর্সপারসনদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আইনুন নাহার।

অনলাইনে অনুষ্ঠিত সার্টিফিকেট কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

স্বাগত বক্তব্যে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কোর্সের পরিচালক সীমা মোসলেম বলেন, ২০১০ সালে সার্টিফিকেট কোর্সটি একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে শুরু হয়। শুরুর পর প্রায় ১ যুগ ধরে সফলভাবে কোর্সটি পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে করে মহিলা পরিষদ। সংগঠনের কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে নারীর প্রতি অধস্তন দৃষ্টিভঙ্গি নারী-পুরুষের সমতার পথে এখনো বাধা হয়ে আছে। অংশগ্রহণের সাথে নারীর অধিকার ও মর্যাদার ব্যাপক তফাৎ আছে। এই পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটিয়ে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় কোর্সের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ভূমিকা রাখবেন।

সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, এই কোর্সটির উদ্দেশ্য হলো মাঠপর্যায়ের নারীআন্দোলন কর্মীদের সঙ্গে তাত্ত্বিক শিক্ষাবিদদের যোগসূত্র গঠনের মাধ্যমে একদিকে নারী আন্দোলনকে গতিশীল করা, অপরদিকে একটি বৃহত্তর পরিসরে নারী আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া ও সমাজে জেন্ডার ভাবনার প্রসার ঘটানো যা সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থান ও দায়িত্ব বুঝাতে সহায়ক হবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আইনুন নাহার বলেন, কোর্সটি পারস্পরিক যোগাযোগ সূত্র তৈরি করতে পেরেছে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠাসহ নতুন নতুন বিষয়গুলোকে সংযুক্ত করা লিঙ্গবৈষম্য দূর করা এবং সমাজের বিদ্যমান বিভিন্ন অসমতা দূর করার ক্ষেত্রে কোর্সটি ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন শামীমা ফেরদৌসী, অ্যাসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর ডিসট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার, গাজীপুর; কে এইচ জাহিদ, প্রকল্প কর্মকর্তা, অক্সফ্যাম এবং মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, ফিন্যান্স ম্যানেজার, ইউনাইটেড স্টেইটস ফরেস্ট সার্ভিস। তারা বলেন, জেন্ডার বিষয়ক কোর্সটি আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, স্কুল-কলেজসহ শিক্ষা নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের জন্য কোর্সটি চালু করতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল বলেন, জেন্ডার সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয় কোর্সটিতে বেশ ভালোভাবে রয়েছে। এখানে লিঙ্গীয় সমতার বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে। যা অত্যন্ত ইতিবাচক। এই ফরমাল কোর্সের মাধ্যমে মানুষ যত জানবে তত বৈষম্যমূলক সমস্যার সমাধান হবে। আগামী কোর্সে জেন্ডার সমতার বিষয়টি আরো প্রো-একটিভভাবে নিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয়। নারীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবদমন আছে, অধস্তনতা আছে, বৈষম্য আছে। এখানে আমাদের কাজ করতে হবে। সমতার শতাব্দী নির্মাণ করার কাজটা প্রতিক্ষণের। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সমতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে কাজ করতে হবে। সংবিধানে সকলকে সমঅধিকার দেওয়ার কথা বলা হলেও এখনো পারিবারিক ও ব্যক্তিগত অধিকার নারী পাচ্ছে না। সমাজের ভিতর থেকে নারীর প্রতি সমতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার আবহ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এই কোর্স শুরু হয়। আত্মঅন্বেষণের যুগ থেকে আত্মপরিচয়ের যুগে আমরা এসেছি। অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করতে হবে। এই লড়াইয়ে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে থাকার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ফলাফল উপস্থাপন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের সদস্য শাহজাদী শামীমা আফজালী ও সালেহা বানু। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের সম্পাদক রীনা আহমেদ। উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠানে কোর্সের শিক্ষার্থী, শিক্ষকমণ্ডলী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দ, কর্মকর্তাসহ ৭২ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কুড়িগ্রাম: তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন জেলা শাখা সহসভাপতি মধুবালা দেব

দিনাজপুর: প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক রুবি আফরোজ

দিনাজপুর

'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক দুটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার তরুণী সংগঠকদের নিয়ে ১৫ নভেম্বর এবং ১৯ ডিসেম্বর কাহারোল উপজেলার সংঠকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ দুটিতে মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিলা যথাক্রমে সেক্স ও জেন্ডার, বাংলার নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ: সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বাস্তব কাজের ধারা। দুটি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদক রুবি আফরোজ। এ দুটি প্রশিক্ষণে ২৫ জন করে মোট ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কুড়িগ্রাম

জেলার তৃণমূল সংগঠকদের নিয়ে ৪ নভেম্বর 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল–বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ: সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বাস্তব কাজের ধারা। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জেলা শাখার সদস্য মালুফা মোর্শেদা নয়ন এবং সদস্য ফাল্গুনী তরফদার। প্রশিক্ষণে মোট ৩৬ জন সংগঠক অংশগ্রহণ করেন।

স্বরূপকাঠী

১৯ অক্টোবর জেলা শাখার সংগঠক ও সদস্যদের নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি লাইলি জাহান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতা থামাতে সংগঠক ও সদস্যদের করণীয় এবং বাস্তব কাজের ধারা সম্পর্কে সহসভাপতি মীরা চৌধুরী এবং নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার আইনীগত সহায়তা সম্পর্কে লিগ্যাল এইড সম্পাদক খনা চন্দ প্রশিক্ষণ দান করেন। প্রশিক্ষণ পরিচলনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক নার্গিস জাহান। প্রশিক্ষণে মোট ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুর

২১ অক্টোবর পিরোজপুর জেলা শাখা কৃষ্ণপুর পাড়া শাখার সংগঠকবৃন্দ এবং ৩০ অক্টোবর ঝনঝনিয়া গ্রাম শাখার সংগঠক ও তরুণী সংগঠকদের নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে

সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক দুটি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো ছিল ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মূলনীতি ও কার্যক্রম, নারীর পারিবারিক ক্ষমতায়ন, জেন্ডার ধারণা ও নারী ক্ষমতায়ন, দক্ষ সংগঠকের বৈশিষ্ট্য এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। দুটি প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সালমা রহমান হ্যাপী। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি মনিকা মণ্ডল, আন্দোলন সম্পাদক নাসরিন সুলতানা মণি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাকুল খানম। দুটি প্রশিক্ষণে ৪০ জন করে মটো ৮০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

পিরোজপুর: পাড়া কমিটির সংগঠকদের জন্য 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাকুল খানম

নারায়ণগঞ্জ

নারায়নগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে ৮ নভেম্বর এবং ১৮ ডিসেম্বর 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক দুটি পৃথক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিল যথাক্রমে বাংলার নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং অভিন্ন পারিবারিক আইন (ইউএফসি) এবং সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা। প্রশিক্ষণ দুটিতে মাডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জেলা শাখার সহসভাপতি এবং কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ এবং জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. হাসিনা পারভীন। দুটি প্রশিক্ষণে যথাক্রমে ৪০ জন ও ১৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ: নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংগঠকদের সচেতনতা ও দক্ষণতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন জেলার সহসভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ

বরগুনা

বরগুনা জেলা শাখা বিভিন্ন পাড়া কমিটির সংগঠকদের নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ ২৭ অক্টোবর সম্পন্ন করেছে। উক্ত প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সহসভাপতি বেবী দাস। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জেলা শাখার সংগঠন সম্পাদক কাজল রানী দাস এবং লিগ্যাল এইড সম্পাদক গৌরী মজুমদার। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠণতন্ত্র এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার। প্রশিক্ষণে মোট ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

১৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে জেলা শাখার সভাপতি শোভা পাল, সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা শিকদার দীনা, আন্দোলন সম্পাদক শ্যামলী মিয়াজী প্রশিক্ষণ দান করেন। নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বৈষম্য ও পরিবারে নারীর অবস্থান দৃঢ় করার লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্যসহ প্রশিক্ষণে মোট ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম

৩১ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন

সুনামগঞ্জ: জেলা শাখার সংগঠকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে আলোচনা করছেন জেলা শাখার অর্থ সম্পাদক মল্লিকা দাশ

কাউখালী: জেলা শাখায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন তরুণী কর্মী শিউলী কর্মকার

জেলা শাখার সহসভাপতি অধ্যাপিকা শেলী দে। ফেসিলেটর ছিলেন সুলেখা পাল এবং প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন সিতারা শামীম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অর্থ সম্পাদক পূর্বা দাশ এবং সদস্য গৌরী চক্রবর্তী।

কাউখালী

৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় কাউখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার কার্যালয়ে তৃণমূল শাখার ৫০ জন সংগঠক, কর্মী ও তরুণীকে নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, মূলনীতি ও কার্যক্রম, শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে সংগঠকদের ভূমিকা ও দক্ষ সংগঠকের বৈশিষ্ট্য এবং নারী আন্দোলনের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফরিদা ইয়াছমিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক প্রভাতী মৃধা এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য সুষমা মণ্ডল। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক ছায়া সমদ্দার।

ঢাকা মহানগর

ওয়ারী রবিদাস পাড়া শাখায় ১৩ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৩টায় 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন উক্ত পাড়া শাখার সভাপতি বিনা রানী দাস এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাড়া কমিটির সদস্য লক্ষ্মী রানী দাস। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন ঢাকা মহানগর শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাবিনা ইয়াসমিন ইতি। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, বাস্তব কাজের ধারা নিয়ে আলোচনা করেন ঢাকা মহানগরের সহসাধারণ সম্পাদক মঞ্জু ধর; নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা করেন ঢাকা মহানগরের লিগ্যাল এইড সম্পাদক শামীমা আফরোজ আইরিন এবং সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর। প্রশিক্ষণে ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস, লিগ্যাল এইড সম্পাদক শামীমা আফরোজ আইরিন উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ

২১ অক্টোবর সকাল ১১টায় জেলা শাখার কার্যালয়ে জেলা সংগঠকদের নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বাস্তব কাজের ধারা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য। এ ছাড়াও পারিবারিক ক্ষমতায়ন এবং ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে প্রশিক্ষণ দান করেন যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পাদক সবিতা বীর ও অর্থ সম্পাদক মল্লিকা দাশ। প্রশিক্ষণে মোট ১৯ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের আরো দক্ষ ও সচেতন করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

জেলা শাখায় পাঠচক্র

বরিশাল: জেলা শাখা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত পাঠচক্রের সদস্য তিথি রায়কে খাতা, কলম বিতরণ করছেন জেলা শাখার সহসভাপতি জাহান আরা বেগম। পাশে উপস্থিত আছেন সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী ও ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক শিউলী সাহা

কাউখালী

কাউখালী সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যালয়ে ২৭ অক্টোবর বিকেল ৫টায় পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। 'রাস সুন্দরী থেকে রোকেয়া' বইটির উপর অনুষ্ঠিত পাঠচক্রে আলোচনা করেন জিতু আক্তার, তুর্ণী সমদ্দার, সীমা আক্তার, লাবনী আক্তার, লাইজু আক্তার, সাহারা আক্তার এবং লিপি বেগম। পাঠচক্র আসর পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন। এ পাঠচক্রে ২০ জন তরুণী অংশ নেন।

পাশাপাশি, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী' বিষয়ে ২০ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় কাউখালী সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যালয়ে জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দারের সভাপতিত্বে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তরুণী সদস্য অনামিকা দাস, বিদ্যা ভারতী ব্রহ্মচারী, নিপা হালদার, জিতু আক্তার, মহানিশা মণ্ডল, লাবনী আক্তার ও সীমা আক্তার। আলোচনায় তরুণীরা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও সমতাভিত্তিক সবার গ্রহণযোগ্য আধুনিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন। এজন্য তারা নিজেদের সমৃদ্ধ করতে নারী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের জীবনী ও লেখনী নিয়মিত পাঠ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাঠচক্রে ২০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। পাঠচক্রটি পরিচালনা করেন তরুণকর্মী শিউলী কর্মকার।

বরিশাল

১৮ নভেম্বর বরিশাল জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সভানেত্রী মনোরমা বসু মাসিমা'র ১২৫তম জন্মবার্ষিকী এবং ২০ নভেম্বর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের আয়োজনে ২৫ নভেম্বর সকাল ১১টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে তরুণ শিক্ষার্থীদের সাথে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষার্থী জান্নাতুল। প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন করেন হাজারী আক্তার নদী, আনিশা আক্তার নিশি, সুমাইয়া আক্তার, সাইবা আক্তার নিঝুম, নন্দিনী, লামিয়া আক্তার, তিথি রায়, বিথী দাস প্রমুখ। সুফিয়া কামালের 'আজিকার শিশু' আবৃত্তি করেন জান্নাতুল। জেলা শাখার নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি জাহান আরা বেগম, সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, কার্যকরী কমিটির সদস্য মরিয়ম বেগম রীনা প্রমুখ। পাঠচক্রে ১৪জন শিক্ষার্থীসহ মোট ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'যে গল্পের শেষ নেই' বইয়ের উপর ২৮ অক্টোবর বিকেল ৪টায় এবং ২৭ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে পৃথক দুটি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শিক্ষর্থী তিথি রায় ও বিথী দাস। পাঠচক্রে ২৬ জন অংশগ্রহণ করে।

বরগুনা

জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের আয়োজনে ১১ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা কার্যালয়ে সংগঠনের 'ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র' সম্পর্কে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি নাজমা বেগমের সভাপতিত্বে পাঠচক্রটি পরিচালনা করেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফেরদৌসি বেগম। পাঠচক্রে আলোচনা করেন জেলা শাখার সদস্য প্রমিলা রানী, প্রশিক্ষণ উপপরিষদের সদস্য ফারহানা আরজু, নাথপট্টি পাড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক লিপি দাস, আমতলা পাড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক সীমা রানী রায়, কড়ইতলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সীমা রানী প্রমুখ। পাঠচক্রে জেলা শাখা ও পাড়া কমিটির সংগঠকসহ ১৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ জেলা শাখা ধারাবাহিক কর্মসূচি হিসেবে সপ্তাহের প্রতি বুধবার তৃণমূল নারীদের নিয়ে পত্রিকা পাঠের আসরের আয়োজন করে। এতে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত এক সপ্তাহের বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো পাঠ করে শোনানো হয়। অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসের ৯টি আসর হয়েছে। জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শরীফা আশ্রাফী সম্পার তত্ত্বাবধানে ও সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে তৃণমূল নারীদের নিয়ে সংবাদপত্র পাঠের

নারায়ণগঞ্জ: জেলা শাখা আয়োজিত পাঠচক্রে উপস্থিতির একাংশ

কুষ্টিয়া: পাঠচক্রে আলোচনা করছেন জেলা কমিটির সদস্য কানিজ মাহমুদ অনিকা

আসর জেলা শাখায় একটি সফল কর্মসূচি। আসরে সংবাদপত্র পাঠ করে শুনান তরুণী সদস্য সুমাইয়া জান্নাত, রিয়া তালুকদার, ঐশী বীর বর্মন, হ্যাপী চৌধুরী, শান্তা পাল প্রমুখ। সবকটি আসর মিলে ১২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া

জেলা শাখা কার্যালয়ে ২৬ অক্টোবর বিকেল ৪টায় 'নারীমুক্তির অন্বেষায় ব্রতী আয়শা খানমের আজীবন সংগ্রাম' বিষয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাঈদা হক। আলোচ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালি আক্তার, অর্থ সম্পাদক শেখ সামসুন্নাহার এবং সদস্য কানিজ মাহমুদ অনিকা।

নারায়ণগঞ্জ

জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় ভূইয়ারবাগে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন ভূইয়াবাগ শাখার সভাপতি সাহানারা বেগম। আলোচনা করেন জেলা শাখার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক লায়লা ইয়াসমীন, তরুণী সদস্য ফোজিয়া খানম জলি। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ একটি স্বেচ্ছাসেবী, গণনারী সংগঠন। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে ৪ এপ্রিল কবি সুফিয়া কামাল এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। শুরু থেকে অদ্যবধি নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মহিলা পরিষদ কাজ করে চলেছে। সংগঠনটি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যাদের আইনী সহায়তা প্রদান করছে।

মধুখালী

২৯ নভেম্বর সকাল ১১টায় সরকারি আইনউদ্দীন কলেজের ছাত্রীদের সাথে 'তরুণীদের দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা বা অভিজ্ঞতা' বিষয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। মধুখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে ৮জন তরুণী সদস্যদের সাথে আলোচনাকালে তারা বলেন, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা নিরসনে পরিবার থেকেই মানবিক মূল্যবোধের চর্চা করতে হবে। কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সচেতনতা বাড়াতে হবে। কন্যা শিশুকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত করতে হবে, বাল্যবিবাহ দিয়ে তাকে সমাজরে বোঝা বানানো যাবে না বলে তারা উল্লেখ করেন। তারা আরো বলেন, ঘরের ভিতরে নিজ আত্মীয়স্বজন দ্বারা অনেক নারী ও কন্যা শিশু ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানীর শিকার হচ্ছে। তরুণসমাজে অপরাধ প্রবণতা কমাতে হলে পাড়া-মহল্লায় তরুণ-তরুণীদের জন্য বিনোদন ব্যবস্থা বাড়াতে হবে এবং তাদের উৎসাহী করতে হবে। পাঠচক্রে অন্যান্যদের মধে আলোচনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহার প্রমুখ।

চট্টগ্রাম

'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনাদর্শ' বিষয়ে সংগঠন কার্যালয়ে ২৭ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় পাঠচক্র অনুষ্ঠিত

হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির। বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, সহসভাপতি অধ্যাপক শেলী দে, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক স্বাতী পাল, ভারপ্রাপ্ত লিগ্যাল এইড সম্পাদক রীতা মণ্ডল, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক মৃণালিনী চক্রবর্তী, সদস্য আরিকা মাঈশা, হোসনে আরা প্রমুখ। কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী পাঠ করেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক সুলেখা পাল। সঞ্চালনা করেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক স্বাতী পাল। পাঠচক্রে ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, 'কল্পনা দত্তের জীবনাদর্শ' সম্পর্কে রাঙ্গুনীয়ার এম শাহ আলম চৌধুরী ডিগ্রী কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে ১০ অক্টোবর দুপুর ১২টায় পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সমাজকল্যাণ সম্পাদক স্বপ্না বড়ুয়া। কল্পনা দত্তের জীবনাদর্শ সম্পর্কে মূল আলোচনা করেন জেলা কমিটির সদস্য চিন্ময়ী ঘোষ। বক্তারা বলেন, কল্পনা দত্ত একজন বিপ্লবী। ১৯১৩ সালের ২৭ জুলাই চট্টগ্রাম জেলার শ্রীপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। বারো বছর বয়সে ক্ষুদিরাম ও কানাইলাল দত্তের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানে তাঁকে আগ্রহী করে তোলে এবং তিনি ছাত্রীসংঘে যোগদান করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় তিনি ১৯৩৩ সালের ১৯ মে ধরা পড়েন এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হয়। ১৯৯৫ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি কল্পনা দত্ত দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে ৯ নভেম্বর বিকেল ৩টায় নিলারাম স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে 'সুফিয়া কামালের সংগ্রামী জীবন' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মালা দেব। সুফিয়া কামালের জীবনী থেকে পাঠ করেন তরুণী সদস্য রাফিয়া সুলতানা, চাঁদনী আক্তার ও রবিউল ইসলাম। পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন নিলারাম স্কুলের ৩৯ জন শিক্ষার্থী।

কুড়িগ্রাম: জেলা শাখার পাঠচক্রে পাঠ করছেন ছাত্র রবিউল। উপস্থিত আছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

পাবনা

'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী' সম্পর্কে ১২ অক্টেবর বিকেল ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্য সাহারা খাতুনের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী পড়ে শোনান কার্যকরী কমিটির সদস্য রওশন আরা চম্পা। পাঠচক্রে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের তরুণীসহ মোট ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে এ দিন বিকেল ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আরেকটি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য রেহেনা খাতুনের সভাপতিত্বে বুদ্ধিজীবীদের জীবনী পড়ে শোনান প্রশিক্ষণ সম্পাদক রোজিনা আক্তার ও কার্যকরী কমিটির সদস্য সাহারা খাতুন। এ পাঠচক্রে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীসহ ১৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

স্বরূপকাঠী

'রোকেয়ার জীবনাদর্শ' বিষয়ে ১০ নভেম্বর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্রীদের সাথে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন। আলোচনা করেন জেলা শাখার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক সাহেলা পারভীনসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ। পাঠচক্রে মোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে ৩০ ডিসেম্বর দ্বারিপুর পাড়া শাখায় শিউলি দাসের সভাপতিত্বে একটি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাড়া ও জেলার শাখার তরুণী সদস্য বৈশাখী দাসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত পাঠচক্রে ১০ জন কিশোরী ও তরুণীসহ পাড়াশাখার কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পাঠচক্রে কবি সুফিয়া কামাল ও রোকেয়া সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ থেকে পাঠ করেন তরুণী সদস্য শ্রাবণী দাস ও মৌমিতা দাস।

সিলেট

সিলেট জেলা শাখা কার্যালয়ে অক্টোবর–ডিসেম্বর মাসে মোট পাঁচটি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এসব পাঠচক্রে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, নারী আন্দোলন, পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষ সংবাদ, মহিলা সমাচার এবং নির্ধারিত কিছু বই পাঠ এবং সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। এসব পাঠচক্রে সবমিলে ১৫৮ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

জেলা শাখায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

দেশব্যাপী বাংলাদেশ মহিলা পষিদের শাখাসমুহে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়েছে। যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মানের সাথে দিবস দুটি পালন উপলক্ষে জেলা শাখাগুলো নানা কর্মসূচি পালন করে। যে সকল জেলা শাখা বিজয় দিবস ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের প্রতিবেদন ও ছবি পাঠিয়েছে সেসব জেলাগুলো হলো– রাজশাহী, কাউখালী, কুমারখালী, রংপুর, বরগুনা, কুষ্টিয়া, নাটোর, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোণা, ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, ফরিদপুর, নওগাঁ, সাভার, মধুখালী, ময়মনসিংহ, গাইবান্ধা, চট্টগ্রাম, যশোর, পাবনা, সুনামগঞ্জ, দিনাজপুর, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, বাগেরহাট, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সিলেট, মাগুরা, টঙ্গী ও টাঙ্গাইল।

মধুখালী

রাজশাহী

সুনামগঞ্জ

সিলেট

জেলা শাখায় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

নেত্রকোণা: ৮ ডিসেম্বর নেত্রকোণা গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে জেলা শাখার পক্ষ থেকে হায়দার শেলী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

বরগুনা

হানাদার মুক্ত দিবস পালন: ১৯৭১ সনের ৩ ডিসেম্বর বরগুনা হানাদার মুক্ত হয়। দিনটি উদযাপনের লক্ষ্যে মহিলা পরিষদ বরগুনা জেলা শাখা ৩ ডিসেম্বর সকাল ৭টায় র‍্যালি বের করে এবং র‍্যালিটি শহীদ স্মৃতি সৌধে গিয়ে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। এসময় র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী সকলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার শপথ পাঠ করেন। র‍্যালিতে জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

জয়িতা সম্মাননা লাভ: রোকেয়া দিবস উপলক্ষ্যে বরগুনা জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে জয়ীতাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। 'সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী' ক্যাটাগরীতে মহিলা পরিষদ বরগুনা জেলা শাখার সহসভাপতি বেবী দাস এবার জয়িতা সম্মাননা লাভ করেন।

নেত্রকোণা

নেত্রকোণা গণহত্যা দিবস পালন: ৮ ডিসেম্বর নেত্রকোণা গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে জেলা শাখার পক্ষ থেকে এদিন সকাল সাড়ে ৯ টায় হায়দার শেলী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয় ও কালো ব্যাজ পরিধান করা হয়। এছাড়াও জেলা উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মানববন্ধন করে। এ মানববন্ধনে জেলা শাখার সহসভাপতি সাফিয়া লায়েছ, সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম এ্যানি, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মঞ্জু সরকার, আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা বিউটি, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক নাদিয়া আক্তার ঝর্ণা, সদস্য সীমা সাহা এবং বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্যসহ ২০ জন অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৮ ডিসেম্বর পাক-হানাদার বাহিনী নেত্রকোণায় গণহত্যা চালায়।

হানাদারমুক্ত দিবস পালন: ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর সম্মুখে লড়াইয়ের মাধ্যমে নেত্রকোণা জেলা হানাদার মুক্ত হয়। জেলা প্রশাসন ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নেত্রকোণা জেলা ইউনিট কমান্ড কালেক্টরেট প্রাঙ্গনে সকাল ১০টায় প্রজন্ম শপথ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে জেলা শহরের মোক্তারপাড়াস্থ পাবলিক হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মহান আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ এবং নতুন প্রজন্মের সামনে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ভুমিকা তুলে ধরতে জেলা শাখার পক্ষ থেকে এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম এ্যানি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ঊষা রায়, আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা বিউটি, সদস্য সীমা সাহাসহ ১৫ জন।

ঠাকুরগাঁও

হানাদারমুক্ত দিবস পালন: ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৩ ডিসেম্বর ঠাকুরগাঁও পাকিস্তানী হানাদার মুক্ত হয়। দিবসটি যথাযথভাবে পালনের জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঠাকুরগাঁও জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, অপরাজেয় একাত্তর এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ঠাকুরগাঁওয়ের প্রথম শহীদ মোহাম্মদ আলী কবরে পুস্পস্তবক অর্পণ করে। পাশাপাশি, স্থানীয় প্রশাসন এবং স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনের গৃহীত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

ময়মনসিংহ

স্মরণসভা: সংগঠনের প্রয়াত সহসভাপতি সালেহা হোসেনের প্রয়াণে ২৯ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু। সভায় প্রয়াত সালেহা হোসেন স্মরণে আলোচনা করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, জেলা শাখার সহসভাপতি লীলা রায়, পরিবারের পক্ষ থেকে আলোচনা করেন প্রয়াতের স্বামী ডা. শাহ মনোয়ার হোসেন ও কন্যা ডা. মাহবুবা হোসেন শাওন। সভার শুরুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। সভা সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনা।

বিজয় পদযাত্রায় অংশগ্রহণ: অসাম্প্রাদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের

রাজশাহী: জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকারের স্বামী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুজিত সরকারের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

ফরিদপুর: জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত চৌধুরী আয়ুব করিমের স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবী শিকদার

তাগিদে বীর মুক্তিযোদ্ধা বিমল পাল প্রতিবছর প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পদযাত্রা করেন। এবার এই পদযাত্রার ৪র্থ পর্বের উদ্বোধনী হয় ১ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজের মুজিব চত্বরে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আশরাফ হোসাইন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফাল্গুনী নন্দী। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু। এবার তিনি ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা, ফুলপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পদযাত্রা করবেন। এসময় বীর মুক্তিযোদ্ধা বিমল পালকে শুভেচ্ছা জনান সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অ্যাড. মতিউর রহমান ফয়সাল।

তথ্য মেলায় অংশগ্রহণ: 'তথ্যই শক্তি জানবো, দুর্নীতি রুখবো'–এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে জেলা প্রশাসন ও সচেতন নাগরিক কমিটির উদ্যোগে ময়মনসিংহ জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গনে ৫ ও ৬ ডিসেম্বর তথ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। মহিলা পরিষদের স্টলটি বিভিন্ন পোস্টার দিয়ে সাজানো হয় এবং সংগঠনের বিভিন্ন প্রকাশনা, বিশেষ করেন মহিলা সমাচার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। মেলায় অংশগ্রহণের জন্য মহিলা পরিষদকে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

ফরিদপুর

স্মরণসভা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ফরিদপুর জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি চৌধুরী আরজু করিমের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২১ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টায় চরকমলাপুর পাড়া শাখায় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন এই সভাপতির বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে স্মরণসভাটি শুরু হয়। স্মরণসভায় সভাপতিত্বে করেন জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর শিপ্রা রায়। বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি খাদিজা বেগম মনি, সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জেসমিন কবীর, আন্দোলন সম্পাদক আনোয়ারা বেগম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অ্যাড. প্রীতিকণা রাহা, পরিবেশ সম্পাদক খুশি খন্দকার, রাসিনের নির্বাহী পরিচালক আসমা আক্তার মুক্তা, সেবার পরিচালক ফারজানা প্রমুখ। বক্তারা প্রয়াত আরজু করিমের জীবনী ও তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং মহিলা পরিষদে তাঁর অনবদ্য অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। স্মরণ সভাটি সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবী শিকদার। স্মরণসভায় জেলা শাখার কর্মী-সংগঠকসহ ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী

জেল হত্যা দিবস পালন: ৩ নভেম্বর জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ রাজশাহী জেলা শাখা ও অন্যান্য সমমনা সংগঠনের সাথে যৌথভাবে জাতীয় চার নেতার স্মরণে সকাল সাড়ে ৮টায় আলুপট্টির মোড় থেকে একটি শোক র‍্যালি বের করে। র‍্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শেষে জাতীয় চার নেতার অন্যতম শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

করা হয়। এসময় ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এ র‍্যালিতে জেলা শাখা সভাপতি কল্পনা রায়, সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকারসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ এবং কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

শোকজ্ঞাপন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ রাজশাহী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকারের স্বামী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুজিত সরকার (৬৬) ৮ নভেম্বর ভোরে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ রাজশাহী জেলা শাখার পক্ষ থেকে গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। পাশিাপাশি, ৯ নভেম্বর নগরীর ভুবন মোহন পার্কে অধ্যাপক ড. সুজিত সরকারের মরদেহে সর্বজনের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আনা হলে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রয়াতের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ

মতবিনিময় সভা: ২৭ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি উপপরিষদের উদ্যোগে করোনা-পরবর্তী স্কুল শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া ও করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভা নারায়ণগঞ্জ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে উক্ত কলেজের ৯ম-১০ম শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলার সহসভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ। সভায় আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. হাসিনা পারভীন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক রওশন আরা বেগম, স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক নিলুফার ইয়াসীম, সিনিয়র শিক্ষক নাজমা আক্তার, ছাত্রী সুমাইয়া, কথা, স্নেহা, সামিরা, সিদরাতুল মুনতাহা, শ্যামলী দাস, নাফিজা প্রমুখ।

বক্তাগণ করোনাকালে মানসিক চাপ, মোবাইলে আসক্তি, লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারানো, স্কুল যেতে না-পারা, শিক্ষক ও বন্ধুদের মিস করা, আর্থিক সমস্যা, বাল্যবিবাহ, অভিভাবকের চাকুরি ও ব্যবসা হারানো, শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাওয়া প্রভৃতি সমস্যা তুলে ধরেন। পাশাপাশি পরিবারের সবাই মিলে একসাথে বেশি সময় কাটানোকে ইতিবাচক বিষয় বলে মনে করে। তবে বর্তমান শিক্ষার্থীরা লেখাপড়াসহ সকল ক্ষতি কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছেন বলে জানান। সভা সঞ্চালনা করেন প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ সুজাতা আফরোজ।

নারায়ণগঞ্জ: নারায়ণগঞ্জ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত করোনা-পরবর্তী শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া ও করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত শিক্ষার্থীবৃন্দ

বাগেরহাট

আলোচনা সভা: ১৯ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টায় বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা শাখার শিক্ষা ও সংস্কৃত সম্পাদক জ্যোস্না দেবনাথের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সীতা রাণী দেবনাথ। বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার সম্পর্কে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীন। সবায় উপস্থিত ছিলেন ২৮ জন।

শেখ রাসেল দিবস পালন: জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৮ অক্টোবর **শেখ রাসেল দিবস পালন** করা হয়। এ উপলক্ষ্যে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন, র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিথ হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক আজিজুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথ এবং সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীন।

দাসত্ব বিলোপ দিবস: ২ ডিসেম্বর দাসত্ব বিলোপ দিবস উপলক্ষ্যে বাগেরহাট মহিলা পরিষদের উদ্যোগে কুসংস্কার দূর করে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে বধ্যভূমি চত্বরে মোমবাতি প্রজ্বালন করা হয়। সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের নারী কাউন্সিলরগণসহ প্রায় ৬০ জন নারীনেত্রী এ কর্মসূচিতে অংশ নেন।

বরিশাল

মনোরমা বসু মাসিমা'র জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন: যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখা অগ্নিযুগের বিপ্লবী, নারীমুক্তি সংগ্রামের অগ্রসেনানী, বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেত্রী ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সভাপতি মনোরমা বসু মাসিমা'র মাসিমা'র জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে যথাক্রমে ১৮ নভেম্বর ও ১৬ অক্টোবর।

মনোরমা বসু মাসিমা'র ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৮ নভেম্বর বিকাল ৪টায় মনোরমা বসু মাসিমা স্মৃতি ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার যৌথ আয়োজনে মাতৃমন্দির বিদ্যালয়ে (মাসিমা'র বাড়ি) মাসিমার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, আলোচনা সভা ও

বরিশাল: মনোরমা বসু মাসিমার জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে উপস্থিতির একাংশ

মাগুরা: মাগুরা মুক্ত দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন আয়োজিত ব্ল্যাক আউট কর্মসূচিতে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন। বক্তব্য রাখেন অ্যাড. বিশ্বনাথ দাস মুন্সী, উদীচীর সাধারণ সম্পাদক স্নেহাংশু কুমার বিশ্বাস, সংস্কৃতিজন মুকুল দাস, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুখেন্দু সরকার, মাতৃমন্দির সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিন্টু কুমার কর, অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র মজুমদার, অব. কর্মকর্তা পংকজ রায় চৌধুরী, সংগঠক জীবন কৃষ্ণ দে, বেবী দে, ও সংগঠনের জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য নিগার সুলতানা হনুফা।

এর আগে গত ১৬ অক্টোবর মনোরমা বসু মাসিমা'র মৃত্যুবার্ষিকীতে জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং মাসিমার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য মরিয়ম বেগম রীনার সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার, ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক টুনু রানী কর্মকার, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক পাপিয়া জেসমিন, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক শিউলী সাহা, সংগঠনের শুভানুধ্যায়ী প্রশান্ত সাহা প্রমুখ।

দুটি আলোচনা সভায় বক্তারা মাসিম'র কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, অসাম্প্রদায়িক চিন্তার ধারক মনোরমা বসু মাসিমা কঠিন ও ঘোর অমানিশায় আলোর দিশারী ছিলেন। তিনি ১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীকালে লঙ্গরখানা, চিকিৎসালয় ও উদ্ধার আশ্রম স্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী জনজীবনকে বিপর্যয় করে তুললে তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ১৯৭০ সালে বন্যা পরবর্তী সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে মানুষের কাছ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে দূর্গত মানুষের কাছে তা বিলিয়ে দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ৭৫- এর পট পরিবর্তনের পর তিনি পার্টির নির্দেশে আত্মগোপনে যান এবং আত্মগোপনে থেকেই খেলাঘর, উদীচী, ছাত্র ইউনিয়ন, মহিলা পরিষদকে আরো শক্তিশালী করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

মনোরমা বসু মাসিমা ১৮৯৭ সালের ১৮ নভেম্বর বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার নরোত্তমপুর গ্রামে রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা প্রমোদ সুন্দরী ও পিতা নীলকণ্ঠ রায়। নারী জাগরণের অন্যতম পুরোধা, মহীয়সী নারী কমরেড মনোরমা বসু মাসিমা ১৯৮৬ সালের ১৬ অক্টোবর প্রয়াত হন।

বক্তারা মানব ধর্মের জয়গানের সুরসুষ্টা কমরেড মনোরমা বসু মাসিমার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

মাগুরা

মাগুরা মুক্তি দিবস পালন: ৭ ডিসেম্বর মাগুরা মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালে ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মাগুরা মুক্ত করেন বাংলার মুক্তিকামী মানুষ। মাগুরা মুক্ত দিবসকে চিরস্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসে জেলা প্রশাসন কর্তৃক দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। মাগুরা মুক্ত দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মাগুরা জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সকাল ১০টায় নোমানী ময়দানস্থ শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে ৬.০১ মিনিটে জেলা প্রশাসন আয়োজিত ব্লাক-আউট কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

জেলা শাখায় রোকেয়া দিবস পালন

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদা এবং গুরুত্বের সাথে ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস পালন করে। নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের জন্ম এবং মৃত্যুর দিনটি দেশব্যাপী রোকেয়া দিবস হিসেবে পালিত হয়। দিনটি পালন উপলক্ষ্যে জেলা শাখাগুলো আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যালি, রোকেয়ার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ নানা কর্মসুচি পালন করে। যেসব জেলা রোকেয়া দিবস পালনের প্রতিবেদন এবং ছবি পাঠিয়েছে সেগুলো হলো–

রাজশাহী, কাউখালী, রংপুর, বরগুনা, কুষ্টিয়া, নাটোর, সাতক্ষীরা, ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, ফরিদপুর, মধুখালী, ময়মনসিংহ, গাইবান্ধা, বেলাব, সুনামগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পাবনা, বাগেরহাট, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মাগুরা, সিলেট, নওগাঁ, সাভার, রাজবাড়ী, চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইল।

বরগুনা

কিশোরগঞ্জ

সাতক্ষীরা

ময়মনসিংহ

সচেতনতামূলক আলোচনা সভা

নারীর স্বাস্থ্য অধিকার এবং মানসিক আঘাত থেকে উত্তরণের উপায়

যৌন ও প্রজনন-স্বাস্থ্য অধিকার এবং নারীর প্রতি সহিংসতাজনিত মানসিক আঘাত থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য উপপরিষদের উদ্যোগে ২১ নভেম্বর দুপুর ২টায় নারায়ণগঞ্জ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে উক্ত কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নারীর স্বাস্থ্য অধিকার এবং মানসিক আঘাত বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভায় নারায়ণগঞ্জ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ

সভায় সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী। সভায় আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্য সম্পাদক ডা. দীপা ইসলাম, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাক্তন উপপরিচালক ডা. রোকাইয়া খাতুন রেখা, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ডা. লায়লা পারভীন বানু মাধবী, নিউরোসায়েন্স ও শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞ ডা. শায়লা ইমাম কান্তা, নারায়ণগঞ্জ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক নিলুফার ইয়াসমিন।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ নারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে সম্মক ধরণা এবং এ সম্পর্কিত সমস্যাগুলো কীভাবে মোকাবেলা করতে হয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি তারা, পারিবারিক নির্যাতন, ঘরে ও ঘরের বাইরে সহিংসতার শিকার নারীদের মানসিক দূরাবস্থা, এই আঘাতগুলোর প্রতিকার, নিজেদের ছোট না ভাবা, প্রতিবাদী হওয়া, নারী ও পুরুষের জেন্ডারগত পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারা বলেন, নারীকে নারী নয়, মানুষ হিসেবে নিজদের ভাবতে হবে এবং সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। কোনো সমস্যায় পড়লে পরিবারের কারো সাথে বা স্কুলের শিক্ষক বা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করা, সমস্যা গোপন না করা, অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করা, নিজেদের মানসিকভাবে শক্তিশালী করা, সঠিকভাবে লেখাপড়া করা, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করাসহ নানাবিধ পরামর্শ দেন।

ঘরে-বাইরে কোনো নারী ও কন্যা নির্যাতনের শিকার হলে উল্টো তাকেই দোষারোপ করা হয়, ফলে নারী ও কন্যারা নিজেদের গুটিয়ে নেয়– এটা করা যাবে না বলে তারা উল্লেখ করেন। বরং যারা নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার সাথে জড়িত তারা কাপুরুষ, লাজ্জা তার, অপরাধী সে। তারাও আরও উল্লেখ করেন, অপরাধীর পরিচয় প্রকাশ করতে হবে, বিচারের আওতায় আনতে হবে এবং সজাগ থাকতে হবে যেন কোনো অপশক্তির প্রভাবে সে পাড় পেয়ে না যায়। এজন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। তবেই রাষ্ট্রে ও সমাজ উন্নত হবে, নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আনজুমান আরা আকসির, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. হাসিনা পারভীন, স্বাস্থ্য উপপরিষদের সদস্য রোকেয়া বেগম প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সার্বিক সহযোগিতায় এবং এবং প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ সুজাতা আফরোজের সঞ্চালনায় সভায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ দুই শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

চিকিৎসা সাহায়তা প্রদান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্য ও কাশীনগর গ্রাম শাখার সভাপতি সুকুমারী ঋষি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তার হার্টে ব্লক ধরা পড়ে এবং ডাক্তারের পরামর্শে রিং পড়ানো প্রয়োজন হয়। সুকুমারী ঋষির চিকিৎসার জন্য বেশ অর্থে প্রয়োজন হয়। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সুকুমারী ঋষির চিকিৎসার জন্য নগদ অর্থ সহায়তা করে। ১৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক হোমায়রা খাতুন সুকুমারী ঋষির কন্যা চম্পা ঋষির হাতে নগদ সাত হাজার টাকা প্রদান করেন।

জেলা শাখায় স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম

বরিশাল

শীতবস্ত্র বিতরণ: এনআরবিসি ব্যাংকের সহযোগিতায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার উদ্যোগে ২০ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় শ্রীনাথ চ্যাটার্জী লেনস্থ নিজস্ব কার্যালয়ে বিভিন্ন পাড়া শাখার অসচ্ছল ও অসহায়দের ১০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

এসব কম্বল বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন, সহসভাপতি জাহান আরা বেগম, সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মলিনা মণ্ডল, আন্দোলন সম্পাদক সুরুচি কর্মকার, কার্যকরী কমিটির সদস্য মরিয়ম বেগম রীনা, শিউলী সাহা ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

চট্টগ্রাম

বস্ত্র বিতরণ: জেলা শাখার সমাজকল্যাণ উপপরিষদের উদ্যোগে জিইসি কুসুমবাগ এলাকায় দরিদ্রদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, অর্থ সম্পাদক পূর্বা দাশ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক স্বপ্না বড়ুয়া প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত থেকে এসব বস্ত্র বিতরণ করেন।

পাঠচক্র: বাগমনিরাম শাখায় 'পুষ্টি ও স্বাস্থ্য' বিষয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয় ২৮ নভেম্বর বিকেল ৪টায়। পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির। আলোচ্য বিষয়ে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ফারিহা তাসনিম নীপা।আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম এবং সাংগঠনিক সম্পাদক স্বাতী পাল। সঞ্চালনা করেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক সুলেখা পাল।

আলোচকগণ বলেন, বর্তমানে অনেকেই খাদ্যাভাস ও জীবনযাপনের সঠিক নিয়মাবলী মানার পরিবর্তে ছোটোখাটো শারীরিক অসুস্থতায় ওষুধ সেবনে প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে– যা স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরুপ। ওষুধ দ্রুত রোগ নিরাময় করলেও রেখে যায় কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া– যা প্রতিফলিত হয় আমাদের কিডনী, লিভার বা প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর। তাই খাদ্যাভাস নিয়ে সচেতন হতে হবে। জানতে হবে প্রতিদিন খাদ্য তালিকার কি ধরণের খাদ্য উপাদান কতটুকু পরিমাণ খেতে হবে। দৈনিক ৩০-৪০ মিনিট হাঁটাতে হবে। প্রয়োজনে পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিতে হবে। পাঠচক্রে মোট ৪৫ জন কর্মী-সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বাগেরহাট

শীতবস্ত্র বিতরণ: উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় ও সংগঠরেন জেলা শাখার উদ্যোগে ২৯ ডিসেম্বর ৭০ জন শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীনসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ এসব বস্ত্রবিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখায় পরিবেশ ও জলবায়ু কার্যক্রম

সাভার

নদী ও পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২৬ নভেম্বর সকাল ১০টায় বংশী নদীর পাড়ে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এই গণজমায়েতে নদী ও পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন ও দাবির সাথে সংহতি জানিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সাভার সাংগঠনিক জেলা শাখা ও এর বিভিন্ন পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ ও সদস্যগণ যোগদান করেন।

নেটওয়ার্কিং প্রতিবেদন

অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২২

তারিখ	বিষয়	আয়োজক	সংগঠনের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী
১০ অক্টোবর '২২	বাংলাদেশের যুব সমাজের জেন্ডর বিষয়ে মনোভাব বিষয়ক গোল টেবিল বৈঠক	ব্র্যাক	আফরুজা আরমান–গবেষণা কর্মকর্তা
২১ অক্টোবর '২২	সম্মিলিক সাংস্কৃতিক জোটের সম্মেলন	সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট	ডা. ফওজিয়া মোসলেম–সভাপতি (অতিথি বক্ত হিসেবে) রেখা চৌধুরী– সহসভাপতি
২৪ অক্টোবর '২২	Women's Peace and Humanitarian Fund -এর Steering Committee-এর সভা	ইউএন উইমেন বাংলাদেশ	মালেকা বানু–সাধারণ সম্পাদক
০২ নভেম্বর '২২	Seminar on Time Use Survey	বিবিএস	অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম–যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
০৫ নভেম্বর '২২	বাংলাদেশের সংবিধানের ৫০ বছর: সংবিধান ও নায্য সমাজের অনুসন্ধান বিষয়ক আলোচনা সভা	ব্লাস্ট	সিনো মে মারমা–জুনিয়র আইনজীবী
০৫ নভেম্বর '২২	Seminar on Revisiting the Historical Jouney of the Constitution of Bangladesh	BILIA	রেখা চৌধুরী–সহসভাপতি
০৫ নভেম্বর '২২	সভা	মহিলা ঐক্য পরিষদ	ডা. ফওজিয়া মোসলেম–সভাপতি
০৫ নভেম্বর '২২	সভা	ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি	মালেকা বানু–সাধারণ সম্পাদক
০৬ নভেম্বর '২২	Orientation Workshop on National Action Plan on Women, Peace and Security	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সীমা মোসলেম–যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
১৭ নভেম্বর '২২	Meet with Regional Gender Advisor for South Asia- UNICEF	UNICEF	সীমা মোসলেম–যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
১৭ নভেম্বর '২২	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও যৌতুকবিরোধী জাতীয় কার্যক্রম	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মালেকা বানু–সাধারণ সম্পাদক

প্রস্তুতকারী: জনা গোস্বামী, পরিচালক, অ্যাডভোকেসি ও লবি

বই/পুস্তকাদি

নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (১৯৮৩)
নারী জাগরণ ও মুক্তি (১৯৮৬)
নারীর আইনগত অধিকার ও সহায়তা
মুক্তিযুদ্ধদিনের স্মৃতি ১ম খন্ড (২০০১)
ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড (১৯৯৩)
বেগম রোকেয়া স্মরণিকা ১৯৭৯
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার : ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহে এক অমিততেজী যোদ্ধা প্রথম শহীদ নারী (১৯৯৫)
মনোরমা বসু (মাসিমা): মানবদরদী আদর্শ সংগ্রামী নারী (১৯৯৫)
চিরঞ্জীব সুফিয়া কামাল (মহিলা সমাচার, বিশেষ সংখ্যা-এপ্রিল, ২০০০)
বাংলাদেশে নারীর অধিকার ও আইন সংস্কার (১৯৯২)
Women Rights, Law Reformation and Uniform Family Code (1993)
Endangered Humanity (2002)
Status of Women in Bangladesh (1992)
Teenagers and Forced for Flash Trade (1998)
Rokeya Sadan: Rehabilitation Center (2002)
Annual Report 2004, 2005, 2007, 2008
Process of Empowerment 2006
দেহব্যবসায়-বাধ্য কিশোরীরা
মধ্যপ্রাচ্যে মেয়েদের কর্মসংস্থান ও ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত-অবৈতনিক নারী শিক্ষা (১৯৯২)
ফতোয়ার বলী ছাতকছড়ার নূরজাহান (১৯৯৭)
পাকিস্তানে বাংলাদেশের নারী পাচার (১৯৯১)
মা ও শিশুর স্বাস্থ্য (১৯৮৩)
সৃজনী (উন্নয়ন ও প্রকল্প কার্যক্রম, ২০০৬)
মৌলবাদ মানবাধিকারের অন্তরায় (২০০৬)
ধর্ষণচিত্র ২০০০-'০৪ (২০০৬)
ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড (২০০৬)
আলোর পথযাত্রী (২০১০)
কলতান (২০১০)
বাংলাদেশে নারী নির্যাতন পরিস্থিতি গবেষণা প্রতিবেদন ২০১২
মহিলা পরিষদ জার্নাল (২০১৩)

বিশেষ প্রকাশনা

জাতির বিবেক কবি: সুফিয়া কামালের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি (১৯৯৯)
মহিলা পরিষদের পুনর্বাসন কেন্দ্র : রোকেয়া সদন (১৯৯৭)
সিডও কমিটির ৩১তম অধিবেশনের সমাপনী মন্তব্য (২০০৪)
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০০৮
একাদশ জাতীয় সম্মেলনের কমিশনভিত্তিক আলোচনা, ২০০৮ [প্রকাশকাল ২০০৯]
দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলনের কমিশনভিত্তিক আলোচনা প্রতিবেদন, ২০১৩ [প্রকাশকাল ২০১৪]

এছাড়া নিয়মিত প্রকাশনা সংগঠনের মুখপত্র : মহিলা সমাচার

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

Sweden
Sverige

সুফিয়া কামাল ভবন
১০/বি/১ সেগুনবাগিচা ঢাকা-১০০০, ফোন +৮৮০ ২ ২২৩৩৫২৩৪৪; ফ্যাক্স +৮৮০ ২ ২২৩৩৮৩৫২৯
ই-মেইল: info@mahilaparishad.org, ওয়েব: www.mahilaparishad.org